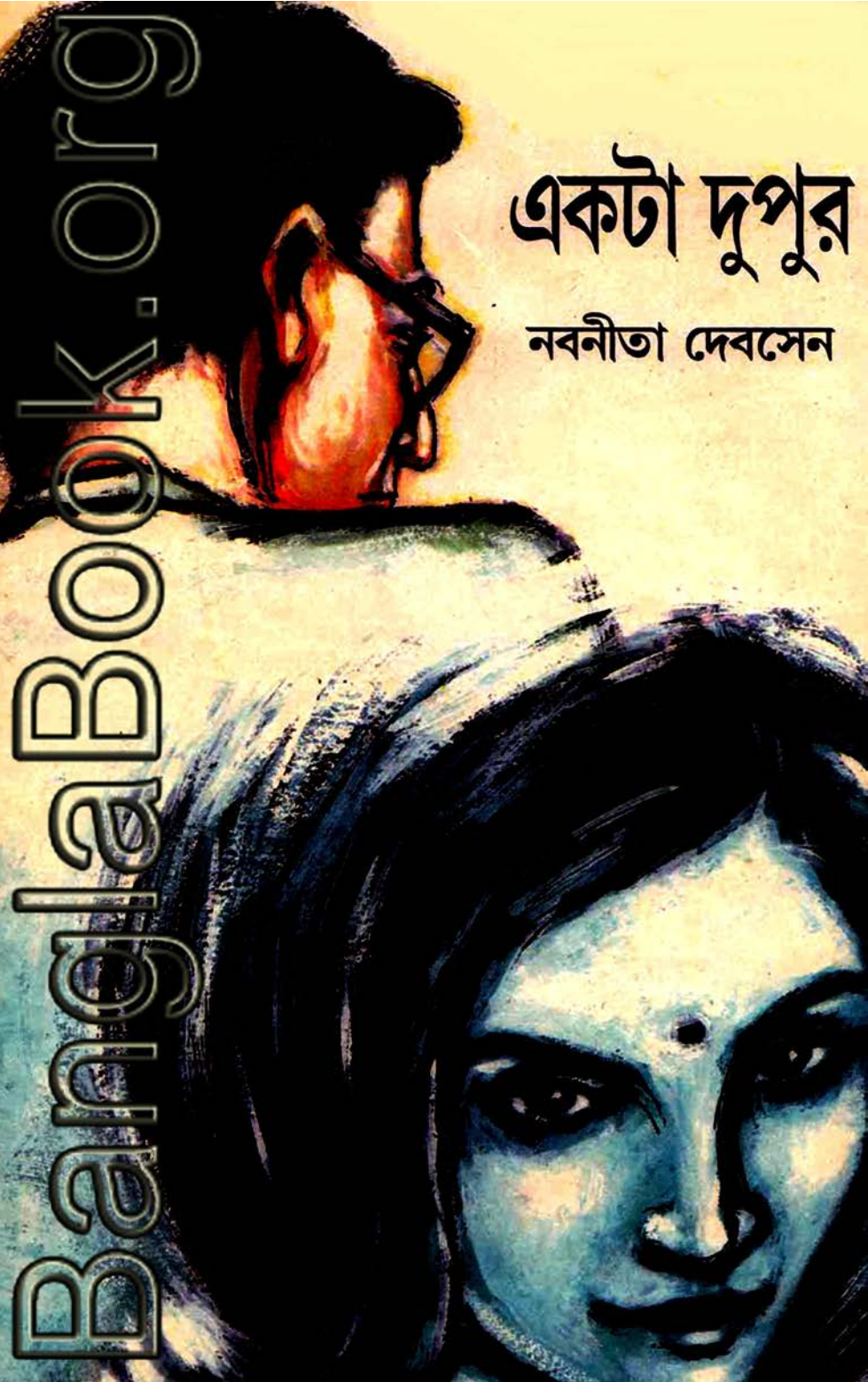

একটা দুপুর

নবনীতা দেবসেন

BanglaBook.org

একটা দুপুর

নবনীতা দেবসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

Ekta Dupur

প্রকাশ করেছেনঃ
শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশঃ
১লা বৈশাখ, ১৪০৩
১৯৯৬

ছেপেছেনঃ
বি সি মজুমদার
বি পি এম'স প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উঃ)

প্রচ্ছদঃ
অমিত চক্রবর্তী

দামঃ ৩০ টাকা মাত্র

এই একটা দুপুর
ইরা আর সত্যেনদার জন্যে

নবনীতা

১ বৈশাখ, ১৪০৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সূচীঃ

একটা দুপুর ৬
যাত্রারম্ভ ৫১

একটা দুপুর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

॥ ১ ॥

বালিগঞ্জ

স্নান করে বেরিয়ে সবে চুলটা আঁচড়াচ্ছি, ফোন বাজলো। সকাল থেকে এই ফোনের জ্বালায় অস্থির। কী কুক্ষণেই যে ফোনটা সেরে উঠেছিল দু'মাস মরে থাকার পরে! নিজেদের যখন দরকার হয় তখন ফোন নেই, অন্যের যখন আমাদের দরকার তখন ফোন "জী হুজুর" বলে হাজির। না ধরেও উপায় নেই, একটা গোঁয়ার বাচ্চার মতো চেঁচিয়েই যাচ্ছে ফোনটা। নির্ঘাৎ তানিয়ার কোনো বন্ধু।

বৌদি? হঠাৎ দুপুরবেলায়? বৌদি তো জানে আমি এখন থাকি না।

"কী রে বৌদি? কী ব্যাপার? হঠাৎ দুপুরে?"

"আছিস তাহলে বাড়িতে। কলেজে যাসনি?"

"অফ ডে। বিকেলে যাব, মিটিং আছে। কেন?"

"খাওয়া হয়েছে তোর?"

"এইবার বসবো। কেন?"

"তাহলে খেয়ে নে।"

"বাঃ, এই কথা বলতে ফোন করেছিলি?"

"তোর দাদা এক্ষুণি ফোন করেছিল। তোকে জানাতে বললে, কাকামণি আজ বেলা বারোটার সময়ে—ও গাড়িটা আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে—তুই কি যাবি?"

—.....

"কী রে? কী করবি? একটা বাজে।"

"কী হয়েছিল? হার্ট? না সেরিব্রাল?"

"অত বলেনি। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল। ও চলে গেছে, ওখান থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। তুই তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। প্রদোষ কি এখনও ব্যাঙ্গালোরে?"

"পরশু আসবে। তুই খেয়েছিস?"

"আমিও খেতে বসছিলুম। আধঘণ্টা, ধরে নে। সেই শোভাবাজার থেকে তো রওনা হয়েছে। আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।"

"কি আশ্চর্য। পরশু দিনও তানিয়া ফোন করেছিল, বলেছেন—'তুমি করিশ্মা কাপুর, আমি শাহরুখ খান'।"

"জ্ঞান তো টনটনে ছিল! বাজার করছিলেন।"

"কে কে যাচ্ছি আমরা?"

"ভবানীপুর থেকে পিসিমাকে তুলে নিতে হবে। আর টুসিকে যে নিয়ে যাবো, তা তার বাচ্চাই ঘুমোচ্ছে না। তানিয়া কি কলেজে গেছে?"

"আবার ওদের টানা কেন? মৃত্যুর বাড়িতে টুসিকে নেবার কী দরকার? ওরা না গেলে কেউ কিছু মনে করবে না, তাও যদি যাতায়াত থাকত, সে অন্য কথা ছিল। কখনও গেছে কি শোভাবাজারে?"

"তা বটে, আমি ভাবছিলুম খোকা শহরে নেই—"

"না, থাক। বড়দা যাচ্ছে, তুই যাচ্ছিস, আবার কী? ও থাক বাড়িতে বাচ্চার কাছে। সারা সপ্তাহ বাইরে বাইরে থাকে।"

"হ্যাঁ ওর খুব একটা যেতে ইচ্ছেও আছে বলে মনে হলো না।"

"তাতে অবাক হবার কিছু আছে কি? ও বাড়িতে ও কাকে চেনে?"

"কাকামণি কিন্তু ওকে খুব আদর করতেন।"

"কাকামণি সবাইকেই আদর করতেন। কিন্তু তিনি তো এখন নেই। যা, খেয়ে নে। আমিও যাই। মুশকিল। আবার হুড়মুড়িয়ে ফিরতে হবে, মিটিং আছে বিকেলে।"

"ওঃ, তুই আর তোর দাদা। খালি মিটিং! আর মিটিং!"

"কী করবো আমাদের খেটে খেতে হয়।"

"আহা! না খাটলে তো প্রদোষ খেতে দিত না!"

বৌদি টুসিকে কেন টানছিল জানি না। ওরা তো আসল কাকামণিকে দেখেইনি। কাকামণিকে খুব একটা মানুষ বলে গ্রাহ্য করত কি? বুড়ো-হাবড়া, খ্যাপাটে এক দাদাশ্বশুর। আমাদের কাকামণিকে ও চেনে না। ওর কীই-বা দোষ।

খেতে বসেছি বটে, হাত চলছে না। বড়পিসিমা বসে রইলেন, অচেতন জড়পিণ্ড হয়ে। কাকামণি চলে গেলেন। হাসিঠাট্টা ইয়ার্কিতে জীবন্ত অবস্থায়। এ প্রকৃতির কেমন হিসেব! জ্যাঠামণিও আছেন। জ্যাঠামণির একানব্বুই হয়ে গেছে বটে কিন্তু ফিট্ আছেন। কিন্তু তাঁকে খবরটা দেবে কে? কাকামণি যখন নার্সিংহোমে ছিলেন, জ্যাঠামণি রেগুলারলি দেখতে যেতেন। লিফ্টে চড়ে উঠতে পারতেন। এখন ওঁর জ্বর হচ্ছে, এক্ষুণি খবরটা না দেওয়াই ভাল। বড়পিসিমা তো কথা বলতেও পারেন না, কথা বুঝতেও পারেন না। উদ্ভিদ। আমার বাপের বাড়িতে সবাই দীর্ঘায়ু আর মামার বাড়িতে ঠিক তার উলটো। বাবা যখন আশিতে পা দিয়ে মারা গেলেন, সারাটা পরিবারে

BanglaBook.org

অকালমৃত্যুর শোক উথলে উঠলো। আর মা যে ঘাট পেরিয়ে একঘট্টিতে চলে গেলেন, এটা তাঁর পক্ষে একটা বিশেষ পারিবারিক অ্যাচিভ্‌মেন্ট বলে গণ্য হলো আমার মামাবাড়িতে। এর আগে কেউ ঘাটে পৌঁছয়নি।

কাকামণির সঙ্গে মার খুব বন্ধুত্ব ছিল, দু'জনেরই সাহিত্যপ্রীতি ছিল প্রবল। বইপত্রে যেমন দেওর-বৌদির আদর্শ স্নেহের সম্পর্ক পড়া যায়, মায়ের সঙ্গে কাকামণির ঠিক তেমনি একটা সম্পর্ক ছিল। মার মৃত্যুর পর কাকামণি ছোটদেরই বেশি বন্ধু হয়ে গেছেন। এই তানিয়া, খোকা, মন্দিরা, টুসি—ওদের বাচ্চারা। আমাদের ছোটবেলায় কাকামণি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। কিন্তু আমরা তো আর ছোট নেই। কাকামণি এখনও ছোট থাকতে পেরেছেন। পেরেছিলেন। কাকামণি চলে গেলে, এখন ভাইবোনদের মধ্যে রইলেন জ্যাঠামণি, ছোটপিসিমা, বড়পিসিমা। বড়পিসিমাকে আর কেউ দেখতে যায় না, জ্যাঠামণি, কাকামণিরা ছাড়া। কাউকেই চিনতে পারেন না। গুটিয়ে কেমন ছোট্টমতন হয়ে গিয়েছেন। মাটিতে বিছানা করে অয়েলক্লথে শুইয়ে রেখেছে নাতবউরা। বেশির ভাগ সময়ই চোখ বুজে থাকেন।

একমাত্র সন্তান, ছেলে, তার মৃত্যুর পরেও তিনি বেঁচে থেকে যে মহৎ অপরাধ করেছেন, তার দণ্ড তাঁকে পেতেই হবে। ছেলেও নেই, বউও নেই। আছে দুই নাতি, নাতবউ। এক নাতনী। বাড়ি প্রোমোটারকে বিক্রি করা সব ঠিক, কিন্তু বড়পিসিমা না মারা গেলে সেটা হচ্ছে না, কেননা বাড়ি এখনও তাঁর নামে। বিশ্রী একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা হয়ে রয়েছে ব্যাপারটা। ওঁকে অন্য কোথাও ট্রান্সফার করলেও আইনত বাড়ি বেচা যাবে না। তাছাড়া ওঁর দুই ভাই এক বোন পাহারা দিতে বেঁচে আছেন (যত বুড়োই হোক, সকলের জ্ঞানবুদ্ধি টনটনে)। ফলে নাতবউরা বড়পিসিমাকে খুব একটা যত্ন আর করে না। চুরানব্বুই হয়ে গেছে, আরও কতদিন চাই?

জ্যাঠামণি একা থাকেন। দিদিভাই জামাইবাবু ম্যাঞ্চেস্টারে সেটল্‌ড, সেও ত্রিশ বছর হয়ে গেল। প্রত্যেক বছরে আসেন। ছেলেমেয়েদেরও পাঠান ছুটিছাটায়। জ্যেঠিমার মৃত্যুর পর নিয়েও গেছলেন জ্যাঠামণিকে, ম্যাঞ্চেস্টারে রেখে দেবার জন্যে। জ্যাঠামণি পালিয়ে এসেছেন। ম্যাঞ্চেস্টার তাঁর পছন্দ হয়নি। এখানে তাঁর লেকের বন্ধুরা আছেন, তাঁর ভাইবোনেরা আছেন, আমরা সবাই আছি, কলকাতা শহর আছে, স্টেটসম্যান-আনন্দবাজার আছে, জ্যাঠামণি দিব্যি আছেন। রঘুর কেয়ারে। ছোটপিসিমা সংসারী মানুষ। ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলেও পঁচাশি পার হয়ে গেছেন! শক্তপোক্ত স্বাধীনচেতা। ভবানীপুরে তাঁর ছেলে-বউ নিয়ে থাকেন। নাতনীর বিয়ে হয়ে গেছে। নাতি পড়ছে খড়্গপুরে। ছেলে-বউ চাকরি করে। দুই মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে। ছোট ছেলে দুর্গাপুরে।

BanglaBook.org

ছোটপিসিমার ফুলবাড়ি, গয়নাবড়ি, আচার, আমসত্ত্ব, হরেক রকমের মিষ্টি আমাদের পরিবারে বিখ্যাত। এবং তাঁর কটকটে কথাও। কাকামণি থাকতেন যদিও দূরে, শোভাবাজারে, নিয়মিতই কিন্তু দেখা হতো তাঁর সঙ্গে আমাদের। বাবা-জ্যাঠামণি একই বাড়িতে আলাদা তলা নিয়ে বাস করেছেন। ঠাকুমাও থাকতেন আমাদের সঙ্গে। বাবার মৃত্যুর পর দাদা বৌদি সব ও বাড়িতেই আছে। জ্যাঠামণি নিচের তলায় একা থাকেন, আলাদা সংসার, কিন্তু বৌদি যথেষ্ট দেখাশুনো করে। জ্যাঠামণির পুরনো লোক রঘুও আছে প্রায় চল্লিশ বছর হলো। সে-ই জ্যাঠামণির প্রধান গার্ডেন। রঘুর সঙ্গেই কথা বলে কাকামণির মৃত্যুসংবাদ জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

সাতাশি বছর বয়েসেও কাকামণি ট্রামে চড়ে বালিগঞ্জে চলে আসতেন। বকুনি দিলে বলতেন—'ট্যাক্সিভাড়াটা বাঁচিয়েই তো ফুচকাটা খাই রে! তোদের কাকী কি বুড়ো বয়সে ফুচকা খেতে পকেটমানি দেবে?' কাকামণির এক্ষুণি স্বর্গে যাবার সময় হয়নি।

জ্যাঠামণি বাবার মৃত্যু দেখেছেন। মার মৃত্যু। জ্যাঠাইমার মৃত্যু। সব ক'টি মৃত্যুই তাঁকে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়েছে। এখন সবচেয়ে ছোটভাই, যাঁকে, জ্যাঠামণির দৃঢ় ধারণা, জ্যাঠামণি না দেখাশুনো করলে, তাঁর জীবনটা যথাযথ খাতে বইবে না, সেই কাকামণিও চলে গেলেন। কে দেবে খবরটা জ্যাঠামণিকে? দাদা আসুক। নাকি ছোটপিসিমার মুখে—?

নিচে হর্ন বাজলো। বৌদি এসে গিয়েছে।

॥ ২ ॥

ভবানীপুর

"এই তো এই গেট।"

"কি বৌদি, তুই যাবি, না আমি যাবো? কে নামবে?"

"দুজনেই নামি চল্। প্রথম খবর শুনে পিসিমার কী রিঅ্যাকশন হয় কে জানে। পিঠোপিঠি ভাইবোন তো। বয়েস তো পিসিমারও কম হলো না?"

"দিব্যি ফিট আছেন কিন্তু। নিজের নিরিমিষ্যি হেঁশেলের রান্নাটা নিজে হাতে এখনও করছেন। পুজোর বাসন-কোসন ধোওয়া, মালা গাঁথা—"

"যতই ফিট থাকুন এ হচ্ছে সহোদর ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ। আমি বাবা একা ফেস করতে পারবো না। শেষে হঠাৎ ফেন্ট-টেন্ট হয়ে পড়লে—বাড়িতে তো কেউ থাকেও না দুপুরবেলা।"

BanglaBook.org

"দরজা খুলবে কে?"

"দেখি, কে খোলে। কাজের মেয়েটা তো আছে।"

স্বপ্না দরজা খুলেই অবাক!

"আরে, আরে, মিনিপিসিমা, রুবিমাইমা, হঠাৎ দুকখুরবেলায় এসে গেলেন যে? আসুন, ভিতরে আসুন।"

"পিসিমা কি শুয়ে পড়েছেন?"

"না, ঠাকুমা গপ্পো কচ্চে, বম্বে থেকে জামাইবাবু এসছে না? আজকের দিনটা থেকে, কালকেই ফের বম্বে চলে যাবে।"

পিসিমার গলা বেজে উঠলো ভেতর থেকে—"কে রে স্বপ্না? কে এল এই দুপুরবেলা, ঘণ্টি বাজিয়ে?"

"এই যে মিনিপিসিমা আর রুবিমাইমা—"

"হঠাৎ? মিনি, তোর কলেজ নেই? ঠিক দুপুরবেলায় ননদভাজে ঘুরতে বেরিয়েছিস?"

"এই তো, একটু বেরুতে হলো। কিগো মণীন্দ্রবাবু, ঠাকুমার কাছে বসে জামাই আদর খাওয়া হচ্ছে? কবে এলে?"

"আজই। একটা বোর্ড মিটিং ছিল। কালকে ফিরে যাবো। ভালো হলো আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

"বোস্, বোস্। কী খাবি বল্ মিনি? চা করতে বলি? নাকি একটু লেবুর শরবত করে দেবে?"

"নাগো ছোটপিসি, আজ থাক। আজ একটু তাড়া আছে। একটা খারাপ খবর আছে।"

"কী খারাপ খবর? দিদি বুঝি? কখন?"

"না। আমরা বসছি। তুমি বরং কাপড়টা বদলে নাও। আমাদের সঙ্গে যাবে।"

"দিদি নয়? তবে? তবে কি বড়দা হঠাৎ—"

"কাকামণি।"

"ছোড়দা! কে খবর দিলে?"

"দাদাই অফিস থেকে ফোন করেছে।"

"কবে? কখন? হঠাৎ? এই তো ফিরল সেদিন নার্সিংহোম থেকে। বেশ তো সেরে উঠেছিল ভেবেছিলুম—কখন হলো? আজই?"

"আজ বেলা বারোটার সময়ে।"

"কী হয়েছিল ছোট্ঠাকুরদার, মামীমা?"

"হবে আবার কী? বয়েস হয়েছিল!" হঠাৎ মুখঝামটা দিয়ে ওঠেন ছোটপিসিমা,

BanglaBook.org

"যেমন আমাদের প্রত্যেকেরই হচ্ছে। যাবার সময় হয়েছিল, চলে গেছে। আমার তো মরণ নেই, সবাইকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে তবে আমি যাবো।"

"সেটাই তো ঠিক। তুমিই তো সবচেয়ে ছোট। নাও ওঠো। কাপড়টা বদলে নাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"তারপর মণীন্দ্র, টুনির এখন শরীর কেমন? নতুন বাড়িটা ভাল জায়গায় হয়েছে? বম্বেতে তো ফ্ল্যাট পাওয়াই দুষ্কর—"

"চমৎকার। অতি চমৎকার। কোম্পানীর ফ্ল্যাট তো? সেই কুড়িতলার ওপরে, একেবারে সমুদ্রের সামনেই। দারুণ ভিউ! না মণীন্দ্র? টুনি যে আমাকে সব লিখেছে! অনেক করে লিখেছে একবার ঘুরে আসতে ওর কাছে। দ্বারকাতে নিয়ে যাবারও লোভ দেখিয়েছে। পাগ্‌লি! বোঝে না, ঠাকুমার বয়েস পঁচাশি, এখন আর যাবার দিন নেই। এই তো ছোড়দা যে নার্সিংহোম থেকে ফিরবে, উঠে দাঁড়িয়ে আবার হেঁটে চলে বেড়াবে, আমি সত্যিই ভাবিনি, এই বয়সে একবার ঘা লাগলে আর ওঠে না।"

"ঠাকুমা, আপনাদের সঙ্গে কি আমিও আসবো?"

"তুমি কী কত্তে যাবে? এই মাত্তর তিন ঘণ্টা ধরে মিটিং করে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছ? এখন একটু বিশ্রাম করো। তোমার তো এখানে থাকার কথাই নয়। আমরা যাই, তুমি স্বপ্নাকে বোলো যদি কিছু দরকার হয়। আমার তো এখন আর ফেরবার ঠিক নেই। তবে তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী এসে পড়বে আপিস থেকে আর কিছুক্ষণ বাদেই। আমি কাপড়টা বদলে আসি, তোরা একটু বোস্, মিনি।"

"বাব্বাঃ! ছোটপিসির কী স্ট্রেংথ রে?"

"বয়েস হলে অমন হয়। অনেক মৃত্যু দেখে দেখে শক্‌টকগুলো সব সয়ে যায়। একবার ঐ আশি-নব্বুই বছর পার হয়ে গেলে না, তখন বোধহয় জীবন-মরণ সব ঘেঁটে একাক্কার হয়ে চচ্চড়ি পাকিয়ে যায়। মনে হয় না সুখদুঃখুর বোধটা খুব জোরালো থাকে।"

"সব অনুভূতিই বোধহয় ভোঁতা হয়ে যেতে থাকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। সেল্‌ফিপিটি-টা ছাড়া!"

"হ্যাঁ, ঠাকুমা সত্যি বেশ সহজভাবেই নিতে পারলেন কিন্তু খবরটা। আমি প্রথমে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলুম—"

"ছোটপিসি চিরকালই খুব প্র্যাকটিক্যাল আর ডাউন-টু-আর্থ লোক। কাকামণির উলটো।"

"কত সহজভাবে টুনির কথা, বম্বের কথা বলছিলেন—"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, বাড়ির ভিউ-টিউ, মণীন্দ্রের বদলে উনিই তো জবাব দিয়ে দিলেন—"

"এতে অবাক না হয়ে খুশিই হওয়া উচিত আমাদের—লাইফ এ্যান্ড ডেথ দুই নিয়েই তো জীবন। আমরা যতটা আপসেট হই, বয়স হলে লোকে ততটা আপসেট হয় না, অনেক মৃত্যু দেখে দেখে—"

"যতই মৃত্যু দেখুক, ইটারন্যাল সেপারেশনে কী করে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে মানুষ? জীবনের মতো চলে গেল একজন, আর দেখা হবে না—সহোদর দাদার জন্যে একটুও শোক নেই? অমন ম্যাটর অব ফ্যাক্ট—"

"কে বললে শোক নেই? হয়তো শোকের প্রকাশ নেই।"

"এও হতে পারে যে ঠাকুমা এখনও ঠিকমতো টের পাননি ব্যাপারটার ইন্টেনসিটি—বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তো স্নায়ু-টায়ুগুলোর অত তীব্রতা থাকে না—একটু ভোঁতা হয়ে যায়।"

"তারপর টের পেলে ভেঙে পড়বেন হয়তো।"

"না, বাবা, ভেঙে-টেঙে না পড়াই ভালো। ও আমি সামলাতে পারি না!"

"ওখানে গিয়ে যখন দেখবেন সবাই মিলে কান্নাকাটি করছে—"

"শোকের বাড়িতে কেউ কাউকে সামলায় না, ঠিক সবাই আপনা-আপনি সামলে যায়—"

"আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে না? দুটো বেজে গেছে বোধহয়।"

॥ ৩ ॥

কাকামণি

উত্তর কলকাতায় বেশি আসা হয় না। এ পথগুলো তেমন চেনা নয়। অচেনাও নয়। আমাদের বালিগঞ্জের পাড়া থেকে কত আলাদা। মনে হয় অন্য শহর। মা বলতেন 'কলকাতা' উত্তর কলকাতাকে, আর দক্ষিণ কলকাতা ছিল 'বালিগঞ্জ', 'কালীঘাট', 'ভবানীপুর', 'আলিপুর'। যাদবপুর, কসবাকে কলকাতার বাইরে বলে মনে করা হতো তখন, রেললাইনের ওপারে। পাড়াগাঁ। শ্যামবাজার একদম অন্য পাড়া। শোভাবাজারে কতদিন পরে আসছি? মনেও পড়ে না শেষ কবে এসেছিলুম মা'র সঙ্গে। পিসিমা সমানে কথা বলে যাচ্ছেন, কিছু কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না। জানি, বৌদি নিশ্চয় মন দিয়ে সব কিছু শুনছে। বৌদি রাস্তা দেখছে না। বৌদি কেবল মন্দির দেখছে। পথে যত মন্দির পড়বে, সে যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন, বৌদির ট্রেইন্ড

BanglaBook.org

দৃষ্টি এড়াতে পারবে না। অখ্যাত কোনো গাছের গোড়ার দেবতাও বৌদির ভক্তপ্রাণের নজর কেড়ে নেবেন নির্ঘাৎ। ঠিক হাত দুটো জোড়া হবে, কপালে উঠবে, চোখ বুজে যাবে, ঠোঁট বিড়বিড় করে ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। পথেঘাটে বৌদি যে কোত্থেকে এত মন্দির পায়, তাও জানি না, কাকামণি খুব ক্ষ্যাপাতেন। পাতালরেলের স্টেশন দেখলেই বলতেন—"বৌমা! ঐ যে গবর্মেন্টের নতুন মন্দির! দাও একটা পেন্নাম ঠুকে!" আর পথে কোনো ব্যাঙ্ক পড়লে রক্ষে নেই। নিজেই নমস্কার করবেন, আর বলবেন—"অ বৌমা, এই দ্যাখো, লক্ষ্মী ঠাকরুণের আসল মন্দির চলে গেল! লক্ষ্মীর ঝাঁপি তো এইখেনে!"

একবার কোনখানে 'সুলভ শৌচালয়' প্রস্তুত করে মিউনিসিপ্যালিটি সেখানে সগৌরবে একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে। কাকামণি সেটাকে দেখতে পেয়ে মহা উৎসাহিত।—"এই হচ্ছে রিলিজিয়ন অব ম্যান! বৌমার মতন আমিও এবারে আসতে যেতে পেন্নাম ঠুকবো, এই পৌরসভার মন্দিরে।"

কাকামণির নামে অনেক গল্প চালু আছে। তার একটা হলো, ছোটবেলায় কোনো অচেনা লোকের শবযাত্রার সঙ্গে রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া খই-পয়সার পয়সা কুড়োতে কুড়োতে কাকামণি নাকি ভিকিরিদের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছে গেছলেন। তারপর কান্না! শ্মশানঘাট থেকে কেমন করে বাড়ি ফিরতে হয়, জানেন না। শেষকালে সেই ভিকিরিরাই নাকি তাঁকে রিকশায় চড়িয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, ওই কুড়োনো পয়সা থেকেই ভাড়া দিয়ে। বাড়ি ফিরে প্রচণ্ড বকুনি খেয়েছিলেন, আর ভাইবোনরা অনেকদিন ধরে খেপিয়েছিল। সে গল্প আমরা অনেক শুনেছি। এবারে আর বাড়ি ফেরার রাস্তা খুঁজতে হবে না কাকামণিকে। পৌঁছনোটাই ফাইন্যাল।

মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যেকটা সম্পর্কই দিনে দিনে বদলায়। চন্দ্রকলার মতো ভালোবাসাও কমে, বাড়ে। কমে, বাড়ে অনুভবের ক্ষমতা। এই যে আজ আমরা কাকামণির মৃত্যুসংবাদ হঠাৎ পেলুম, তাতে তো একজন মানুষেরও চোখে জল এল না? তার মানে কি আমরা একজনও আর কাকামণিকে ভালোবাসতুম না? তা তো নয়। তাহলে কি টিয়ার গ্ল্যান্ডগুলো শুকিয়ে গেছে? তাও তো নয়। চোখে জল তো প্রায়ই আসে। তাহলে কি আমাদের চোখে অন্যের জন্য জল আসবে না আর? জীবনে যত বড় শোকই আসুক, চোখ শুকনো থাকবে? তাও ঠিক নয়। বড় শোকে চোখ শুকনো থাকবে না। এটা নিশ্চয়ই তত বড় শোক নয়। পরিণত বয়সের 'জীবনাবসান'। এতে শক্ পাবার কিছু নেই, তিনি যতই প্রিয়জন হোন না কেন, আর শক্ না পেলে বয়স্ক চোখ বোধহয় জল ফ্যালে না। যদি না দুঃখটা হয় নিজের জন্যে। নিজের প্রতি মমতায়। নিজের অপমানে। অভিমানে আমার

BanglaBook.org

তো কথায় কথায় চোখে জল আসে। কথায় কথায় কেঁদে ভাসাই। আমার 'ওয়াটার ওয়ার্ক' নিয়ে দাদা চিরকাল খেপিয়ে এসেছে, প্রদোষও খ্যাপায়। সেই ছিঁচকাদুনী আমার চোখেও তো এক ফোঁটা জল নেই। অথচ কাকামণিকে ভালবাসি না, তা নয়। আমাদের ছোটবেলার যা কিছু আশ্চর্য, যা কিছু অপরূপ, যা কিছু রোমাঞ্চকর, সব কিছুর সঙ্গেই কাকামণি জড়িয়ে আছেন। লরেল হার্ডি, টার্জান, তিনকোণা ঠোঙাতে করে নকুলদানা (মা ভীষণ রাগ করতেন। যত পচা চীনেবাদামকে চিনির রসে ডুবিয়ে নাকি নকুলদানা তৈরি হয়, এবং খেলেই কলেরা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের কারুরই সেই নকুলদানা খেয়ে কখনও অসুখ করেনি)। কাকামণি মানেই আনন্দ। কাকামণি মানেই হৈচৈ, হাসিখুশি, বেড়ানো, আড্ডা, পিকনিক, চিড়িয়াখানা। মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়ে কাকামণিই আমাদের প্রথম ডাইনোসরের কঙ্কাল দেখিয়েছিলেন, মিশরের মমী দেখিয়েছিলেন। কাকামণির সঙ্গেই মনুমেন্টের মাথায় চড়েছি আমরা। ময়দানে নিয়ে গিয়ে ফুচকা খেতে আমাদের কে শিখিয়েছিলেন? কাকামণি। তখন ভিতরের মিউজিয়ামে ঢুকতে দিত না বটে, কিন্তু এমনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে গিয়ে আমরা চীনেবাদাম খেয়েছি কাকামণির সঙ্গে। কাকামণি ছিলেন আমাদের লীডার, আমাদের ছোটদের প্রাণের মানুষ। কোনোদিন তাঁকে আমাদের গুরুজন বলে মনে হতো না—গার্জেন বলে মনে হতো না। মনে হতো সমবয়সী বন্ধু। দেখতে বড়দের মতন হলেও কাকামণি আসলে বুঝি বড় হননি, আমাদের মতোই ছোটো। মা-বাবার আচরণেও অনেকটা তেমনিই ভাব ফুটে উঠত। মার 'ছোট্ ঠাকুরপো' যে একটা ছোট ছেলেই তাতে সন্দেহ ছিল না। মা চলে গেছেন অনেকদিন। বাবাও গেছেন ন' বছর। বড় পিসিমার জন্যে ভাবি না, তিনি চেতনার অন্য এক পারে পৌঁছে গেছেন, শোক তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

ছোটপিসি তো সামলেই গেলেন বলে বোধ হচ্ছে! বাকী কেবল জ্যাঠামণি। জ্যাঠামণির কাছে কাকামণি ছিলেন একটা পাগলছাগল, যার গার্জেন জ্যাঠামণি নিজে। নার্সিংহোমে পর্যন্ত ছুটে ছুটে গেছেন এই একাশিবছর বয়সে, ভাইয়ের কিছু লাগবে কিনা? জ্যাঠামণি এ-শোকটা নিতে পারবেন কিনা বুঝতে পারছি না। জেঠিমা গেছেন, বাবা চলে গেছেন, মা গেছেন। এবার কাকামণি। সৃষ্টিকর্তার হিসেবের খাতায় কার জন্যে যে কী লেখা থাকে? জানি না কবে কীভাবে জ্যাঠামণিকে খবরটা দেবো। দিতেই হবে। জানতে তো পারবেনই।

প্রদোষ ব্যাঙ্গালোর থেকে পরশু ফিরবে। ওকে খবর দেবার দরকার নেই। এসে জানুক। ওর তো অশৌচ লাগেও না, জামাই। কেবল তানিয়াটাকে

BanglaBook.org

একটা খবর দিলে হতো কলেজে—ওর ছোড়দাদুঅন্ত প্রাণ।

॥ ৪ ॥

ছোটপিসি

"কি জানিস, ছোটবৌদির সঙ্গে আমাদের ঠিকমতন চেনাজানাই হয়নি। আমার তো আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আমি সেই পদ্মাপারে বরিশালে পড়েছিলুম। সে জমিদারবাড়ির কড়াকড়িতে আমার শেষ পর্যন্ত আসাই হলো না ছোড়দার বিয়েতে। আর ছোটবৌদি তো শ্বশুরঘর করেনি, ছোড়দা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। রায়বাহাদুরের ঘরজামাই হয়ে। অতবড় আই সি এস অফিসার, তখনকার দিনের বিলেতফেরত, নেতাজী সুভাষচন্দ্রও নাকি সেই পরীক্ষা পাশ করতে পারেননি, তাঁর একমাত্র সন্তান, মাতৃহীন কন্যাকে তিনি শ্বশুরবাড়িতে পাঠাবেন না। কুলীনঘরের মেয়ে, কিন্তু রং ময়লা বলে পাত্র জুটছিল না। রায়বাহাদুরের আবার পণ্ডিত পাত্র ছাড়া পছন্দ নয়। টাকার লোভে যারা আসত তাদের দূর্দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। ছোড়দা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলো, পি আর এস বৃত্তি পেল, রায়বাহাদুর নিজেই সম্বন্ধ নিয়ে এলেন বাবার কাছে। বাবা তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী। এত ভালো সম্বন্ধ। ছোড়দা সেই ঢুকে পড়লো লায়োলা কলেজে পড়াতে। শ্বশুর অনেক বলেও তাকে বিলেত পাঠাতে পারলেন না, ছোড়দার একেবারে অ্যাম্বিশান ছিল না তো। প্রফেসারী করেই খুশি। টাকাকড়িরও দরকার ছিল না, শ্বশুরের অঢেল বিষয়সম্পত্তি। হলে কি হবে, মার কালো বৌ পছন্দ হলো না। ছোড়দা সায়েবের মতো ফুটফুটে ফর্সা, বৌদির রং কালো। বড়লোকের একমাত্র সন্তান, বৌ খুব ডেমাকী। সেই অষ্টমঙ্গলায় ফিরে গিয়ে, আর শ্বশুরবাড়ি আসেনি। মাও তাকে আনেননি। ছোড়দা একাই আসত যেত। ছোটবৌদির খুব তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব আর প্রখর বিষয়বুদ্ধি ছিল, ঠিক ছোড়দার উলটো। ছোড়দা ভালোমানুষ, নরমসরম, সরল, ভীতু টাইপের। ছোটবেলায় তো আমরা সবাই ছোড়দাকে খ্যাপাতুম। ছোটবৌদির বরটিকে হাতের মুঠোয় রাখতে কষ্ট করতে হয়নি। সুন্দরী না হলে কী হবে, দজ্জাল ছিল যথেষ্ট।"

"এই যে তুমি বললে, বিশেষ চেনাশুনো হয়নি তোমাদের, আবার এই বলছ দজ্জাল। ছোটকাকিমাকে আমি তো যা দেখেছি দু'-একবার, খুব ভালো মনে নেই, কিন্তু দেখতে তো বেশ সুন্দরই মনে হয়েছিল।"

"আমিও যে ক'বার দেখেছি পিসিমা, এই মেয়ে নেমন্তন্ন করতে গিয়েই

BanglaBook.org

দেখা, কৈ কালো তো মনে হয়নি? বেশ কাটাকাটা নাক-চোখ, আমাদের মতনই গায়ের রং—"

"কিছু মনে কোর না বৌমা, তোমরা কালো না হলেও, ফর্সাও নও। তোমাদের বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ছোটবৌদিও তাই। তবে আমাদের সময়ে ওটাকেই বলত কালো। শ্যামবর্ণ উজ্জ্বলটা বলতো না। ভাইবোনদের মধ্যে যেমন আমিই হলুম কালো।" বলে ছোটপিসিমা তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দেন। পাতলা সাদা চামড়ার নিচে নীল নীল শিরা দেখা যায়।

"তুমি কালো? কী যে বলো!"

"আমাদের সময়কার হিসেব তোমরা বুঝবে না বাছা—দিদি অনেক বেশি ফর্সা ছিল। এই মেজবৌদির মতন। মিনি, তোমার মা ছিল ফর্সা। গোলাপফুলের মতন, দুধে আলতা রং। আমার অত দূরে বাঙালবাড়িতে বিয়ে হলো কেন? ওদের অত গোলাপী রঙের বাতিক ছিল না ঘটিদের মতন! আর ভাইদের মধ্যে ছোড়দাই সবচেয়ে ফর্সা। ছোড়দার কোনোকালে বুদ্ধিও পাকলো না, মাথার চুলও পাকলো না, রঙেও মরচে ধরলো না। আমাদের সব রঙে শ্যাওলা পড়ে গেছে। ছোড়দার তেমনি ঝকঝকে। ভাগ্যিস অমন শক্তপোক্ত বউ পেয়েছিল, তাই ছোড়দা তরে গেল। নইলে ও যা সরল, ওর এই পৃথিবীতে টিঁকে থাকাই কঠিন হতো।"

"কী করে বলতে পারলে? তুমি তো ছোটকাকিমাকে বিশেষ চেনোই না।"

"আরে দু'খানা চোখ তো আছে। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর ধরে ছোড়দাকে তো দেখছি? চেনাশুনো তো এখনও নেই। হবে কি করে? যাতায়াত আছে? লোক-লৌকিকতা আছে? তোদের বাড়িতে কোনোদিন কাকিমাকে নিয়ে গেছে তোদের কাকামণি? যায়নি তো? ওই তো। ওই দেমাকের জন্যেই তো! প্রচণ্ড দেমাকী। বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসে দাঁড়ালো শ্বশুরের শ্রাদ্ধে। দ্বিতীয়, আর শেষবার এসেছিল শাশুড়ীর শ্রাদ্ধে। বাস। আর কদাচ কোনো লৌকিকতা করেনি। বিয়ে-অন্নপ্রাশন-পৈতে-শ্রাদ্ধ কোনো কিছুতেই আসে না সে। এ বাড়ি থেকে ও যথাযোগ্য আদর পায়নি, ষাট-পঁয়ষট্টি বছর ধরে কেবল সেই কথাই জানিয়ে আসছে। শাশুড়ী মরে গেল, কিন্তু শাশুড়ীর ওপর রাগ এখন গেল না! ছেলেপুলেদের কাউকে তাদের বাপের বংশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে দেয়নি। ছোড়দা একা-একাই ছুটে ছুটে এসে সম্পর্ক রেখেছে। কিন্তু পেরেছে ছেলেপুলেগুলোকে বাপের বাড়ি চেনাতে? দজ্জাল নয়? কী বলিস?"

"এসব কথা এখন বরং থাক পিসিমা, আজ নিশ্চয় ছোটকাকিমাকে অন্যরকম দেখবেন, এক্ষুণি আমরা এসে পড়বো—"

BanglaBook.org

বৌদির গলায় উদ্বেগ, যেন ছোটপিসিমার কথাগুলো সব ছোটকাকিমার কানে পৌঁছে যাচ্ছে বাতাসে ভেসে।

"কী আবার অন্যরকম দেখবো? গিয়ে তো দাঁড়াবো সেই তারই বাপের ভিটেয়। যতই ভেঙেচুরে পড়ুক, শুনেছি বাগানটা ঝোপজঙ্গলে ছেয়ে গেছে, ফোয়ারাগুলো ভেঙে গেছে, মালীর কোয়ার্টারে একটা রিফুজী ফ্যামিলিকে রেখেছে, তারাই পাম্প খোলে, গেট খোলে, সাপ তাড়ায়, রেশন তোলে। দারোয়ানীও করে। ছোটবৌদির তো বিষয়বুদ্ধির অভাব নেই। নাটমন্দিরে নাকি নার্সারি ইস্কুল খুলেছে। পরে ইচ্ছে আছে পুরো একতলাটাকে ইস্কুল করে দেবে। চার ছেলে এক মেয়ে ছিল। এক ছেলে তো মারা গেছে অল্পবয়সে, আরেক ছেলে শুনতে পাই নিরুদ্দেশ, ছোটছেলেটা আমেরিকায় থাকে। বড়ছেলে, বউ, আর মেয়ে-জামাই ছোড়দার সঙ্গে থাকে। কলকাতা শহরের বুকের ওপর খাস শোভাবাজারে অত বড় একখানা বাড়ি, বাগানসুদ্ধু ওটার কীরকম ভ্যালু হবে বল্ দিকিনি? সব একা বৌদির নামে। মেয়ে, বউ সব ওই নার্সারি ইস্কুলে পড়ায়। রোজগার কম কচ্চে বাড়ি বসে? ভাল বুদ্ধি নয়? ছোড়দার মাথায় জীবনে এত বুদ্ধি আসত না। ছোটবৌদি খুব স্যায়না মেয়েমানুষ। ছোড়দার অমন বৌই দরকার ছিল।"

হঠাৎ আমার একটা দৃশ্য মনে পড়লো।

"যে ছেলেটা মারা গেছে ছোটপিসি, আমি তাকে দেখেছি, তার নাম ছিল বুলু। মার সঙ্গে ছোটবেলায় দুয়েকবার এসেছি এ বাড়িতে। মার সঙ্গে ছোটকাকিমার বেশ ভাব ছিল।"

"ভাব ছিল!! আর হাসাসনি মিনি! এতই যদি ভাব ছিল দুই জায়ে তবে তোর মায়ের শ্রাদ্ধে সে যায়নি কেন? কেন যায়নি রে তোর দাদার পৈতেতে? তোর বাবার, মানে তার ভাসুরের শ্রাদ্ধে কি গিয়েছিল সে? তোর বিয়েতে গেসলো? জীবনে তোদের বাড়ির ধুলো মাড়ালে না, বলে 'ভাব ছিল'! কত ভাব ছিল জানা আছে! বাজে বকিসনি। থাম।"

কথাগুলো মিথ্যে নয়। সত্যিই ছোট কাকিমাকে কোনোদিন দেখিনি আমাদের বাড়িতে এক ঠাকুমার শ্রাদ্ধের দিনে ছাড়া। ঠাকুরদার শ্রাদ্ধ আমার মনে নেই।

ছোটকাকিমাকে দেখিনি বলেই বোধহয় আমাদের প্রত্যেকেরই মনে মনে তাঁর প্রতি একটা কৌতূহল ছিল। রহস্যময়ী, অস্পষ্ট, গ্রেটা গার্বো ছিলেন তিনি আমাদের পরিবারে। প্রত্যেকের গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর বিষয়ে। কাকামণিকে এত চিনি, এত আপনার জন তিনি। অথচ কাকিমা কোন সুদূর অজানার আড়ালে। খুড়তুতো ভাইবোনদেরও কি আমরা চিনতুম? অথচ আমার যত মামাতো মাসতুতো ভাইবোনেরা, তারা সব্বাই কাকামণির ভক্ত ছিল। সবাই মিলে হৈ-হট্টগোল করে পিকনিকে যেতুম। ওরাও খবর পেলে শ্মশানে ছুটে

BanglaBook.org

যাবে নিশ্চিত। মা কাকামণিকে এত ভালোবাসতেন বলেই হয়তো মার বাপের বাড়িতে সকলেই কাকামণির ভক্ত।

অথচ আমার নিজের বাপের বাড়ির লোকদের আমি চিনি না। কার দোষে? কে দায়ী?

"বাব্বাঃ! ওই এসে গেছে। কী বিশাল থামগুলো! এই অজগলির মধ্যে যে এরকম প্রাসাদ থাকতে পারে, না দেখলে কল্পনা করা যায় না।"

"থাম্, থাম্। তুই না কলেজে পড়াস, মিনি? মোটা মোটা থাম দেখে মুচ্ছো যাচ্ছেন মেয়ে। কেন? সেনেট হলের থাম দেখিসনি তোরা? আদেখ্‌লেপনার একশেষ।"

"কিন্তু কী আশ্চর্য দ্যাখো ছোটপিসি, এতদিন মোটে স্ট্রাইকই করেনি যে খাস শোভাবাজারে আমাদেরই কাকার বাড়ি রয়েছে একখানা, ঠিক রাজার বাড়ির মতন। আজ যখন প্রথম খেয়াল হলো, তখন কাকামণি নেই। কী অদ্ভুত!"

"কিছুই অদ্ভুত নয়! কাকার বাড়ি বলে মনে হয়নি, কেননা ওটা তোমার কাকার বাড়ি নয়। কাকার বাড়ি হলে ঠিকই কাকার বাড়ি বলে মনে হতো! ছোটদের ভেতরে ভেতরে টনটনে জ্ঞান থাকে। তোমারও ছিল।"

"কাকার বাড়ি নয়? কেন নয়?"

"বলি, কোনোদিন ওই বড় বড় থামওলা দালানে বসে পাত পেড়ে ভাত খেয়েছ? রাত কাটিয়েছ কোনোদিন এ বাড়িতে? বাড়িটা কাকার ছিল না গো, কোনোকালেই ছিল না। এটা তোদের কাকির বাড়ি। কাকির বাপের বাড়ি। তোদের কাকাটির এ বাড়িতে কোনো জোরই খাটত না। তার যত জোর সব তোদের বাড়িতে! বুঝেছ প্রফেসার?"

"ছোটপিসিমা, চাদরটা তবে গায়ে দিয়ে নিন, এবার নাবতে হচ্ছে তো? ওসব কথা আজকের দিনে আর মনে না করাই ভালো।" বৌদি বেচারী যথারীতি ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস দিতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

কাকার বাড়ি

কিন্তু ছোটপিসিমা যাই বলুন রাগের কথা, সত্যি এইটাই তো আমার ছোটকাকার বাড়ি! এই পঁয়ষট্টি বছর ওঁর তো এটা ছাড়া আর কোনো বাড়ি ছিল না! এত বড় মোটা মোটা থামের সারি দেওয়া আধো অন্ধকার দরদালান, চকমেলানো শানবাঁধানো উঠোন, তার চারধারে কাঠের খড়খড়ি দেওয়া বারান্দার ভেতরে দোতলায় ঘরের সারি। লোহার গেটের থেকে সোজা সুরকিঢালা রাস্তা চলে গেছে চওড়া শ্বেতপাথরের সিঁড়ি পর্যন্ত। সুরকি এখন বিশেষ নেই, ধুলোসর্বস্ব পথ। পথের দু'ধারে স্বাস্থ্যহীন সুপুরি গাছের সারি, রাস্তায় ইতস্তত পাকা সুপুরি ছড়িয়ে আছে কমলা রঙের নুড়ির মতন। বাগান বলে কিছু নেই। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, আগাছা। বোগেনভিলিয়া আর কলাবতীতেই যা ফুল। পথের মাঝখানে একটা গোল চৌবাচ্চা, তার দু'পাশ দিয়ে ভাগ হয়ে গিয়ে পথটা আবার জুড়ে গিয়েছে সিঁড়ির সামনে। চৌবাচ্চাটায় একটা ফোয়ারা ছিল। মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের যুবতী শ্বেতপাথরের ঘড়া থেকে নতমস্তকে জল ঢালছে, পরিশ্রমে তার খোঁপা এবং নীবিবন্ধ দুই-ই খসে পড়ছে, কিন্তু ঘড়া থেকে জল পড়ছে না। শুধু ভঙ্গিটুকুই আছে। শুকনো চৌবাচ্চায় প্রচুর শ্যাওলা। ভাগ্যিস জল নেই। থাকলে মেনিন্‌জাইটিস্ জাতীয় ম্যালেরিয়ার মশার আঁতুড়ঘর হয়ে যেত। সিঁড়ির অবস্থাও ভাল নয়। সদর দরজাটাকে 'তোরণ' বলাই সমীচীন, পেতল বসানো ভারী কাঠের দরজা। ছোটবেলায় যখন দেখেছি, তখন লক্ষ্য করিনি। কিন্তু ঐ ফোয়ারার ঘড়া থেকে তখন জলের ঝারি পড়ত। চৌবাচ্চায় লাল মাছ লেজ নেড়ে নেড়ে খেলা করত: আমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে ছোট বাগান, ফোয়ারা-টোয়ারা নেই। তাই এ বাগানটা স্বপ্নের মতন লাগত। যে ক'বারই এসেছি, মা বলেছেন, 'যাও বাগানে একটু ঘুরে এসো।' জানতুম, এ বাড়িতে আমাদের ভাইবোনেরা আছে। ঠাকুমাকে বিজয়ায় প্রণাম করতে যায় তারা। কিন্তু আমার সঙ্গে খেলতে বেরুত না কেউ। কে যে কোথায় থাকত কে জানে! কেবল একজনকেই দেখা যেত। বুলুদাদা। তার কচি কচি গোঁফ-দাড়ি, সে একটা খাটে শুয়ে থাকত, আর গ্রামোফোনে গান শুনত। তাকে দেখলেই আমার একটা ছবির কথা মনে পড়ত, আমাদের বাড়িতে দেয়ালে টাঙানো ছিল।

BanglaBook.org

মেরীমাতার কোলে চোখ-বোজা যীশুখ্রীস্ট, তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হয়েছে। ছবিটার নাম 'পিয়েতা'। বুলুদাদা এলিয়ে শুয়ে থাকত খাটে, আমাকে দেখে মিষ্টি মিষ্টি হাসত। ওর দরজায় পর্দা ছিল না, ও সবসময়ে দেখতে চাইত বাইরে কী হচ্ছে। কে আসছে, কে যাচ্ছে! আমি জানতুম একটা কী যেন অসুখে বুলুদাদার সব নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে। একদিন সে অন্ধ হয়ে যাবে। বুলুদাদা এতই দুর্বল ছিল, যে গ্রামোফোনের পিন বদলাতে পারত না, হাতল ঘুরিয়ে দম দিতে পারত না। ছোট কাকিমা পাশের ঘরেই থাকতেন, গান শেষ হলেই উঠে যেতেন রেকর্ড বদলে দিতে। বুলুদাদার ঘরের সামনেই একটা খাঁচা ঝুলত। তাতে একটা সাদা কাকাতুয়া বসে বসে গম্ভীর গলায় বলত, 'বুলু, দুধটা খেয়ে নাও।' 'বুলু, ওষুধ খেয়েছ?' আমার ওই কাকাতুয়াটার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ত। যখন আমি অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে ছিলুম। একদিন শুনেছিলুম বুলুদাদা মারা গেছে। এই চৌকোণা বারান্দার কোন দিকটাতে ছিল বুলুদাদার ঘর?

মোটকা দুটো বেড়ালছানা আর তাদের একটু রোগাটে মা উঠোনের একধারে রোদ পোয়াচ্ছে, আমাদের দেখেও দেখলো না। কান্নাকাটির শব্দ নেই। লোকজনেরও চিহ্ন নেই। নিচের তলার ঘরগুলোতে পরপর বন্ধ দরজায় তালা ঝুলছে। সদর দরজার মুখোমুখি উলটো দিকে ঠাকুরদালান। তাতে থাকত একটা হাতলভাঙা পালকি, একটা বিক্ষত শ্রীহীন, খড়ের দুর্গাঠাকুরের ভাঙা কাঠামো, আর মোটা শেকল দিয়ে একটা লোহার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা একটা রুপোর রথ। আমার অন্তত ধারণা ছিল রথটা রুপোর। গরু বাঁধার মতন শেকল দিয়ে বেঁধে না রাখলে রথটা কি আপনাআপনি গড়িয়ে পালিয়ে যাবে? তখন আমার মনে এই প্রশ্ন হয়েছিল। জানি না ওই রথ, ওই পালকি, ওই দুর্গা, সেসব কোথায় গেল? এখন দেখছি চুনসুরকির রংচঙে ঠাকুরদালানে নীল সাদা গোলাপী রংকরা ছোট্ট ছোট্ট টেবিল-চেয়ার পাতা। দেওয়ালে অতি সুন্দর নার্সারি রাইমের ছবি আঁকা প্যানেল-আঁটা একদিকে, আর একদিকে আবোল-তাবোলের ছবি আঁকা প্যানেল। মাঝে মাঝে লাল নীল হলুদ রঙের ফ্রেমে বাঁধানো ব্ল্যাকবোর্ড। কেবল ঘরের মাঝখানে একটা উটকো জন্তুর মতন লোহার খুঁটিটা উঁচু হয়ে রয়েছে, যেখানে রথটা বাঁধা থাকত। ছোট ছোট টেবিল-চেয়ারের মাঝখানে খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওটাকে। আজকে ছুটির দিন নয়। কিন্তু ইস্কুলে কোনো বাচ্চা নেই।

চৌকো উঠোনটার তিন দিকে দালান, আর চার কোণে চারটে সরু সরু সিঁড়ি। একটা চওড়া সিঁড়ি কি কোথাও নেই? চারটে সিঁড়ি দিয়ে কী হয়?

BanglaBook.org

ছোটবেলাতেই এসব আবিষ্কার করেছিলুম, এখন কোন সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে যাবো? বৌদি যেটা নিল সেই সিঁড়িটার সামনে বেশ কিছু চটি খোলা আছে। উঠতে উঠতে মনে করতে চেষ্টা করছিলুম কোন দিকটাতে শুয়ে থাকত বুলুদাদা? এখন সব দিকই একরকম দেখাচ্ছে। দালানে কোথাও কোনো খাঁচা ঝুলতে দেখলুম না। এত বড় বাড়িটার সব দিকই একধরনের দেখাচ্ছে—ভাঙাচোরা, রংচটা, পালিশ-বিহীন, নিস্তেজ। দালানের মেঝেটা সাদা-কালো মার্বেলের চৌখুপী কাটা। দোতলায় ঘরগুলোর মেঝে এক একটা ঘরে এক একরকম মার্বেলের ছিল। সাদা-সবুজ। সাদা-কালো। সাদা। সবুজ। কোনোটা কোনোটা পঙ্কের কাজ করা ছিল।

ওধারের দালানে বেশ লোকজন জড়ো হয়েছে। বড়দা বারান্দার ওদিকে একা একা দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। পরনে বিজনেসসুট। ও বেচারার আজ নিশ্চয় জরুরি মিটিং আছে। এখানে ওই পোশাক একেবারেই মানাচ্ছে না। আমাদের দেখে এগিয়ে এল।

"বাপুকে খবর দেওয়া খুব মুশকিল হচ্ছে।"

"সেকি! দু'ঘণ্টার মধ্যেও? এখান থেকে ডালহৌসি?"

"ধরতে পারছি না। অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে। অফিসে খবর দিয়েছে, সেখানে সে ছিল না। যেখানে যাবে বলে বেরিয়েছে, সেখানে এখনও পৌঁছয়নি। বোধহয় আর কোথাও ঘুরে যাচ্ছে। তবে পেয়ে যাবে খবর। দীপুর বর শংকর অবশ্য আছে।"

"গোপুকে খবর দেওয়া হয়েছে শুনলুম। তার আসা অবধি অপেক্ষা করবে?"

"না-না, তার আসতে আসতে পরশু। বাপু এসে পড়লে, সব ডিসিশান সেই নেবে।"

"আচ্ছা, টুলুর কোনো ঠিকানা—"

"কাকে জিজ্ঞেস করবো? বাপু আসুক।"

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

ছোড়দা

ছোড়দা ভালোমানুষ ছিল, কিন্তু বোকা ছিল না। ইস্কুলে ফার্স্ট বয় ছিল। খিটখিটে পণ্ডিতমশাইও ওকে বকুনি দিতেন না। দেখতেও ছোড়দা ভারী সুন্দর ছিল। একটু হয়তো মেয়েলি। ওর সৌন্দর্যেও যেমন মেয়েলি কোমলতা ছিল, স্বভাবেও ছিল ও তেমনি মেয়েলি, নরম। ছোড়দা মারামারি করতে

পারত না। প্রত্যেকবার মার খেয়ে বাড়ি আসত। মারবে কি, ঝগড়াও করতে পারত না। কেঁদে ফেলত একটুতেই। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে ছোড়দাই ছিল ভালোমানুষ ধরনের। ওকে খ্যাপানো, ওকে কাঁদানো, ওকে কষ্ট দেওয়া খুব সহজ ছিল। বাবা ওকে একটা সোনার কলম দিয়েছিলেন বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল বলে। কিন্তু ইস্কুলে একটা পাজী ছেলে ওকে এক থাপ্পড় মেরে কলমটা কেড়ে নিয়েছিল। ছোড়দার ভালমানুষী এমনই পর্যায়ের যে সে নালিশও করত না। না ইস্কুলে, না বাড়িতে। মার খেয়ে কাঁদত, কিন্তু নালিশ করত না। অত্যাচার সহ্য করে নেওয়াই ছোড়দার স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। ইস্কুলের ফার্স্ট বয় হয়েও কেউ যে এরকম হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। বাবা একদিন কী কারণে ওর কলমটা চাইলেন। ছোড়দা বললো, "নেই।"

"নেই?" বাবা খুব বকুনি দিলেন।—"কবে, কোথায়, কী করে হারালে?"

"হারায়নি তো! নেই।"

"হারায়নি তো—নেই। এই কথার মানে কী?"

বাবা হাইকোর্টে বসেন বটে কিন্তু ছোড়দার সব কথার অর্থ জজিয়তি করেও বুঝতে পারেন না।

"নেই তো গেল কোথায়?"

"কেড়ে নিয়েছে।"

"কেড়ে নিয়েছে! কে কেড়ে নিলে? কেমন করে নিলে?"

ছোড়দা জানালে, "হরেকেষ্ট নিয়েছে, থাপ্পড় মেরে।" বাবার মুখের চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে। আমরা হাসতে শুরু করেছি। বাবা আমাদের ধমক দিয়ে চুপ করালেন। ছোড়দাকে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমাকে মেরে তোমার কলম কেড়ে নিলে, তুমি তাকে কিছু বললে না?"

ছোড়দা ঘাড় নাড়লো। বলেছিল।

"কী বলেছিলে?"

"বাবা বকবেন। বাবা দিয়েছেন। ওটা আমার প্রাইজের কলম।"

"সে কী বললো?"

"হাসলো। বগ দ্যাখালো। জিব ভ্যাঙচালো। চুল টেনে দিল।" আমরা অট্টহেসে উঠি। বাবা আমাদের ধমকে ওঠেন।

"তুমি হেডমাস্টারমশাইকে বলোনি কেন?"

সেই যে ছোড়দা গোঁজ হয়ে মাথা নিচু করে রইলো, উত্তর দিল না আর। চোখ থেকে জল পড়তেই লাগলো। কিছুতেই বললো না কেন সে হেডমাস্টারমশাইকে বলেনি। বাবা হাল ছেড়ে দিলেন।

BanglaBook.org

কিন্তু দাদা ছাড়েনি। সে গিয়ে হেডমাস্টারমশাইকে নালিশ করে হরেকেষ্টকে বেতের বাড়ি খাইয়েছিল, কলমও উদ্ধার করে এনেছিল। দাদা ওসব পারে। ছোড়দা কোনো ঝুটঝামেলায় যেত না। দাদাই ছোড়দাকে আগলে বেড়াত। নালিশ করা ছোড়দার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অথচ ওর এমনই কপাল, কার্যত ওকেই চেপে ধরে বাবা-মা আমাদের সব দুষ্টুমির সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করে ফেলতেন। ছোড়দার সমস্যা ছিল, ছোড়দা মিথ্যেকথা বলতে পারত না। বাবা-মার কাছে তো নয়ই, আমাদের কাছেও না। আমরা ভাইবোনরা কোনো অন্যায় কাজ করে ফেললে, সবাই মিলে একটাই কোনো মিথ্যে কথা বলবো, ঠিক করতুম। বলতুমও। প্রত্যেকে একই কথা বললুম। তারপর মা বলতেন, "ছোট খোকা, আমাকে বলো দিকি কী হয়েছিল?" ব্যস, হয়ে গেল। ঠিক যেটা হয়েছিল ছোট খোকা সেটাই বলে ফেলবে। হাজার পইপই করে শিখিয়ে দিলেও। এই করে ছোড়দা যেন বাড়িতেও একঘরে হয়ে গিয়েছিল। আমরা দুষ্টুমির প্ল্যান করতুম ছোড়দাকে বাদ দিয়ে। ওকে জানানো মানেই মাকে জানানো। ছোড়দা একা একা থাকত। গল্পের বই পড়ত। কবিতাও লিখত ছোড়দা। একটা দেওয়াল-পত্রিকা, হাতেই লেখা, বের করেছিল। নিজেই তার সম্পাদক। তাতে ও কবিতা লিখত। দাদা বিদ্যাসাগরের জীবনের কাহিনী লিখেছিল। মেজদা ধাঁধা লিখেছিল। বড়দি আলপনা এঁকেছিল। আমি স্তব কবচমালা থেকে টুকে হরপার্বতীর স্তোত্র লিখে দিয়েছিলুম। পত্রিকাটার নাম ছিল, 'সন্ধ্যাপ্রদীপ'। বাবাও পড়তেন ছোড়দার 'সন্ধ্যাপ্রদীপ'। যখন ছোড়দা এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, তখনই 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' নিবে গেল।

মেজবৌদির সঙ্গে ছোড়দার অত ভাব হয়েছিল, তার প্রথম কারণ মেজবৌদিও গল্পকবিতা লিখত। ছোড়দা মেজবৌদিকে খুব উৎসাহ দিত, মেজবৌদিও ছোড়দাকে লেখাগুলো পড়তে দিত। দিস্তে দিস্তে কাগজের যোগান দিত ছোড়দা মেজবৌদিকে। গল্পকবিতাগুলো মৌচাকে, রংমশালে ছাপাতে দিয়ে আসত। ছাপাও হতো মেজবৌদির লেখা ছোটদের কাগজগুলোতে। এমন শ্বশুরবাড়ি ক'জনের কপালে জোটে জানি না, মেজবৌদির যেমন জুটেছিল। অমন দেওর, অমন স্বামী জন্মজন্মান্তর তপস্যা করলে লোকে পায়। মেজবৌদি বই পড়তে ভালোবাসে বলে লাইব্রেরি থেকে নতুন নতুন বই এনে দিত ছোড়দা। সাধে আর মেজবৌদির ছোট্ট ঠাকুরপোঅন্ত প্রাণ ছিল? শরৎচন্দ্রের যে বইটা বেরুবে—অমনি ছোড়দা মেজবৌদিকে কিনে দেবে। রবি ঠাকুরের নতুন যে বইটা বেরুবে, অমনি ছোড়দা মেজবৌদির জন্যে কিনে আনবে। মেজবৌদিও খুবই অবিশ্যি যত্ন করত দেওরকে। নিজের ভায়ের চেয়ে এতটুকু কম করত না। মেজবৌদির মৃত্যুতে ছোড়দা আবার খানিকটা একলা হয়ে গেছিল, ওর ওই পড়াশুনোর জগৎটায়।

BanglaBook.org

ছোড়দাটা চিরকেলে একলা। না ছিল তার ইস্কুলে বন্ধুবান্ধব, না বাড়িতে। সমবয়সীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না, তাই সবসময়ে ছোটদের সঙ্গে খেলত। তাদের গল্প বলত। ছোটরা ছোড়দাকে খুব পাত্তা দিত। মেজবৌদির মৃত্যুর পর থেকে ছোড়দা যোধহয় ছোটদের সঙ্গেই সময় কাটায় বেশি। আগেও অবিশ্যি ছোটদের নিয়ে থাকত।

ছোড়দা কি সুখী হয়েছিল বড়লোকের জামাই হয়ে? বউ নিয়ে কি সুখী ছিল ছোড়দা? বউ তো দেমাকীর একশেষ—স্বামীর সঙ্গে জীবনে কখনও কোথাও যেতে দেখলুম না। কোনো লোক-লৌকিকতায় সাড়া দিতে দেখলুম না। ছোড়দার রূপও ছিল, গুণ ছিল, তবুও আত্মবিশ্বাসের প্রচণ্ড অভাব ছিল। আর বৌদির না ছিল রূপ, না বিদ্যে, কেবল টাকার গরবেই তিনি অহংকারের কৈলাস পর্বতের চুড়োয় উঠে বসে আছেন। ওদের ছেলেমেয়েগুলোকে পর্যন্ত মিশতে দিলে না তাদের বাপের বাড়ির সঙ্গে। ছোড়দা সুখী হবে কেমন করে, অমন বউ নিয়ে? কিন্তু, অখুশি থাকলে, অমন রসে-বশেই বা থাকত কী করে? সর্বদাই আহ্লাদে ঢলঢল। ছোটরা ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, ওর ওই আনন্দময় স্বভাবের জন্যেই তো! প্রাণখোলা ব্যবহারের জন্যে। খুকুর জন্মদিনে কেমন 'ক্লাউন' সেজে এসেছিল ছোড়দা? খুকু বম্বে যাবার আগে 'ছোড়দাদুর জন্যে মন কেমন করছে' বলছিল। খুকু তো তার নাতনীর মেয়ে। ছোড়দা যেমন ছোটবেলায় মোটে মিশতে পারত না, বুড়ো বয়েসে তেমনি দিব্যি মিশুকে হয়ে উঠেছিল।

মনে হয় সুখীই ছিল ছোড়দা। বুকের মধ্যে একটা দুঃখু পোষা থাকলে সে-লোক ছোটদের সঙ্গী হতে পারে কি? খানিকটা তিক্ততা এসে যাবে না স্বভাবে? আর তেতো জিনিস কিছুই ছোটরা ভালোবাসে না। ছোড়দার মধুর স্বভাবের জন্যেই ও ছেলেবুড়ো সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। ছোটবেলায় যেমন ওর বন্ধু ছিল না, বুড়ো বয়েসে তেমনি ওর বন্ধুতে বন্ধুতে ছয়লাপ। হাসিঠাট্টা আড্ডা ইয়ার্কি করে ভাব জমাতে ওস্তাদ, সবাইকে ফুর্তিতে রাখতে পারে। গল্প বলতে পারত চমৎকার। অবশ্য ছোটবেলাতেও যে বইটাই পড়ত, সেই গল্পটা এত সুন্দর করে বলতো! আবার যে সিনেমাটা দেখবে, সেই গল্পটা এমন করে বলবে, যেন আমরাও সেটা নিজের চোখে দেখছি। এদিকে মিশনারী কলেজের মস্ত প্রফেসার, ওদিকে হিন্দি ছবির ব্যাপারে তিনি বিদ্যেবিশারদ! প্রত্যেকটা ফিল্মস্টারকে চিনত। প্রত্যেকের নামধাম ঠিকুজীকুলুজী জানত। সাধে আর অল্পবয়সীদের সঙ্গে অত ভাব? খেলার খবর জানতে চাও? ছোড়দা আপটুডেট! ছেলেবেলায় যেমন ক্যাবলাকান্ত ছিল, বুড়ো বয়েসে তেমনি চটপটে হয়ে গেসলো ছোড়দা। এই যে হাঁটতে-হাঁটতে, হাসতে-হাসতে চলে গেল, এ একদিকে ভালই হলো।

BanglaBook.org

॥ ৭ ॥

শোভাবাজার

"এই যে, এসে পড়েছেন? আসুন আসুন। রবিদাও অনেকক্ষণ এসে গেছেন। আজ দুপুরে একদম হঠাৎই—মা তো খুবই শক্ত মানুষ, মাথাঠাণ্ডা লোক, তক্ষুণি ডাক্তার আনিয়েছেন। কিন্তু ডাক্তার আসতে আসতে সব শেষ। ম্যাসিভ অ্যাটাক। গোপুকেও ফোন করে দেওয়া হয়েছে—সে পরশুর আগে আসতে পারছে না আর্লিয়েস্ট ফ্লাইটেও। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এখনও দাদাকেই খবর পৌঁছে দেওয়া যায়নি। আমেরিকায় বসে ছোট-ছেলে জেনে গেল, কলকাতা শহরে বসে বড় এখনও জানে না।" শংকর, দীপুর স্বামী, আমাদের সিঁড়ির মাথায় অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। ছোটপিসির কথা থেকে বুঝেছি এই শংকর, নইলে আমরা তো কাউকেই চিনি না। নামেই জানি—বাপু দীপু টুলু গোপু—আমাদের খুড়তুতো ভাইবোন সবাই। কিন্তু রাস্তায় দেখা হলে চিনতে পারবো না। দীপুর স্বামী কিন্তু ঠিক চিনেছে আমাদের। ছোটপিসিও চেনেন বলে মনে হলো। শংকর আপনমনে কথা কয়ে যাচ্ছে, নিচু, একঘেয়ে গলায়। "—মা শক্ত মানুষ, খুব প্র্যাকটিক্যাল, ক্রাইসিসে মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। উনিই সব বলে-টলে দিচ্ছেন, কাকে কাকে খবর দিতে হবে। দীপু তো কেঁদেই অস্থির। বৌদি তাকে সামলাতেই ব্যস্ত। মা-ই বললেন রবিদাকে আগে খবর দিতে। রবিদা এসেই ঠিক দাদাকে খবর পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।"

"তবু ভালো তুমি বাড়িতে ছিলে।"

"ঐ সময়টাতে ছিলুম না। একটু দোকানে গেসলুম। তক্ষুণি এসে পড়েছি। তবে তখন কিছু করার ছিল না। ম্যাসিভ অ্যাটাকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। বাবাইরা ছুটে গিয়ে ডাক্তার ধরে এনেছিল। ফোনে ধরা যাচ্ছিল না। কিন্তু তখনই টুঁ লেট।"

"আগে থেকে কিছু জানতে পারোনি?"

"সকালে আজ চা খেয়ে বাজারে যাননি, আমাকে পাঠালেন। তখনই বুঝে নিয়ে ডাক্তার ডাকা উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, সেটা কারুর মাথায় আসেনি।"

"কখন এল ডাক্তার?"

"রোজ তো বারোটা নাগাদ ভাত খেতে বসেন। আজও বসেছিলেন।

BanglaBook.org

দু'গ্রাস ভাত খাওয়ার পরেই কেমন উঁকি তুলতে লাগলেন। মা আর দেরি করেননি, তক্ষুণি ডাক্তার—আসলে বাবার নাকি রাত্রেও বুকে ব্যথা হয়েছিল, তখন উনি মাকে বলেছিলেন, 'ও কিছু না'—ফলে মাও ডাক্তার ডাকেননি।"

"সকালেও ডাকোনি?"

বৌদি আর আমি চুপচাপ শুনছি। ছোটপিসির সঙ্গে শংকরের কথা হচ্ছে। আমার আজকে এগজামিনেশন কমিটির মিটিং। না গেলেই নয়। এখানে যে কতক্ষণে ছাড়া পাবো কে জানে? সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো—কি আশ্চর্য! এই তো সবে পৌঁছচ্ছি। এখনও কাকামণির ধারে-কাছে অবধি যাইনি। এখনই ভাবছি, 'কখন ছাড়া পাবো'? কেউ তো আমাকে বেঁধে রাখেনি? মৃতের বাড়ি থেকে বেরুনো খুব সহজ নয়। মৃতদেহ শ্মশানে রওনা করে দিয়ে, তবে ফেরার নিয়ম। কিন্তু আজ এখানে অবস্থা যা দেখছি, বডি বের করতে ঢের দেরি। বাপুই এখনও খবর পায়নি! অতক্ষণ থাকা অসম্ভব।

"পাড়ার লোকজনও তো বেশ এসে গেছে দেখছি।"

"পাড়ার লোক মানে এই ক্লাবের ছেলেরা এসেছে। পাড়া-প্রতিবেশীও এসে পড়বে এবার ক্রমে ক্রমে। বাবা তো সকলেরই প্রিয় ছিলেন।"

ঘরে ঢুকে পড়েছি শংকরের পিছু পিছু। মস্তবড় ধবধবে সাদা ঘর। বিশাল এক উঁচু পালঙ্কের এক ধারে কাকামণি শুয়ে আছেন। ফর্সা বিছানায়। ঘরে অনেকগুলো বড় বড় জানলা, খিড়কি-খড়খড়ি লাগানো। ওপাশে দেয়ালজোড়া বুক-শেলফ্। বই ভর্তি। কাকামণির পায়ে মুখ গুঁজে মোড়ায় বসে আছে, ওই যোধহয় দীপু। অনেকখানি খোলাচুলসুদ্ধ পিঠখানা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘর শান্ত। নিস্তব্ধ। কেউ কান্নাকাটি করছে না। দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এক কোণে ধূপ জ্বালাবার বন্দোবস্ত করছে। আরও দু'-তিনটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে অপ্রস্তুত মুখে ঘরে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। এরা কি কাকামণির নাতি-নাতনী? খাটের ওপর কাকামণির মাথার কাছে কাকিমা বসে আছেন। একটা হাত কাকামণির কপালে। যেন জ্বর দেখছেন। পরনে লালপেড়ে সাদা শাড়ি, ফর্সা শেমিজ, আর শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করেই যেন মাথার ধবধবে সাদা চুলে চওড়া লাল সিঁদুরের পাড়। কপালে ঘামে সিঁদুরটিপ থেবড়ে গেছে। চশমার তলায় চোখ দুটি আবছা আর বিরাট। গলায় ঝকঝকে চওড়া পাটি-হার, দু'হাতে শাঁখারুলির সঙ্গে চুড়ির গোছা। রোগা রোগা, ছোটখাটো মানুষ। মাথায় ঘোমটা। কালো? কৈ না তো! বরং বেশ ফ্যাকাশে। নিঃশব্দে বসে আছেন। চোখ দুটো সামনের দেওয়ালে।

বৌদি আর আমি পায়ে পায়ে এগোই। আমাদের গোড়ে মালা আর রজনীগন্ধার গুচ্ছ কাকামণির পায়ের ওপর রাখি। সুজনিটা সরিয়ে পায়ে প্রণাম করি। ঠাণ্ডা। ধূপের প্যাকেট যিনি হাত থেকে নিলেন, তিনিই কি বাপুর

BanglaBook.org

বউ? কাকাকে এখনও সাজানো হয়নি। তাঁকে মৃতদেহ বলে মনে হচ্ছে না। চোখ বন্ধ। মুখে প্রশান্তি। বলিরেখাগুলোও যেন কপাল থেকে মিলিয়ে গেছে। চোখটায় চশমা নেই। মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেবল ঠোঁটে কেমন একটা ত্যারছা মতন হাসি লেগে আছে। ত্যারছা হাসি কাকামণির ঠোঁটে দেখিনি কখনও। তাঁর হাসি ছিল শিশুর মতো সরল। এইরকম বাঁকা হাসি তাঁর মুখে নেহাৎই বেমানান! সম্ভবত রাইগর মরটিস্ সেট ইন করেছে! তাই হয়তো মুখের পেশীতে স্নায়ুতে টান লেগে, ঠোঁটের কোণটা ওরকম নিচের দিকে বেঁকে গেছে। যেটাকে বাঁকা হাসির মতন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কাকামণির মুখে সবসময়ে একটা মিষ্টি, সাদাসিধে, স্বচ্ছ হাসি লেগে থাকত। এই অদ্ভুত হাসির জন্যে আজ মুখটা কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে। যেন অন্য কেউ, অচেনা কেউ।

হঠাৎ একটা সরু, তীক্ষ্ণ, প্রবল, চাপা শব্দে চমকে উঠি। জন্তুর গোঙানির মতো, চাপা একটা আর্তনাদের আওয়াজ। কী ওটা? কোথা থেকে আসছে? কান্না নাকি? কে কাঁদছে? কোথায়?

তারপর দেখলুম দীপুর পাশে কাকামণির পায়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠেছেন ছোটপিসি। যতই চাপাগলায় হোক এই হচ্ছে মৃত্যুর বাড়ির চিহ্ন। এই গোঙানির নাম 'মড়াকান্না', তা সে যত নিচু গলাতেই হোক। যদিও চেঁচিয়ে নয়, যদিও পাড়া জাগিয়ে নয়, তবু এ-কান্নার জাত চিনতে অসুবিধে হয় না। এ বড় সংক্রামক। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুমাল বেরিয়ে পড়েছে। ছোটকাকিমাই কেবল চুপ। পুতুলের মতন। পাথরের মতন। সামনের সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। কী ভাবছেন তিনি? কিছু ভাবছেন কি? দীপু ডুকরে উঠলো। 'বাবাগো' কথাটা শোনা গেল। ছোটপিসির কান্নায় কথা ছিল না, শুধু শব্দ ছিল। ওই যে আমরা ভেবেছিলাম, 'শোকের প্রকাশ' বিষয়ে কত কথা? অদ্ভুত জান্তব একটা যন্ত্রণার আওয়াজ। ছোটকাকিমার স্তব্ধতা আগের মতোই অটল। চোখে জল আছে কি নেই বোঝা যায় না। এ সময়ে শুনেছি নাকি কাঁদতে হয়। কাঁদা ভাল। না কাঁদা খুব খারাপ লক্ষণ। কাকিমার বিষয়ে ছোটপিসি যা বলেছিলেন তা ঠিক নয়। ছোটকাকিমা এখনও সুন্দরী। অল্পবয়সে আরও লাবণ্যময়ী ছিলেন নিশ্চয়। এখন মুখে সময়ের অনেক কাটাকুটি খেলার দাগ সত্ত্বেও রূপ যে ছিল, দিব্যি বোঝা যায়।

এক দেওয়ালে আছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, গান্ধীজী। আরেক দিকে রামকৃষ্ণদেব, সারদামণি, বিবেকানন্দ এবং ভবতারিণী। এ ছবিতে মালা দুলছে। এই দেওয়ালে আরেকটি ছবিও আছে। একজন গোঁফওলা, চশমাপরা, টাকমাথা, সুটপরা ভদ্রলোক। তাঁর ছবিতেও মালা। এঁকে চিনলুম না। পিসিমার কান্না থেমেছে। দীপুরও। পিসিমার নাক-মুখ লাল। তিনি মাথা তুলে চোখ মুছে

BanglaBook.org

আস্তে হেঁটে ছোটকাকিমার কাছে গেলেন। পিঠে হাতটা রাখলেন। ছোটকাকিমা মুখ ফেরালেন না। দীপু বলল, "মা, ছোটপিসিমা। বালিগঞ্জের ওঁরাও এসেছেন।" শুনে ছোটকাকিমা মুখ না সরিয়ে কেবল ছোটপিসিমার হাতটা, তাঁর নিজের কাঁধে রাখা হাতটা, চেপে ধরলেন। কথা বললেন না। ছোটপিসি হয়তো এবার আরেক বার ডুকরে কেঁদে উঠবেন। আমার খুব ভয় করলো, ছোটপিসি হয়তো! আমি তাকেমনে প্রার্থনা করলুম, হে ঈশ্বর, ছোটপিসি যেন এখন না কাঁদেন, যেন এখন না কাঁদেন। এখন কান্না একদম মানাবে না এ দৃশ্যে। না। ছোটপিসি আর কাঁদলেন না। কোনো কথাও বললেন না। এই দৃশ্যে যেমনটি প্রয়োজন ছিল, ঠিক তেমনি আচরণ করলেন। তাঁর পিছনে কেউ একটা চেয়ার এনে দিল, বোধহয় বাপুর বউ। উনি ধুপ করে বসে পড়লেন। বৌদি এগিয়ে গিয়ে একটা মোড়া টেনে কাকিমা আর পিসিমাদের দিকটায় বসলো, ওদের কাছাকাছি। ঘুলঘুলি দিয়ে চড়া রোদ আর ছায়া এসে পড়েছে ওপাশের দেওয়ালটাতে। অদ্ভুত একটা আলপনার মতো দেখাচ্ছে। আমিও একটা মোড়া টেনে নিয়ে এপাশটাতে বসে পড়ি। দীপুর কাছে। কান্নার শব্দ জুড়িয়ে গেছে। এখন কেবল ধূপের গন্ধ।

॥ ৮ ॥

ভাইবোন

বুঝতে পারছি না কী করব। ছোটকাকিমার কাছে যাবো কি? দীপুর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো? গিয়ে কী বলবো? আমাকে তো চেনেই না এরা কেউ। কাকামণি নেই, কে পরিচয় করিয়ে দেবে? এমন সময়ে ঘরে একটা সাড়া পড়লো, কেউ এসে ঢুকলেন। গায়ত্রী চ্যাটার্জী নয়? এখনও কী সুন্দরী! বড় বড় চোখ, হাঁটাচলার মধ্যে একটা গ্ল্যামার আছে। মুহূর্তে দরজার গোড়ায় ভিড়। উৎসুক চোখের যেন বাগান হয়ে গেল দরজার মুখে। ফিল্মস্টার বলে কথা। মৃতদেহ সেখানে দ্বিতীয় স্থানে চলে যায়। ছোটকাকিমার কেমন আত্মীয়া হন। গায়ত্রীর পরনে ধনেখালি ডুরে। তেমন কিছু মেক-আপ নজরে এল না। সহজ পায়ে এসে কাকামণির পায়ের কাছে দাঁড়ালেন। মস্ত একটা সাদা ফুলের গোল 'রীদ' নিয়ে একজন লোক পেছনে পেছনে এল। উনি তার হাত থেকে মালাটা নিয়ে কাকামণির হাঁটুর ওপর রেখে পায়ে প্রণাম করলেন। এবার খেয়াল হলো যে সুজনিটা দিয়ে কোমর থেকে ঢাকা রয়েছে, সেটা বদলে দেওয়া দরকার। লোকজনের আসা শুরু হয়েছে। কাকামণিকে এবার

BanglaBook.org

বোধহয় সাজানো উচিত। স্নান? স্নানটান করাতে হয় না? অবশ্য কাকামণি যে সকালে স্নান করেছেন সেটা তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। বাসি চেহারা নয়, বেশ তাজা দেখাচ্ছে। ফর্সা গেঞ্জি, চুলটা আঁচড়ানো। মুখের ভাব প্রশান্ত। চশমাটা পরিয়ে দিলে হতো। চশমা ছাড়া কাকামণির মুখখানা অন্যরকম দেখায়। কাকামণির মুখে যে প্রশান্তি থাকবে এতে অবাক হবার কিছু নেই, হাসিখুশি, শান্তিপ্রিয় মানুষ। বরং ওই তেরছা মতন হাসিটাই কেমন যেন অচেনা লাগছে। নির্ঘাৎ পেশী আর স্নায়ুর কারসাজি। রাইগর মরটিসের ফলে ঠোঁটের ওখানে টান পড়েছে।

"মৃত্যুর সময়ে পাশে সবাই ছিলেন তো?" আস্তে গলায় কে যেন প্রশ্ন করে। গায়ত্রী গিয়ে ছোটকাকিমাকে জড়িয়ে ধরেন। ছোটকাকিমা এখনও স্তব্ধ। গায়ত্রীর দিকে একবার মুখ তুলে তাকালেন। মোটা চশমার ভেতর থেকে চোখের ভাব কিছুই দেখা গেল না। তারপর সামনে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, "সবাই মানে দীপু ছিল। আর বৌমা ছিল। আমি ঠিক তখনই একটু ঠাকুরঘরে উঠে গিয়েছিলুম। যারা ছিল তারা ওঁর নিজের লোক।"

হঠাৎ 'নিজের লোক' কথাটা কানে কেমন ঠকাস করে লাগলো। কিন্তু কাকিমার স্বর শান্ত, পরিচ্ছন্ন। কান্নাজড়ানো গলায় দীপু বলল, "সর্বক্ষণই মা ছিলেন বাবার পাশে। ঠিক তক্ষুণি বাবার গলায় একটা ঘড়ঘড় শব্দ করে বোধহয় নাভিশ্বাস উঠলো—মা সইতে না পেরে ঠাকুরঘরে ছুটে গেলেন।"

"থাকগে ওসব কথা থাক।" বলতে বলতে সহজভাবেই গায়ত্রী চ্যাটার্জীর পেলব বাহুবন্ধন থেকে ছোটকাকিমা নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। তাঁকে বললেন, "বোস লিলি। তোর আজ বুঝি শুটিং নেই?" গায়ত্রীর চেহারায় সম্ভ্রান্ত ঘরের একটা ছাপ আছে, ফিল্মী দুনিয়ার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নায়িকারা সেটের বাইরে হয়তো এরকমই। নাকি এটাও একটা ভূমিকা অভিনয়?

বড়দা কাকে নিয়ে যেন ঘরে ঢুকছে। ওঃ, প্রীতম সান্যাল। এ পাড়ার এম. এল. এ.। বড়দার বন্ধুও বটে। প্রীতম আইনজীবী, ব্যবসায়ীদের বন্ধু। আবার ঘরে সন্ত্রস্ত একটা হাওয়া বয়ে যায়। প্রীতমের হাতে ডবল রজনীগন্ধার গোছা। বড়দাই ওটা হাত থেকে নিয়ে কাকামণির পায়ে রাখে। ছোটকাকিমার পাশে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রীতম সান্যাল। সম্ভবত বড়দার কাকা বলেই এসেছেন। কিংবা রায়বাহাদুরের জামাই বলে? লায়োলা কলেজের ত্রিশ বছর আগে রিটায়ার করা প্রফেসারের কাছে নিশ্চয় নয়। হতে পারে বাপু-শংকরদের চেনা। কিন্তু ভাব দেখে মনে হলো না। শংকর যদিও পাশে পাশেই আছে। উপস্থিত ভিড় যথেষ্ট সন্ত্রস্ত সসম্মানে তাকিয়ে আছে। প্রীতম বলেন, "ছেলেদের সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়?" শংকর বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেসব হয়ে গেছে। বড়দা এসে পড়লো বলে।" দাদা

BanglaBook.org

প্রীতমকে বলে, "চলুন, বাইরে যাওয়া যাক।" যেন মুক্তি পেয়ে প্রীতম সান্যাল কাকামণির পায়ে একটা প্রণাম ঠুকে, কাকিমাকে 'কোনো প্রয়োজন হলে নিশ্চয় জানাবেন', বলে বেরিয়ে যান বাইরের দালানে। দালানের জমা হওয়া ভিড় নড়ে ওঠে। সচকিত।

প্রতিবেশীরা আসছেন। মেয়েরাই ঘরে থাকছেন। শতরঞ্চি পেতে দেওয়া হয়েছে ওপাশটাতে। বড়দা দরজা দিয়ে উঁকি মারছে দেখে উঠে গেলুম। কিছু বলবে নিশ্চয়। দু'জনে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। —"বাপু ইজ অন হিজ ওয়ে। বডি রেডি করতে বল্। গুরদোয়ারার গাড়িটা পাওয়া গেছে, সাড়ে পাঁচটায় আসবে। গোপু জানিয়ে দিয়েছে ওর জন্যে বডি রাখার দরকার নেই। ও পরশুর আগে পৌঁছুচ্ছে না। কিন্তু মুশকিল এই যে আমাকে এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। পাঁচটায় মিটিং। এ শালা এমনই পাড়া, ভিড় অ্যাভয়েড করবার কোনো অলটারনেট রুটই নেই। তোর বৌদিকে আর ছোটপিসিকে নিয়ে তুই চলে যাস, গাড়ি রইল। আমি বাপু এলেই বেরিয়ে যাব ট্যাক্সি নিয়ে। বাপুটা না আসা অবধি যেতে পারছি না, আফটার অল ভাইপো তো, বংশের পুরুষমানুষ বলতে একা আমিই এখানে আছি। কাকামণির তো নাতি পর্যন্ত নেই। বাপুর দুটোই মেয়ে।"

"বংশের পুরুষ থাকবার কী দরকার? জামাই তো রয়েছে। তুমি যখন বেরুবে, আমাকেও নিয়ে যাবে, বড়দা? আমার আজ এগজামিনেশন কমিটির মিটিং, আমার না গিয়ে উপায় নেই।"

"বেশ তো, তুই আর আমি ট্যাক্সি ধরে চলে যাবো, ওরা পরে বডি রওনা করে দিয়ে গাড়িতে আসবে। আমি তোকে নামিয়ে আমার মিটিং-এ চলে যাবো, তোর কলেজ তো পথেই।"

"বাঁচালে, বড়দা।"

"বাপুটাকে আগে ধরা গেলে আগেই বেরুনো যেত।"

"তুমি শ্মশানে না গেলে কথা হবে না?"

"কথা? হলে হবে। কী আর করা। অসম্ভব। এই টীমটা জাপান থেকে দু'দিনের জন্যে এসেছে। প্রলয়-ঝঞ্ঝা-ভূমিকম্প যাই হোক, আমাকে এদের মীট করতেই হবে। আমার কাছেই এসেছে। তাছাড়া মিনি, এ বাড়িতে কারুর কি আমাদের কিছু বলবার রাইট আছে? এরা কোনোদিন এদের ডিউটি করেছে? বাবার মৃত্যুতে, মায়ের মৃত্যুতে, কাকামণি একাই ছুটে গিয়েছেন। বাপু-দীপু কেউ গেছলো? আমরা এসেছি কাকামণিরই জন্যে। ডিউটি করতে নয়।"

"বড়দা, তোমার তো অশৌচ লাগবে। এই যে দু'দিন মিটিং চলবে,

BanglaBook.org

দাড়ি কামাবে না? জুতো পায়ে দেবার কী হবে? ঘরে না হয় হবিষ্যি করলে।"

"ওঃ। তাই তো? বাবার মতন এও তো দশ দিনের ধাক্কা। এর চেয়ে শ্বশুর গেলে ঢের ভালো। মাত্র তিন দিন।"

"তোমার শ্বশুর নেই, তাই বললে। কথাটা কিন্তু ভালো নয় দাদা।"

"ছিলেন তো, তাই জেনেছি। ভগবান তোমার পূজ্যপাদ শ্বশুরকে যুগ যুগ জীইয়ে রাখুন। কিন্তু যা বলছিলুম, দাড়ি আমি কামাবই। ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে খেটো ধুতি আর ফতুয়া পরে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে খালি পায়ে পাগলা দাশু সেজে গেলে আমার তো চলবে না। বাড়িতে হবিষ্যিটা করবো, বাইরে বাধ্য হয়ে কখনও কিছু খেতে হলে নিরামিষ্যি, 'পিওর ভেজ' খেলেই হবে। আর পায়ে? হাওয়াই চপ্পল চলবে না। দেখি ভাল রানিং শুজ—নাইকিটা—নাইকিটা চলতে পারে। তোর বৌদিই ঝামেলা করবে। খোকা-টুসি সবকাইকে অশৌচ করাবে।"

"সেটাই তো উচিত। এক সংসারে আছে যখন।"

"উচিত বললেই কি হয়, চাকরি-বাকরি করছে, বাইরের জীবন এখন বদলে গেছে। মোনিংয়ের রীতিনীতিও পালটানো উচিত।"

"খোকার আর কী? ওর তো একমুখ দাড়ি! আর টুসিও না হয় কেডস পরবে তোমার মতন, স্ল্যাকসের সঙ্গে। আমাদের তো দাড়ি কামানোর সমস্যা নেই।"

"তোরও অশৌচ লাগে নাকি?"

"লাগে বোধহয় তিন দিন। নিজের কাকা তো নিজের বাবার মতোই। তবে তানিয়ার কথাটা ঠিক জানি না। ছোটপিসিকে জিজ্ঞেস করতে হবে।"

একটা গুঞ্জন উঠলো "বাপু এসে গেছে, বাপু এসে গেছে।" ভিড় একটু তটস্থ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন একটু উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার, একটু ক্লান্ত, একটু কুঁজো, নুনমরিচ রাঙা চুল, মাঝবয়সী, মোটামুটি সুপুরুষ এক ভদ্রলোক। সাদা-নীল স্ট্রাইপড শার্ট প্যান্টে গোঁজা আছে। হাতে ব্রীফকেস। কোথায় যেন বড়দার সঙ্গে মুখের একটা মিল রয়েছে স্পষ্ট। এই বাপু! ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে নিশ্চয় দেখেছি, মনে নেই কিছুই। চোখের চশমার কাচ মোটা। চোখটা বোঝা যায় না, ঝাপসা। দীপু বেরিয়ে এল। এতক্ষণে লক্ষ্য করি দীপু বেশ সুন্দরী। আমাদের বয়সী, কি আরেকটু ছোটও হতে পারে। দুই ভাইবোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো। দীপু ডুকরে কেঁদে উঠলো এবার। বাপুর স্বর শোনা গেল না। আমি আর বড়দা আবার ওপাশের বারান্দায় সরে যাই। এই দৃশ্যে আমাদের কোনো ঠাঁই নেই। এবার দীপু তার দাদাকে

BanglaBook.org

নিয়ে যাবে তাদের বাবার কাছে। বাবার মৃতদেহের কাছে। সদ্যবিধবা মায়ের কাছে।

গোপু আসবে পরশু। তখন এসব পালা শেষ। আর টুলু? যে ছেলে এ বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে বিশ বছর আগে? সে কি বেঁচে আছে? সে কি জানতে পারবে, আজ থেকে সে পিতৃহীন?

॥ ৯ ॥

রবি

আয়নার সামনে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো রবি, চশমা খুলে। চোখের ওপর দিকটাও বদলে গেছে। শুধু চোখের পাশেই কুঁচকে যায়নি, নাকের পাশেই ভাঁজ পড়েনি, চোখের ওপরের পাতাতেও কেমন ভারী একটা ভাঁজ পড়েছে, আর নিচেটা ফুলো-ফুলো। অনেকটা কাকামণির মতোই দেখাচ্ছে কি?

কাকামণি যখন অন্যমনস্ক থাকেন, সেইরকম? ঠোঁট ছড়িয়ে হেসেও দেখলো একটু। হাসিটা? কাকামণির মতন কী?

সকলে বলে রবিকে দেখতে তার ছোটকাকার মতো দুর্দান্ত সুন্দর হয়েছে।

ছোটকাকার দুর্দান্ত সুন্দর যৌবনের চেহারাটা অবশ্য রবির তত মনে নেই। প্রৌঢ়ত্বেও তিনি যথেষ্ট সুন্দর ছিলেন, বার্ধক্যেও সুন্দর। কিন্তু দুর্দান্ত নন। খুব শান্ত-শিষ্ট। তাঁর রূপে সবই আছে অথচ কী একটা নেই। রংটা অত ধবধবে ফর্সা বলে কি? একটু মেয়েলি? রবি অত ফর্সা ভাগ্যিস নয়। নাঃ, রবিকে ঢের ভালো দেখতে তার ছোটকাকার চেয়ে। তার চুল কোঁকড়া নয়, সোজা। টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম। ছোটকাকাও টল, হ্যান্ডসাম, কিন্তু ফুটফুটে ফর্সা এবং চুলগুলো কোঁকড়া। এখনও কুচকুচে কালো বটে, কিন্তু পাতলা হয়ে এসেছিল। রবি দাঁত মাজবার মতো করে দাঁতের সারি উন্মুক্ত করে দেখলো আয়নায়, দাঁত খিঁচিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কাকামণির দাঁতগুলো নিকোটিনে কালো হয়ে এসেছিল। মা কাকামণিকে একটা সোনার সিগারেটকেস দিয়েছিলেন। বৌদি-প্রীতিতে কাকামণি যে লক্ষ্মণকেও হার মানিয়ে দিতেন। আর মা সেই ভক্তির পূর্ণ সুযোগ নিতেন। বাবা ছিলেন নিজের কাজে অর্থাৎ কোর্ট আর মক্কেল নিয়ে সদাব্যস্ত মানুষ। বউবাচ্চা থাকতে হয় আছে। তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়, এমন কথা তাঁকে কেউ বলে দেয়নি। তাদের খেতে পরতে দিতে হয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা দিতে হয়, বিয়ে-থা দিতে হয়,

BanglaBook.org

এসবই তিনি জানেন। এসবের প্রত্যেকটার জন্যেই যা অপরিহার্য, তার নাম টাকা। রবির বাবার সংসারের প্রতি কর্তব্য করার ধরনটা হলো সংসারের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়ে কেস, মক্কেল আর কোর্ট নিয়ে ডুবে থাকা। রবিরা ছোট থেকেই দেখছে, ছোটকাকাই সব ব্যাপারে মার ডান হাত। মার লেখার জন্যে কাগজ চিরকাল কাকামণি এনে দিতেন কোথা থেকে যেন, দিস্তে দিস্তে হিসেবে কিনে, প্যাড বানিয়ে। মার লেখালিখিতে রবি-মিনিরও উৎসাহ কম ছিল না। মা সুন্দর রূপকথা লিখতেন। কী সুন্দর ছড়া লিখতেন। গল্প-কবিতাও লিখতেন মা। সেসব নিয়ে কাকামণির সঙ্গেই আলোচনা হতো। কাকামণি মাকে নিয়ম করে নতুন নতুন বই এনে দিতেন লাইব্রেরি থেকে। মার তো বই পড়বার নেশা ছিল। রবি-মিনিদেরও বেছে বেছে ভাল ভাল বই পড়তে শিখিয়েছেন এই কাকামণিই। রোজ খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস করিয়েছেন, সেও কাকামণিই। 'রেডিওয় বি বি সির নিউজ শুনে ভাল ইংরিজি উচ্চারণ শেখো', আর 'স্টেটসম্যানের এডিটোরিয়াল পড়ে ভাল ইংরিজি লিখতে শেখো'—সবই এই কাকামণিরই উপদেশ। রবি হাতের পাতার পিছন দিয়ে চোখটা মুছে নিল। চোখে কি হলো?

শুধু পড়াশুনোই নয়, মজা করতেও কাকামণি। ছোটদের কোনো ভালো সিনেমা এলেই—টারজান, চার্লি চ্যাপলিন, লরেল হার্ডি, কিংকং দেখাতে নিয়ে যেতেন কাকামণি। বাংলা ছবি আবার মার পছন্দ। মার খুব প্রমথেশ বড়ুয়াকে পছন্দ ছিল। পছন্দ ছিল ছবি বিশ্বাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমারকে। দলবলসুদ্ধু সবাইকে নিয়ে যেতেন কাকামণি হৈ হৈ করে। মার সঙ্গে জ্যাঠাইমাও যেতেন, দিদিভাই যেত। শীতকালে চিড়িয়াখানাতে পিকনিক তো বাঁধা ছিল বড়দিনের ছুটিতে।

বাবার পক্ষে এসব ঝক্কি পোয়ানো অসম্ভব। প্রশ্নই ওঠে না মক্কেল ফেলে চিড়িয়াখানায় ছোটবার। কাকামণির প্রফেসারীর চাকরি—ওটা নাকি কোনো চাকরিই নয়। জ্যাঠামণির মতো সরকারী মস্ত অফিসার হলে বুঝতেন ঠেলা! বাবার তো সব কথাতেই ছিল, 'তোমার লক্ষ্মণ দেওরকে বলো'। বয়েসে ছোট হলেও মা যে কাকামণির গুরুজন ছিলেন, সেটা ঠিক বোঝা যেত। মা যেটা বলতেন, কাকামণি সেটা কখন অমান্য করতেন না। রবি-মিনি দিদিভাইয়ের জন্যে কাকামণির ভালবাসার অন্ত ছিল না।

অথচ কাকামণির নিজেরও ছেলেমেয়ে ছিল। রবি দেখেছে বিজয়ার সময়ে তাদের চারজনকে নিয়ে ঠাকুমাকে প্রণাম করাতে আসতেন কাকামণি। বাবা-মা, জ্যাঠামণি-জ্যাঠাইমার ঘরেও তাদের একবার করে নিয়ে যেতেন। তাদের জন্যে পুজোর জামাকাপড় যেত এ বাড়ি থেকে, ঠাকুমা যতদিন বেঁচে ছিলেন।

BanglaBook.org

বিজয়ায় এসে প্রণাম করে মিষ্টিমুখ করেই তাদের নিয়ে চলে যেতেন কাকামণি। তারা বসত না, রবিদের সঙ্গে খেলত না, গল্প করত না। ভাইফোঁটাতে ওরা আসত না। ঠাকুমা ওদের আদর করতেন কিনা রবি জানে না। ঠাকুমা তো কারুকেই আদর করতেন না। এক কাকামণিকে ছাড়া। 'ছোটখোকা'র প্রতি ঠাকুমার একটা আলাদা মমতা ছিল। রবি যা বুঝেছে, 'ছোটখোকা'কে ঘরজামাই করে দেওয়া ঠাকুমার একেবারেই পছন্দ হয়নি। যত রাগ গিয়ে পড়েছিল ছোটবৌয়ের ওপরে—যেন সে-ই এই ব্যবস্থার কর্তা!

'ছোটবউমার যেমন কেলেকিষ্টি মা কালীর মতন মূর্তি, ছেলেপুলেগুলোও হয়েছে তেমনি। একটাও আমার ছোটখোকার মতন সুন্দর হয়নি।' প্রত্যেকবার কাকামণি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যাবার পরে ঠাকুমা এই নিষ্ঠুর আর বিচ্ছিরি কথাগুলো বলতেন। কথাগুলো ঠিক কথাও নয়। বাচ্চাগুলো বেশ মিষ্টি দেখতে ছিল। আমাদেরই মতো রং। ছোটকাকিমার দোষ, তিনি ধনী বাপের একমাত্র সন্তান, তাঁর নাকি খুব অর্থের অহংকার।

রবি ছোটকাকিমাকে খুব বেশি দেখেনি, তবে দাদুর শ্রাদ্ধে, ঠাকুমার শ্রাদ্ধে দু'বার এসেছিলেন। দাদুর বেলায় অত স্পষ্ট মনে নেই। ঠাকুমার বেলায় স্পষ্ট মনে আছে, দেখতে 'কেলেকিষ্টি মা কালী'র মতন মনে হয়নি। বেশ সুন্দরীই মনে হয়েছিল। ছোট্টখাট্টো, চশমা পরা, কাটাকাটা নাক-মুখ, বড় বড় চোখ, একটু গম্ভীর মতন। কাকামণির মতন হাসিখুশি নন। ওদের বাড়িতে মিনি যেত মাঝে মাঝে মার সঙ্গে, রবি যেত না। আর বিজয়াতে শোভাবাজারে যাবার চল ছিল না। কাকামণিই আসতেন, তখনই প্রণাম হয়ে যেত। 'অতদূরে শোভাবাজারে কে যাবে?' অথচ শ্যামবাজারে বড়পিসিমার বাড়ি যাওয়া হতো, কোন্নগরে মামার বাড়িতেও। শোভাবাজারটা বাদ পড়ত।

অথচ কাকামণি তো নিয়মিত আসতেন এতদূরের রাস্তাই। ট্রামে-বাসে চড়ে ঠিক বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত চলে আসতেন। একটা রবিবারের দৃশ্য রবির চোখে ভেসে উঠল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, দ্যাখে রাস্তা দিয়ে কাকামণি ছাতা মাথায় হেঁটে হেঁটে আসছেন। সেটা প্রথম হার্ট অ্যাটাকটার পরে। তখন ডাক্তার ওঁকে ট্রামে-বাসে চড়তে বারণ করেছেন। বয়েসটা কম হয়নি। স্বাস্থ্যও ঠিক নেই। বাড়িতে এসে পৌঁছনো মাত্র সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল—

'দেখতে পেলাম তুমি ফের হাঁটতে হাঁটতে আসছো বাসস্টপ থেকে।'

'না তো কি হামা টানতে টানতে আসবো? সেকেন্ড চাইল্ডহুড মানে কি পথের ধুলোয় হামাগুড়ি দেওয়া?' সবাই হেসে ফেললো।

'কিন্তু তোমার না ডাক্তারের বারণ? কাকিমা না তোমার হাতে ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে দ্যান?'

BanglaBook.org

'তা দ্যান। ঠিক কথা। কিন্তু দিলেই যে আমি সব টাকাটায় ট্যাক্সি চড়বো এমন কোনো নিয়ম আছে? বাড়ি থেকে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডও দেখা যায় না, বাস-স্ট্যান্ডও দেখা যায় না। ফেরবার পথে নিয়ম মেনে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি ধরে ওইটুকুনি গিয়ে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নাবি। ট্যাক্সিওলাও জানে, হাসাহাসি করে, কিন্তু অল্প রাস্তা হলেও পৌঁছে দেয়।'

'এটার কী দরকার কাকামণি? আজকাল ট্রামে-বাসে উঠতে পারাও—'

'নইলে আমার রোজকার ফুচকার পয়সাটা আসবে কোথা থেকে? তোদের কাকী দেবে? হ্যাঁ, তোদের মা থাকলে হয়তো দিত।'

বাহাত্তর পেরুনো কাকামণির মুখে এ হেন অকাট্য কুযুক্তি শুনে সবাই হেসে উঠেছিল। বড় বড় চোখ করে রবির ছেলে খোকা (যে এখন নিজেই বাবা হয়ে গেছে) বলেছিল, 'ছোড়দাদু! তুমি রোজ রোজ ফুচকা খাও? এভ্রিডে? য্যাঃ।' সগৌরবে তার ছোড়দাদু গরিলার মতন বুক থাবড়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইয়েস! এভ্রিডে! আমার ফুচকা-অ্যাডিকশান আছে। কিন্তু খোকা, ওনলি আফটার সেভেন্টি। তোমার এখন কিন্তু ওটা চলবে না। সত্তর পার হও, তারপর, এভ্রিডে ফুচকা!'

কাকামণির ছেলেমেয়েরা যখন বিজয়ায় আসত, আর কাকামণি স্পষ্টই অস্বস্তিবোধ করতেন, কেবলই বলতেন, 'চলো, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তখন রবির মনে হতো এরা কেন আমাদের সঙ্গে খেলা করছে না? অনেক পরেও মনে হতো এরা কেন আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যায় না? সিনেমায় যায় না? কাকামণি কি দু'বার করে সব সিনেমা দেখেন? এরা কখন পিকনিকে যায়? রবিদের বাড়িতে এতটাই সময় দিতেন কাকামণি—মার তো উঠতে 'ছোট্ ঠাকুরপো', বসতে 'ছোট্ ঠাকুরপো'—অতি আদরের দেওর তাঁর (কে বলবে বয়সে মার চেয়ে কাকামণি অনেক বড়!)—নিজেদের বাড়িতে তিনি আর কতটুকুনি সময় দিতেন? কখন দেখাশুনো করতেন নিজের স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের? এই বিরাট চকমেলানো প্রাসাদে যারা থাকে, তারা কতটুকু নাগাল পেত কাকামণির? কাকামণির জীবনযাপন সবই তো ছিল ও বাড়ির সকলকে নিয়ে। তাহলে এ বাড়ি কেমন করে চলত?

"কিগো? মুখে-চোখে জল দেওয়া হলো? আর কতক্ষণ বাথরুম আটকে রাখবে?"

রবির হুঁশ ফেরে। জাপানী টালি-বসানো চমৎকার বাথরুম। মস্ত বেলজিয়াম আয়না। একপাশে হলদে হয়ে আসা বাথটাব, সিংহের থাবার ওপর বসে আছে। টাওয়েল-র‍্যাক থেকে গামছা ঝুলছে। তোয়ালেও আছে। এখানে এসেও সেই রুবীই তাগাদা লাগাচ্ছে। বাড়িতেও বাথরুম থেকে রুবী তাকে টেনে

BanglaBook.org

বের করে। রবি আর রুবী। কাকামণি বিয়েতে একটা পদ্য লিখে বিলি করেছিলেন গোলাপী কাগজে। বিয়ের পদ্য যেমন হয়। কিন্তু ফুলশয্যার দিনে রবির হাতে একটা আঁটা খাম গুঁজে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছোট্ট একটা স্লিপ ছিল। 'রবি আর রুবী, সাবধানে শুবি!' শ্বশুরের উপযুক্ত কর্মই বটে! কিন্তু কাকামণির কাণ্ডকারখানা ওই রকমই। চিরদিনের ছেলেমানুষ। রবি আরেক বার ভালো করে তাকালো আয়নায়। সত্যি বাবার থেকে কাকামণির সঙ্গেই তার বেশি মিল। মিনিটা বরং বাবার মতন। মার মতো কেউ হয়নি। যাক, বাপু এসে গেছে। বাঁচা গেছে। পুত্রসন্তান, শ্রাদ্ধাধিকারী। এবার রবির ডিউটি ওভার।

॥ ১০ ॥

ফুটপাথে

"প্রীতম সান্যাল এসেছিল। চলে গেছে এসেই। সাবিত্রী মুখোপাধ্যায় এসেছে, রবি বাঁড়ুয্যে এসেছে, দেখলি কত বড় বড় লোকের সঙ্গে চেনাজানা ছিল বাঁড়ুয্যে দাদুর।"

"চেনাজানা কিরে, ওরা তো সব দাদুর আত্মীয়স্বজন! কত বড় ঘরের ছেলে, জানিস?"

"শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যেও ওদের আত্মীয়।"

"থাম্ থাম্, হিন্দু মহাসভার নাম করিসনি।"

"বরং হিন্দু সৎকার সমিতির নাম কর! কি বল্?" হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলো গেটের কাছের জটলা।

"সৎকার সমিতির নয়, গুরুদুয়ারার গাড়ি ডেকেচে, সেটাই নাকি বেশি দেখতে ভাল।"

"দেখাদেখি দিয়ে হবেটা কী? যাবে তো একই জায়গায়। চারটে চাকা থাকলেই হলো। কখন বেরুবে?"

"ছোট ছেলে প্লেনে করে আসচে আমেরিকা থেকে, সে এলে তবে বডি বের করবে বোধহয়।"

"চল্ চল্, পেন্নাম করে আসি।"

"যেতে দিচ্ছে না, এখন চান করাচ্ছে, কাপড় পরাচ্ছে বোধহয়। এই তো বড়ছেলে এল। এবার সে এইসব করবে আর কি। এতক্ষণ তো জামাই-ই সব সামলাচ্ছিল।"

BanglaBook.org

"এ তো আর জামায়ের কম্মো নয়।"

"কেন? নয় কেন? আমরাই কম মড়াকে চান করিয়েছি? কাপড় পরিয়েছি? বল্ জগা? কেউ একটা করলেই হলো।"

"চমৎকার মানুষ ছিল বাঁড়ুয্যে দাদু—নারে?"

"তা ঠিক। রোজ বিকেলে পাঁচটা বাজলেই আমার কাছে যাবে, পার্কে। গিয়ে, গুনে গুনে ফুচকা খাবে ঠিক চারটে। ব্যস। বেশিও নয়, কমও নয়। যখন টাকায় দশটা ছিল, তখনও দু'টাকার খেত। এখন টাকায় দুটো, এখনও দু'টাকার খায়।"

"আর কত মজার মজার কথা বলে দাদু!"

"আর বলবে না। পাঁচটা বাজলে আর দাদু আসবে না। ফোগলা গালের হাসিটা আর দেখতে পাবো না।"

"থাম্ তো মন্টে—ন্যাকামো করিসনি। বল্ তোর দু'টাকার বিক্কিরি কমে গেল!"

আবার হাসির ঝড় ওঠে। "বল্ কিনা দুটো টাকা আর পাবো না!"

"কেন তোরও তো বাঁধা খদ্দের ছিল। রোজ রোজ গিয়ে দেখেশুনে টাটকা মাছ কিনত না তোর কাছে? এখনও দাদু নিজে দেখে তাজা শাকসবজী কেনে চাষীদের কাছ থেকে। তোরও তো বিক্কিরি কমে গেল রে জগা।"

"আজ্ঞে না। দাদু মরেছে বলেই কি বাড়িসুদ্ধু সক্কলে মরেচে? এখন দিন দশেক অশৌচ। অশৌচ কেটে গেলেই আবার মাছ কিনবে। দাদু না যাক, ছেলে যাবে। জামাই যাবে। বাজারে যাবার লোকের কি অভাব এদের সংসারে? দাদু শখ করেই করত।"

"শখের প্রাণ, গড়ের মাঠ। মানে শখের প্রাণ যাদের, তাদেরই পকেট গড়ের মাঠ। দাদুরও তাই ছিল। পকেটে টাকা থাকলেই বড় বড় মাছ কিনে ফেলবে বড় বড় দাম দিয়ে, তারপর আবার অনেক দিন মাছ কেনা বন্ধ। দিদিমা বোধহয় বারণ করে দিত।"

"দাদু কিন্তু দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যেত না। দেখেছিস? দু'জনে একা একা ঘোরে? নিজে নিজে দিদিমা গঙ্গার ঘাটে পাঠ শুনতে যায়, দাদু যায় হিন্দি বই দেখতে।"

"যার যেটা পছন্দ। তোর তাতে কী?"

"না, মানে একসঙ্গে তো কোথাওই যেতে-টেতে দেখিনি ওদের। তুই দেখেছিস? দিদিমাকে আমি এই বারান্দাতে আর পাঠের দালানে ভেন্ন আর কোথাও দেখিনি জীবনে।"

"দিব্যি ছোট্টখাট্টো, লক্ষ্মীছিরি আছে কিন্তু বুড়ির।"

BanglaBook.org

"আর কি। আজ থেকে তো ফক্কা! পাকা চুলে সিঁদুরটা পরত বলেই অমন লক্ষ্মীছিরি দেখাত দিদিমাকে।"

"হ্যাঁ, পাকা চুলে সিঁদুরের একটা বিউটিই আলাদা।"

"এই বাড়িটা কার জানিস?"

"জানি। দিদিমার বাপের না ঠাকুদ্দার কার যেন বাড়ি ছিল। দাদু ঘরজামাই।"

"আহা, কী কপালই করেছিল রে। আমাকে কেউ একটা ঘরজামাই করে নেয় না অমন?"

"হবে না কেন? তোরও হবে—আগের জন্মে দাদুর মতন টকটকে রং নিয়ে দাদুর মতন বড় ঘরে জন্ম নিবি, আর অমনি বিদ্বান হবি—দাদু খুব বিদ্বান ছিল, জানিস? খুব বড় কলেজের পোফেসার ছিল—সায়েবদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াত—"

"তোকে কে বললে?"

"দাদুই গপ্পো করেছিল। ফুচকা খেতে খেতে কত গল্প করে, সায়েবদের কলেজে পড়াত, অন্য মাস্টাররা সবাই খাঁটি সায়েব ছিল। তখন তো সায়েবী আমল।"

"রেকে দে তো ওসব গুল-গপ্পো!"

"সত্যি মিথ্যে জানি না বাপু, তবে হ্যাঁ, দাদুর প্রাণটা বড় ছিল। আমার মেয়েটার যখন সেই বড় অসুখটা করলে, দাদু তাদের চেনা ডাক্তারকে ধরে সব ফ্রীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। পার্কের ফুচকাওলার জন্যে কে এতটা করে রে?"

"আর স্বভাবটাও বড় মিষ্টি ছিল। সবসময়ে হেসে হেসে বাড়ির সবার খবরাখবর নিত—আমার ছেলেটা, ঐ স্বপন, ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছে শুনে দাদু কী খুশি! পরের দিন একখানা বই এনে দিলে, 'এটা প্রাইজ তোমার ছেলের পাশের জন্যে। সত্যজিৎ রায়ের গপ্পোর বই।' বই পেয়ে স্বপনের সে কী আহ্লাদ! দাদুর খবর সে পায়নি নিশ্চয় এখনও। পেলে সেও ঠিক চলে আসত।"

"তবেই বুঝে দ্যাখ্। আমিও তো তাই বলচি। মাছওলার ছেলে ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছে বলে কোন খদ্দের তাকে পুরস্কার দেয় রে? জীবনে শুনিছিস? দাদু অন্য জিনিস ছিল।"

"দিদিমার চুল সব সাদা শণের নুড়ি, আর দাদুর চুলগুলো কী কালো দেখেছিস—কলপ দিত নিশ্চয়। বুড়োর কিন্তু শখ ছিল মাইরি।"

"না না, কলপ দিত না, মাঝে মাঝে দু' একটা সাদা চুলও আছে। পতাকার মতো ফরফর করে উড়ত—আমি দেখেছি।"

BanglaBook.org

"তবে বেশি পাকেনি। অনেকের চুল অমন কালো হয়।"

"হবে না? মদ সিগ্রেট খেত না, নেশাভাঙ করত না, তাই চুলফুলও পাকেনি। আমাদের বেলায় শালা—"

"বাজে বকিসনি। দিদিমা কি নেশাভাঙ করে? ও যার যেমন ধাত।"

"ওই দ্যাখ্, ওই দ্যাখ্, আবার কে এল!"

"আরে, আরে, ওটা পি-কে না?"

"পি-কে আবার এদের কেউ হয় নাকি?"

"হতেই পারে। সব বামুন তো।"

"পি-কে এসেছে, পি-কে এসেছে—"

॥ ১১ ॥

বিন্ধ্যবাসিনী

আমার একুশ বছরের ছেলে চোদ্দ বছর বয়েস থেকে একটু একটু করে শুকোতে শুকোতে, ক্ষইতে ক্ষইতে, অবশ হতে হতে, একেবারে ফুরিয়ে গেল। আমার কোলের মধ্যে চেপে রেখেও তাকে ধরে রাখতে পারিনি। সে যখন সইতে পেরেছি তখন এই পরিণত বয়সের মৃত্যু আর সইতে না পারবার কী আছে। সন্তানের তো আগে যাবার কথা নয়, তাকে রেখে, আমি যাব। প্রকৃতির তাই নিয়ম। এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ঘটনা সইবার শক্তি যদি ঠাকুর আমাকে দিয়ে থাকেন, তাহলে আমার চেয়ে বয়সে যিনি বড় তিনি আমার আগে যাবেন, সেটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেবার মতন শক্তিও ঠাকুর দেবেন। অল্প শোকে কাতর আর গভীর শোকে—বুলু! বুলু রে! বুলুর সময় থেকেই আমি পাথর। বুলুর চলে যাবার দিনটাই মনে পড়ছে বারবার করে। বাবা তখন বাঁচীতে। বুলুর খবর পেয়ে আর ফিরে আসেননি। ওখান থেকেই হঠাৎ বেনারস চলে গেলেন। গোপুর খবর, টুলুর খবর বাবাকে পেতে হয়নি। কষ্ট আমাকে কম পেতে হয়েছে আমার পেটের ছেলেদের কাছ থেকে? শুধু মরলেই কি মরণযন্ত্রণা পায় মানুষে? বেঁচে থেকেও মরণযন্ত্রণা দেওয়া যায়।

ইদানীং পাগল করে দিচ্ছিলেন আমাকে। নার্সিংহোমে থাকার সময়টাতে বিশেষ করে। কী কাকুতি মিনতি! নাতি-নাতনীগুলোর মুখ দেখবেন! গোপুদের ডেকে আনো। একবার টুলুদের ডেকে আনো। বাড়ি ফিরে এসে অবিশ্যি আর ওসব পাগলামো করেননি। এ বাড়িতে টুলুর নাম করা নিষেধ। গোপু

BanglaBook.org

দেশে এলে বাড়িতে আসে। একা। কিন্তু টুলু নয়। টুলু নেই।

ওই যে বাপু এসে গেছে। আসুক। এবার আমার ছুটি। তোমার বাবার শেষ কাজের ভার তুমি নাও। তোমার জন্যেই বসেছিলুম। এবার আমার ছুটি। তোমার বাবার তখন মাত্র তেইশ, আমার আঠারো ছিল—তখন থেকেই এই সংসারের জোয়াল ঘাড়ে নিয়েছি। তোমাদের পাঁচ ভাইবোনকে মানুষ করেছি। তোমার বাপের মতন ডিগ্রি নেই আমার, বিদ্যে নেই, কেবল বুদ্ধি ছিল। তোমার বাবার যেটা ছিল না। অন্তত আমার সেইরকমই ধারণা ছিল। এতদিন। সারা জীবন কী কষ্টই দিয়ে গেলেন আমাকে! হ্যাঁ, সারাটা জীবন! কেউ জানতেও পারলে না। সবাই বলবে একবাক্যেঃ এমন মানুষ হয় না! এমন মানুষ হয় না! সদাশিব, আপনভোলা, মহেশ্বর। সবসময়ে মুখে হাসি। কেউ কদাচ একটা কড়া কথা শোনেনি ওঁর মুখে। কিন্তু কথা না বলেও হাসি হাসি মুখ করেও যে মানুষকে কতটা অপমান করা যায়, কতটা অবহেলা অশ্রদ্ধা করা যায় সেটা তো অন্যেরা টের পায়নি। সেটা যে টের পাবার শুধু সে-ই টের পেয়েছে। সারাজীবন। বেচারী বাবাই একটু আঁচ করতে পেরেছিলেন বোধহয়, তাঁর ভালোমানুষ বিদ্বান জামাই তাঁর মেয়েকে কতদূর ঘেন্না করে। আমার একমাত্র অপরাধ, না, কালো রং নয়, কালো রং নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি—আমার অপরাধ আমি এই বিষয়-সম্পত্তির মালিক।

শেষ দিকে হঠাৎ বাবা আমাকে বলেছিলেন, "তোর এতে ভালই হবে বিন্দু, তুই আমাকে ভুল বুঝিসনি। পুরুষমানুষ তো? বৌয়ের হাত তোলায় থাকতে থাকতে মনটা তেতো হয়ে যায়—সম্পত্তি বরং জয়েন্ট নামে থাক, আধাআধি? তাতে তো তোর আপত্তি নেই মা?" না। আমার তাতেও আপত্তি ছিল। শ্বশুরের সম্পত্তির লোভেই তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। আজ্ঞে না। সে সম্পত্তির মালিক আমি তোমাকে হতে দেব না, দেব না। আমাকে ভালোবাসোনি, আমার ছেলেপুলেদের দিকে তাকিয়ে দেখোনি, কেবল দাদা, মেজদা, কেবল বৌদিদি, মেজবৌদিদি, আর তাদের যত বাহানা। তাদের ছেলেপুলেরাই তোমার জীবনে যথাসর্বস্ব ছিল। সত্যিকু। তারাই সত্যি। শরীরটাই কেবল পড়ে থাকত এই বাড়িতে। প্রাণটা জমা থাকত বালিগঞ্জেই। মেজবৌদিদির ফুলকাটা চটিপরা পায়ের কাছে। বয়েসে অনেক ছোট হয়েও যে তোমাকে বারো বছরের ছোকরার মতন নাকে দড়ি দিয়ে চর্কি ঘোরালো সারা জীবন। যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তো বটেই। মরেও কি রেহাই দিয়েছে? মরেছে তো প্রায় বিশ বছর। রোজই—'মেজবৌদি এই বলত', আর 'মেজবৌদি

BanglaBook.org

এই করত', শুনতে শুনতেই আমার জীবনটা কেটে গেল। মেজবৌদি মরলে কী হবে, সে তার ছোট্ট ঠাকুরপোর ঘাড়ে ভূত হয়ে চেপে বসে রয়েছে। গল্পের বই আর কবিতার বই। খাতা, আর কলম। আমি কি কিছুই বুঝি না? আমি বুঝেও বুঝি না। কেননা হেঁকে বলবার মতন যে কিছুই নেই। বলবোটা কী? অন্যায্য কিছুই কচ্চে না মেজবৌ। অন্যায্য যা কিছু কচ্চেন এই আমার কত্তা। মেজবৌ কি বলেচে, 'নিজের ছেলেপুলেদের দিকে নজর দিও না?'—বলেনি। বলেচে, 'ছেলেপুলেদের একদিন পিকনিকে নিয়ে যাবে?' উনি সেই দলের মধ্যে আমার বাপু দীপু টুলু গোপুকেও টানতে চাইতেন। চাইলে বা আমি দোব কেন? মেজবৌয়ের গোলাপী রং আর মিঠে বুলির খপ্পরে তারাও পড়ুক? কেবল লোভ দেখাবেন—'আজ চিড়িয়াখানায় সিংগি দেখতে যাবি? চল্ না তোদের আর সব ভাইবোনদের সঙ্গে—' ছেলেমেয়েগুলোও নেচে উঠত। কিন্তু আমার সে ব্যাপারে কড়া শাসন। চলবে না। ও বাড়ির কারুর ছায়া মাড়ানো চলবে না। তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পিকনিকে যাবে, তো কেবল ওদেরকেই নিয়ে যাবে। তোমার ভায়ের বাড়ির গুষ্টির সঙ্গে ওরা যাবে না। যে বাড়িতে আমাকে নেয়নি, সে বাড়ির কাউকেই আমিও নোব না। জবরদস্তি বিজয়ায় পেন্নাম করতে নিয়ে যেতেন ঠাকুমাকে। শাশুড়ীও মারা গেছেন, আমিও বন্ধ করে দিয়েছি ছেলেপুলেদের বালিগঞ্জের বাড়িতে ঢোকা।

আমার ছেলেপুলেরা জানে। তারা ছোটবেলা থেকেই জানে এ বাড়ি কার, এ সংসার কার। গেটে থামের গায়ে কোন নামটা লেখা আছে। বাঁড়ুয্যে নয়, মুকুয্যে লেখা আছে। তারা খুব জানে এই বাড়িঘর, এই বিষয়-সম্পত্তি, যা কিছু তারা পাবে, তার সবটাই আমার বাবা রেখে গেছেন। এক কানাকড়িও তাদের বাপের সম্পত্তি নয়। বাপ যে এ বাড়িতে একটা বাইরের লোক, সেকথা ছেলেমেয়েদের জানতে বাকি ছিল না। এ সংসার কার কথায় চলে, তা তারা জানে। কার কথা শুনতে হবে, কাকে মেনে চলতে হবে, তা তারা জানে। আমি আমার ছেলেমেয়েদের আমার মতন করেই মানুষ করেছি। গোপু, টুলু যা করেছে, কেবল বোকা বাপের কাছে আস্পদ্দা পেয়েই। বেশ, তোমরা বোকামি করলে, তার শাস্তিও তোমাদের পেতে হবে। কোন বাবা তোমাদের বাঁচালে, দেখি?

বোকা, না বোকা। ওই বোকাবুদ্ধির জন্যেই তো আমার যত কষ্ট! যে যা বোঝাবে, তাই বুঝে যাবে। নইলে মেজবৌয়ের হাতনুড়কুৎ, অমন নেটিপেটি লক্ষ্মণ দেওর হয়? নিজের ঘর-সংসার জলাঞ্জলি দিয়ে ওদের সংসার সামাল দেয়? এ বাড়িতে অবিশ্যি ওর কোনো কথাই খাটে না। খাটবে কী করে?

BanglaBook.org

অমন এলেবেলে কথা বললে তো হবে না। তবু কি ক্ষতি করেনি?

জোর করে গোপুকে আমেরিকায় পড়তে যেতে দিলে। আমি অনেক বারণ করেছিলুম, শুনলে না।—'গোপু নিজের জলপানির টাকায় যাচ্ছে, আমি চেষ্টা করেও আটকাতে পারবো না, তুমিও পারবে না। যাচ্ছে যাক না, ভালই তো। তোমার বাবা বিলেতে যাননি?' বিলেত আর আমেরিকা কি এক হলো? সেই গোপু যখন মেম বিয়ে করেছে বলে খবর দিলে, এর এখানে ফূর্তি দ্যাখে কে?—'জানো, কতবড় ডাক্তার বউমা? গোপুর চেয়েও উঁচু ডিগ্রি আছে তার। অনেক ভাগ্যি করে এমন গুণী মেয়েকে বৌমা পেয়েছ।' বলে নাচতে লাগলো। আরে, সে যত বড়ই ডাক্তার হোক, স্বয়ং বিধান রায় হোক, সে তো মেমই! সে তো খ্রীস্টান! গরু খাবে, শুয়োর খাবে, ইংরিজিতে কথা কইবে, এই লম্বা লম্বা ঠ্যাং বের করে, ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াবে, ফুক্ ফুক্ করে সিগ্রেট ফুঁকবে। সে বউ নিয়ে আমি কী করবো? তাকে যে আমি কোনোদিন বৌ বলে ঘরে তুলতে পারবো না তা সে যত বড় ডাক্তার ডেনহাম হোয়াইট হোক—এটুকু তার মাথায় ঢুকলো না? এতদিনে সে আমাকে এটুকুও চেনেনি। উলটে বললে, 'কেন? সে তো বাঁড়ুয্যে বাড়ির বউ, দাদা মেজদার আপত্তি নেই, তোমার আপত্তি শুনবো কেন?' বেশ, শুনো না। দাদা মেজদার বাড়িতেই থাক সে বউ। এটা বাঁড়ুয্যে বাড়ি নয়। তার মনেও নেই, এ বাড়িটা মুকুয্যেবাড়ি।

গোপুও বুকে বল পেয়ে বউ নিয়ে জ্যাঠাদের বাড়িতে উঠল। সেই একবারই বউকে এনেছিল। তারপর থেকে একলা আসে। এখানেই এসে ওঠে। সম্পত্তির ভাগ সে ছাড়বে কেন? তাদের মেয়ে হয়েছে শুনে এর কী সাধাসাধি, 'ওগো—ওদের একবার দেশে আসতে বলো। নাতনীটাকে দেখবে না? মেয়েমানুষের এত কঠোর প্রাণ ভালো নয়।' না—নাতনীর মুখ আমি দেখতে চাই না। আমার ছেলের মুখখানা দেখলেই আমি খুশি। আমি বিন্ধ্যবাসিনী যা মনে করি সেইটে কাজেও করি। তাতে যে থাকবে, থাকবে। যে যাবে, সে যাবে। যেমন টুলু। বিশ বছরে একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেনি। এত জেদ? বেশ। আমারও জেদ তুমি চেনো না।

ওঁর পাগলামো যে সীমা ছাড়িয়েছে (একেই ভীমরতি বলে কিনা জানি না) সেটা বুঝলুম যেদিন উনি ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে ছাড়া পেয়ে কেবিনে এসেই বললেন, 'এবার তো যাবার সময় হলো, আমার নাতি আমার মুখাগ্নি করবে।'

'আরে, তোমার আবার নাতি কোথা? বাপুর তো দুটোই মেয়ে। গোপুরও মেয়ে। নাতি বলতে আছে দীপুর ছেলেরা, তারা তো দৌড়ুর। দৌড়ুরে

BanglaBook.org

মুখাগ্নি করবে, ছেলেরা উপস্থিত থাকতে? তাছাড়া এখন মরবার কথা ওঠেই বা কেন? এখন তো সামলে উঠেছ।' তখন বলছেন, 'নাতি থাকবে না কেন? টুলুর ছেলে নেই?'

না। টুলুর ছেলে নেই। রাস্তা থেকে গুণ্ডাদের হাতে নষ্ট হওয়া একটা মেয়েকে উদ্ধার করে এনে, তাকেই বউ বলে বিয়ে করে বাড়িতে এনে তুললেই হলো? ওই পোকায় খাওয়া বউ আমি ঘরে তুলবো? তক্ষুণি দিয়েছি ধুলোপায়ে বিদেয় করে। বিশ বছর আর মুখ দেখিনি। সে ছেলেরও এমন জেদ, সেও আর ঢোকেনি এ বাড়িতে। আমরা বলি নিরুদ্দেশ। আর কোনো যোগাযোগই তো নেই। টুলুর সেই বউয়ের একটা ছেলে হয়েছিল। তার বাপকে চিঠি দিয়েছিল। তাকে তুমি মানলে মানো, কিন্তু আমি তাকে প্রাণ থাকতে পৌত্তুর বলে মানবো না। জানবো কী করে কে তার বাপ? সে যে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া-মেয়ের পেটে জন্মেছে, সেটা তো ভুললে চলবে না। ধর্মাধর্ম বলে তো জগতে একটা কিছু থাকবে? জাত-গোত্তরের পবিত্রতা, বংশের রক্ত বলে কিছু তো থাকবে? টুলুর মাথা খারাপ হয়েছে বলে তো আমার মাথা খারাপ হয়নি। এই বিশ বছরের মধ্যে টুলু কি একবার 'মা' বলে এসে দাঁড়াতে পারত না? ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবার কী ছিল? উদ্ধার আশ্রমে দিয়ে দেওয়া যেত না? মায়ের মুখের দিকটা একবার ভেবেছিল টুলু? এত জেদ তোমার, তুমি যদি বিশ বছর আমাকে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারো, বিন্ধ্যবাসিনীকে তুমি চেনো না, আমিও পারি। বুলু যেমন নেই, টুলুও তেমনি নেই। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম আজ দীপু যখন বললে, টুলুকে একবার খবর দিলে হতো। আমি সঙ্গে সঙ্গে বারণ করে দিয়েছি। কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি, খবরটা দিত কেমন করে? তবে কি ওদের কাছে টুলুর ঠিকানা আছে?

এই যে এরা সব আসছে, ছোটননদ, ভাসুরপো, ভাসুরঝিরা, কই অ্যাদ্দিন তো কাউকে দেখিনি এ বাড়িতে! হ্যাঁ, নার্সিংহোমে যেত শুনেছি। ওই মিনি-মেয়েটা ছেলেবেলায় এসেছে ক'বার ওর মায়ের সঙ্গে। মেজবউ ন্যাকামো করে যে বুলুকে দেখতে আসত মাঝে মাঝে।

মিনি কী একটা কলেজে পড়ায়। রবি তো বিরাট নাম করেছে, অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানীর চেয়ারম্যান না ডিরেক্টর কী যেন। কাগজে নামটাম বেরোয়। ছবিটবি বেরোয়। গবর্মেন্টের সঙ্গেও দহরম-মহরম আছে। লোকজনে এক ডাকে চেনে। ও এসে দাঁড়ালেও পাড়ায় মুখ উজ্জ্বল। তাই ওকে আগে খবর দিতে বললুম শংকরকে। ভাগ্যিস ওই তো এসে বুদ্ধি করে বাপুকে

BanglaBook.org

খবরটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলে। শংকরের সাধ্যি ছিল না অত গুছিয়ে ভেবেচিন্তে ব্যবস্থা করা। মানুষটি খুব ভালো কিন্তু মাথাটা তো পরিষ্কার নয়। তবে হ্যাঁ, শ্বশুরের চেয়ে লোক ভালো বলবো। সে এ বাড়িটাকেই নিজের বাড়ি বলে মনে করে, পরবাস বলে ভাবে না। ইনি চিরকাল এ বাড়িটাকে পরবাস মনে করতেন। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি? কোনো দিনই এটাকে তাঁর নিজের বাড়ি বলে মনে হয়নি। আমি টের পেতুম। আর সেজন্যেই বাবা যখন ওঁর নামেও সম্পত্তি লিখে দিতে চাইলেন, আমি বাধা দিলুম। পরবাসী? তো থাকো তবে পরবাসেই সারাজীবন। নিজের বাসা বলে যখন মনে করলেই না তখন আইনে বললেই কি করতে পারবে? এত ঘেন্না কর যে বাড়িটাকে। ঘরে দীপু ছিল। বৌমা ছিল। ওদের সামনেই আমাকে সে শেষ অপমান করে গেছে। কি ভাগ্যি শংকর ছিল না। সকালে শংকরকে যখন বাজারে পাঠালো, আমি দেখলুম ওর চোখ-মুখের চেহারা ভাল নয়। নার্সিংহোম থেকে এসে আবার বাজারে যেতে শুরু করেছিল, খুব ভালবাসে তো বাজার করতে। বাজারটা করেও ভাল। শংকরকে বাজারে যেতে বলা মানেই শরীর যথেষ্ট খারাপ। আমি বললুম, 'দীপু, বাবাইকে বল্‌দিকিনি ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দেবে।' অমনি যেন ফোঁস করে উঠলো। কীরকম অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বলল, 'না! ডাক্তার নয়। মহারানী, তোমারই ইচ্ছেয় বেঁচেছি এতকাল। এবারে নিজের ইচ্ছেয় মরতে দাও।'

সবাই আমরা কেমন ঘাবড়ে গেলুম, কেউ কিছু করতে পারলুম না। তারপর খেতে বসে যখন উকি তুলছে, আমি আর কোনো কথা না শুনে বাবাইকে ডাক্তার আনতে পাঠালুম। জোর করেই ধরে ধরে শুইয়ে দিচ্ছি খাটে—শুতে শুতে আবার তেমনি অদ্ভুত করে হেসে, একটা হাত তুলে সেলাম করে বললে, 'পালাতে পারলুম না। মহারানী, জীবনেও তোমার ক্রীতদাস হয়ে বেঁচেছিলুম, মরণেও তোমার ক্রীতদাস হয়ে মরছি।'

কিন্তু পালিয়ে গেল। ডাক্তার আসার আগেই গলায় সেই বিশ্রী ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হলো, কিন্তু চোখ দুটো যেন হাসছিল। আমি সেই চোখের হাসি সইতে পারলুম না, দৌড়ে পালিয়ে গেলুম ঠাকুরঘরে।

দীপু ছিল। বৌমাও ছিল। ওরা সাক্ষী। ওরা আমার এই অপমানের সাক্ষী। শেষ বেলায় কি আমার এই পাওনা ছিল?

BanglaBook.org

।। ১২ ।।

শেষবেলায়

"কিরে মিনি, উঠবি নাকি এবার? এখন না বেরুলে পৌঁছতে পারবো না। তোর বৌদিকে আর ছোটপিসিকে বলে আয়—আমি ওই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আর ঢুকবো না—"

সত্যি ভিড় হয়ে গেছে। কান্নাকাটির শব্দ হচ্ছে না তেমন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু কারা কাঁদছে।

"ওরে, পিসিমাদের চা দিলি?"

"মা সকাল থেকে মুখে কিছুই দেননি, মাকেও এক কাপ চা করে দিও!"

"মিষ্টি দে। তোর মাকে একটা বরং মিষ্টি খাইয়ে দে। মিষ্টিটা গায়ে বল দেয়। এখন বল পাওয়া খুব জরুরি।"

"মা মিষ্টি খান না।"

"বৌদি শোন্, বড়দা আর আমি ট্যাক্সি ধরে চলে যাচ্ছি। গাড়ি রইলো, তুই ছোটপিসিকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি যাস।"

"চলে যাচ্ছিস? তোরা চলে যাচ্ছিস? আমিই বা থেকে কী করবো? তোরা চলে গেলে এখানে আর কাকে চিনি? আর বডি বেরুতে এখনও ঢের বাকি। সবে তো চন্দন পরানো হয়েছে।"

গরদের ধুতি-পাঞ্জাবিতে সত্যি বেশ বর-বর দেখাচ্ছে। "ওই ধুতিটা বৌ দিতে চায়নি, জানিস তো?"—বৌদি ফিসফিস করে বলে—"দীপু জোর করে বের করে দিলে।" চশমাপরা কাকামণিকে বেশ কাকামণি কাকামণি দেখাচ্ছে আবার। চন্দন পরানো সত্ত্বেও। মুখের সেই বাঁকা হাসিটা এখন আর তেমন তেতো-তেতো লাগছে না। একটা ঠাট্টা-ঠাট্টা মোড় নিয়েছে। কাকামণিকে এবার শেষ বার প্রণাম করে চলে যেতে হবে। ময়লা সুজনিটা পালটে ওরা একটা ছিরঙা আলোয়ান চাপা দিয়েছে। গরমকালে শীতের আলোয়ান। অনেক ফুল এসে পড়েছে। রজনীগন্ধা ফুলের মৃদু-মৃদু গন্ধ। ধূপের নেশা। শংকর হঠাৎ বললে, "রবিদা, একটা শোকসংবাদ লিখে দেবেন? আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিতে হবে।"

"শোকসংবাদ? নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু...কিন্তু আমি তো ঠিক—বরং ওই মিনিকে বলো, ও মাস্টারনী আছে।"

BanglaBook.org

"ব্যাপারগুলো সব পরপর ঠিকঠাক মনে করিয়ে দাও, কী কী লিখতে হবে, আমি এক্ষুণি লিখে দিচ্ছি। কবে জন্ম, কোথায় জন্ম, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, পরিবারে কে কে রইলেন, এইসব আর কি। আমিও অবশ্য জানি, তবু—"

"মাকে বলুন, মা সব বলতে পারবেন। মা।"

আমি কিন্তু-কিন্তু করছি, ছোটপিসিমা বলে উঠলেন, "লেখো, আমি বলছি। জন্ম বর্ধমানে, ১৩১৪ সালে, পিতা রাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষা প্রেসিডেন্সি কলেজ, এম এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, লায়োলা কলেজে আজীবন প্রফেসারী করেছেন, রিটায়ার করা অবধি। স্ত্রী, তিন পুত্র, এক কন্যা, আর নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। খুব সাহিত্যপ্রীতি ছিল। দানশীল, পরোপকারী, সদাশিব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ব্যাস। এই তো লেখে শোকসংবাদে। ফুরিয়ে গেল জীবনকাহিনী!—এই লেখবার জন্যে কলেজের মাস্টারও লাগে না, সদাবিধবাকে বিরক্ত করারও দরকার নেই।"

"আরও লিখবে, তিনি রায়বাহাদুর জ্ঞানাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আই. সি. এস.-এর একমাত্র জামাতা ছিলেন। আজকের তারিখে, অকস্মাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে, সাতাশি বছর বয়েসে, সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী বর্তমান। এটা ইংরিজি কাগজে স্টেটসম্যানেও বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে।"

হঠাৎ ছোটকাকিমার সহজ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে, ঘরে যেন একটা আলতো চমক খেলে গেল। ছোটকাকিমা তেমনি একভাবেই বসে আছেন। হাতটা শুধু আর কাকামণির কপালে নেই, নিজের কোলেই। মৃতদেহ ছুঁয়ে বসে আছে মুখ নিচু করে বাপু।

"কিরে, আর কিছু লিখতে হবে? বাপু?"

ছোটকাকিমা আবার বলেন। বাপু মাথা নাড়ে। এখন পর্যন্ত বাপুর গলার স্বর আমরা শুনতে পাইনি।

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। কাগজ কলম এসে গেল। শোকসংবাদটি লিখে, আমি শংকরের হাতে ধরিয়ে দিই। তারপর বৌদির পিঠে আস্তে করে ঠেলা লাগাই। বৌদি উঠে গিয়ে ছোটপিসিমার কানে কানে নিচু গলায় বললে, "ছোটপিসিমা, আমরা তবে আসি। কেমন? গাড়ি রইলো। আপনার যখন বাড়ি যেতে ইচ্ছে হবে, ছোটুলালকে ডেকে নেবেন, আমরা অন্য গাড়িতে চলে যাচ্ছি।" বৌদি বুদ্ধি করে 'ট্যাক্সি' বললো না। 'অন্য গাড়ি' বললো।

ছোটপিসিমা কেমন একটু বিচলিতভাবে মুখ তুলে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন।

BanglaBook.org

"আমিই বা থাকবো কেন? আমার ঘরে নাতজামাই এসে বসে আছে। এদের বেরুনোর কোনো ঠিক আছে? নাঃ, আর কেন? বৌমা, এখানে আমার আর থাকবার দরকার নেই। আর কি? যার জন্যে আসা, তাকে তো পেন্নাম করা হয়েই গেছে। বেরুনো পর্যন্ত থেকে বৃথা মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। চ' চলে যাই। ছোটবৌদিকে বলে যাই।"

আমরা চার জনে—বড়দা, বৌদি, ছোটপিসিমা, আমি ছোটকাকিমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ছোটকাকিমা হাত বাড়িয়ে দিলেন, ছোটপিসিমা হাতটা চেপে ধরলেন। চুপচাপ সবাই দাঁড়িয়ে থাকি বোকার মতো কিছুক্ষণ। তারপর বড়দা বলে উঠল, "কাকিমা, আমরা এবার তবে আসি? আমার একটু দরকারী কাজ আছে, জরুরি মিটিং আছে, বিদেশীদের সঙ্গে। না গেলেই নয়, আর গাড়ি মোটে একটা, তাই ওরাও—"

"যাবে বইকি বাবা। তুমি সবার আগে ছুটে এসেছ। শুধু শুধু ভিড় করে তো লাভ নেই। যে তোমাদের নিজের লোক, সে তো চলেই গেছে। শ্রাদ্ধের দিনে সকালে আবার এসো, ছেলেরা যাবে। নেমন্তন্ন করে আসবে। ছোড়দিদি, আপনিও আর বসবেন না। এই মৃত্যুর বাড়িতে বড্ড অনিয়ম হয়। দাদাবাবুকে কি খবরটা আজই দেবেন? দাদাবাবু নার্সিংহোমেও গিয়েছিলেন।

"ঠিক আছে, বৌমা, তোমরা এসো তবে এবার। মিনি, তোমাদের কাকামণি কিন্তু আজ যাবার সময়ে আমাকে মোক্ষম অপমান করে গেছেন। ভেবেছিলুম কাউকে বলবো না। তারপর মনে হলো বলে দেওয়া উচিত। তোমরা তোমাদের নিজের লোককে চিনে রাখো। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে শেষ কথাটা কী বলে গেছেন জান? দীপু, বল্ তোর বাবা কী বলে গেছেন আমাকে? তোর দাদাকেও বল্। সবাই শুনুক।"

দীপু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। মাথা নাড়তে লাগলো জোরে জোরে। বলবে না। বলতে পারবে না।

"বেশ। তুই না বললে আমিই বলছি।"

বাপুর বউ চুপচাপ সবাইকে চা-বিস্কুট যুগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ধারালো গলায় বলে উঠলো, "থাক না মা, থাক। ওসব কথা আর নাই-বা বললেন। বাবা তখন সজ্ঞানে ছিলেন না। ভুল বকছিলেন।"

"ভুল বকেননি। খুবই সজ্ঞানে বলেছেন। তুমি ওঁর চোখ দুটো দ্যাখোনি। সারাজীবনে যে কথা আমাকে একবারও বলেননি, আজ একদিনে দু'দু'বার সেই কথা বলেছেন, দু'বারই নিজের কানে তোমরা শুনেছ। স্পষ্ট বলেছেন, 'মহারানী, জীবনেও তোমার ক্রীতদাস হয়ে বেঁচেছিলুম। মরণেও তোমার ক্রীতদাস

BanglaBook.org

হয়ে মরলুম।' এমনি করে হাত তুলে সেলাম ঠুকে বলেছেন। সেসব ভুল বকা? ভালোমানুষ? শিবতুল্য মানুষ? মরবার মুহূর্তে, শেষ বেলায় যে এরকম বিষ-বাক্যি বলে যায় স্ত্রীকে, সে কেমনধারা ভালোমানুষ?"

ঘরভর্তি মানুষ মুহূর্তেই যেন ঘরে নেই। অনন্ত সময় পার হয়ে যায়। একসময়ে ছোটপিসিমা সেই পুরু স্তব্ধতার দেওয়াল তরোয়ালের মতন গলায় কেটে বলে উঠলেন, "আচ্ছা ছোটবৌদি, তোমরা টুলুকে খবরটা দিয়েছ? শুনেছি সে কোচিনে না কোথায় আছে, হাবুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।"

সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ কথা-না-বলা বাপু কথা কয়ে ওঠে, "হ্যাঁ, পিসিমা, টুলু আসছে। কিন্তু কোচিন থেকে ডিরেক্ট ফ্লাইট নেই বলে ওরা রাত এগারোটার আগে দমদম পৌঁছতে পারছে না। তাই বরফ আনতে পাঠিয়েছি। টুলু ওর ছেলেকে নিয়ে আসছে, বাবার খুব ইচ্ছে ছিল নাতির হাতের মুখাগ্নি—"

ছোটপিসিমা বলেন, "তাহলে বাপু ওই গরম আলোয়ানটা সরিয়ে একখানা বরং সুতীর চাদর চাপা দাও।"

দাদা ছোটপিসিমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান লাগায়, "চলো, ছোটপিসি, ওঠো, চলো, আমার মিটিং-এর দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। ছোটকাকিমা কাকামণির বুকের ওপরে ভেঙে পড়েছেন।

ফটফটে পঙ্খের কাজ করা দেওয়ালে শেষ দুপুরের রোদ প্রবলভাবে ঝলসে পড়ছে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আসা তেরছা একটা রুলটানা আলোছায়া ছোটকাকাকে অংশত ঢেকে ফেলেছে। সেই উজ্জ্বল আলোভরা ঘরের ভিতর থেকে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়ে এসে, আমরা নিচে পালিয়ে যেতে থাকি। জামাই শংকর ছায়ার মতো আমাদের অনুসরণ করে গাড়ি পর্যন্ত।

সামনে পিছনে ভিড়। ডান দিকে বাঁ দিকে ভিড়। জ্যামে আটকে গেছি। গাড়িতে চারজন মানুষ—যেন চারটে বন্ধ খুপরির মধ্যে বন্দী আছি। কারুর কোনো বলবার কথা নেই। দেওয়ালে চোখে পড়লো মস্ত একটা আলোজ্বলা সাদা কাচের বাক্সের ওপর লম্বালম্বি লেখাঃ 'এলাহাবাদ ব্যাংক'। কাকামণির হাসি হাসি গলাটা যেন শুনতে পেলুম, "ওই যে বউমা, ওই আসল লক্ষ্মী ঠাকরুণের মন্দির। দাও, পেন্নামটা ঠুকে দাও।

BanglaBook.org

যাত্রারম্ভ

মাননীয় সম্পাদকমশাই,

পুজোর লেখা দিয়ে আসা হয়নি, দেখাও করে আসিনি, যদিও জানি আপনি ম্যালেরিয়া জ্বরে অত্যন্ত অসুস্থ—আপনি যদি জানতেন কী পরিস্থিতিতে আমি রওনা হয়েছি তাহলেই বুঝতেন কেন এ বছরে এমনধারা হলো।

প্রথমত, খুব জল পড়ছিল পড়ার ঘরের ছাদ ফুটো হয়ে। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না, কেউ বললে, "গোবর-সিমেন্ট গুলে ঝাঁটা দিয়ে বেশ করে লেপে দাও।" কেউ বললে, "পিচের কাপড় চাপা দাও।" কেউ বললে, "মেঝে খুঁড়ে ফেলে আবার তৈরি করো।" কেউ বললে, "টালি লাগিয়ে দাও ছাদের মেঝেয়।"

গত কয়েক বছর ধরে আমি প্রত্যেকটাই করে দেখেছি। এবং প্রত্যেকটাই কিছুদিন কাজ করেছে। এখন তো সিঁড়ির নিচে সেই সব টালিই জড়ো করা আছে। (তারই মধ্যে কাঁকড়াবিছে বেরিয়েছিল)। টালিগুলো সব তুলে ফেলে আবার নতুন করে জলছাদ করেছিলুম কিনা বছর দুই আগে? তো পড়ার ঘরে জল পড়ে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে। অনেক কাগজপত্তর ভিজে গেছে, কিছুই পড়া যাচ্ছে না। এ বছরে বাইরে যাবো বলে গুছিয়ে-গাছিয়ে পুজোর লেখা বেশ অনেকগুলো শুরু করেছিলুম আগে থেকেই। যাবার সময়ে যাতে তাড়াহুড়ো না হয়। কিন্তু মারে হরি তো রাখে কে! এমনই জল পড়লো, গেল সব ধুয়ে-মুছে—ফের সাদা পাতা হয়ে। বলে না, খোদা যব দেতা ছপ্পড় ফোড়্‌কে দেতা? খোদা যখন শিক্ষা দেন, সেটাও ছপ্পড় ফোড়্‌কেই দেন, অন্তত আমার ক্ষেত্রে। ছাদ ফুটো হয়ে খাতাবই লেখাজোকা চিঠিপত্তর সব গেছে নষ্ট হয়ে। ওগুলো যত্ন করে লোহার সিন্দুকে রাখা উচিত ছিল ক্ষান্তবুড়ীর দিদিশাশুড়ীর মতন। কি ভাগ্যি দু'খানা থিসিস ছিল অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের—সেগুলো যে-তাকে ছিল সেই তাকটা ভেজেনি! সেই তাকের বইখাতাগুলো বেঁচে গেছে। সাধারণত যেসব বইপত্তর আমি রক্ষণীয় মনে করি না, সেগুলোই ওখানে রাখি। থিসিস তো ফেরৎ পাঠানোর জিনিস।

হাহাকার-টাহাকার হয়ে যাবার পরে ভাবলুম যথাসাধ্য রক্ষা করি—অতএব যা যা ভিজেছিল, রোদে শুকিয়ে নিই। কিন্তু কাগজপত্তর তো কাঁথা নয়, যে রোদে দিলেই শুকিয়ে যেমনকে তেমন হয়ে যাবে? বইপত্তর প্রচুর ভিজে ছিল, রোদে দিতেই পাঁপড় ভাজা হয়ে গেছে। পড়তে গেলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে আসছে। মন-মেজাজ ভালো ছিল না। টাইপ রাইটারটারের

BanglaBook.org

ভেতরে কবে থেকে জল জমেছিল যে, কিছুই জানি না। এত ভারী ঢাকনাওলা রেমিংটন—তাতে জল ঢুকলোই বা কী করে? সমস্ত হরফ জং ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। মেকানিক বলে দিল, ওটা নাকি আর সারানো যাবে না। কিন্তু রাখে হরি তো মারে কে? আমাকে চিরকালই হরি রক্ষাও করে আসছেন। একটি ভাই আছে আমার, কমল বলে, সে অনেকদিন পরে হঠাৎ এসে পড়েছিল দিদির খবর নিতে। এসে দ্যাখে জল-টল নিয়ে দিদি তো "অকূল পাথারে"। সান্ত্বনা দিয়ে কমল বলল: "কিচ্ছু চিন্তা নেই, আমার লোক দিয়ে সারিয়ে দেবো দিদি। ওই ছাদের ফাঁকে ফাঁকে ইনজেকশন দিয়ে জল পড়া বন্ধ করে দেবো—হাওড়ার সাবওয়েতে যেমন করেছিলাম।"

—"সাবওয়েতে? এটা তো ছাদ?"

—"সাবওয়েরেও তো ছাদ থাকে? থাকে না?"

—"তা বটে। তো, কী যেন বললে, ইনজেকশান দেবে? ছাদকে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ! ইনট্রাভিনাস ইনজেকশান।"

—"ছাদের আবার ভেইন আছে নাকি? না, নর্দমার কথা বলছো?"

—"দুর! নর্দমা কেন হবে? ভেইন তৈরি করা হবে, পাইপ ঢুকিয়ে! তার ভিতরে ওষুধ ইনজেকশান দেওয়া হবে—ব্যস জলটল পড়া সব বন্ধ! ও দেখতে হবে না, আপনি ওসব নিয়ে কিচ্ছু ভাববেন না দিদি, ওটা আমার কাজ। আপনি আপনার কাজ করুন।" কমল সাহস দিয়ে চলে গেল। তার লোক আসবে। আমাকে আমার কাজ করতে বলে গেল।

কিন্তু আমার কাজ কি একটা?

আপনি বলবেন—"পুজোর লেখা", ডিপার্টমেন্ট বলবে—"খাতা? প্রশ্ন? টিউটোরিয়্যালের নম্বর?" আরও চারটে বিশ্ববিদ্যালয় বলবে—"থিসিস রিপোর্ট?" মাদ্রাজের পাবলিশার বলবে—"ইনট্রো কোথায়?" দিল্লির বলবে—"কমেন্ট কোথায়?" আর কলকাতা বলবে—কলকাতার তো বলার কথার শেষ নেই—(আহা শেষ যেন হয় না কোনোদিন!—মা বলতেন "'লোক না পোক' বলতে নেই। বলবি, 'লোক না লক্ষ্মী'") কলকাতার লক্ষ্মীশ্রী উথলে পড়ছে আমার বাড়িতে। অমুক ক্লাবের পঁচিশ বছর, অমুক গার্লস স্কুলের একশো পঁচিশ, অমুক লিটিল ম্যাগাজিনের চৌত্রিশ পূর্ণ, অমুকের পঞ্চান্ন বছর ধরে গান গাওয়া হলো, তমুকের পঁয়তিরিশ বছর ধরে নভেল লেখা হলো, সবকিছুতেই কলকাতার আনন্দ, সবকিছু নিয়েই কলকাতার উৎসব। আর সবেতেই লেখকদের মাতব্বরি করা চাই। কিছু না কিছু বলা চাই। হয় টিভির সামনে গিয়ে বসে ধরনা দাও, নয় গড়িয়াহাটের মোড়ে খাটিয়া পেতে বসে চেঁচাও, নয় তো গড়ের মাঠে শালু খাটিয়ে—সর্বদাই কোনো

BanglaBook.org

না কোনো সৎ উদ্দেশ্য আছে, কতো ফ্যাক্টরি বন্ধ হচ্ছে, কতো পত্র-পত্রিকা উঠে যাচ্ছে (আবার কতো ফ্যাক্টরি শুরু হচ্ছে, কতো নতুন কাগজ বেরুচ্ছে), সব ব্যাপারে নাক গলাও, প্রত্যেকটার জন্যে মতামত দাও—কাজের কি শেষ আছে? দিনরাত ঘণ্টি বাজছে। হয় টেলিফোনের, নয় দরজার। মা বলতেন, "শ্যামের বাঁশি—"—"তুই তো সারাদিন ঐ ঘণ্টির ডাকেই আথালি-পাথালি শ্রীরাধা!" সত্যি সত্যিই ভাই। শ্যাম রাখি, না কুল! আপনি ভাবছেন এখন আমার হাতে অজস্র সময়, কেননা আপনি ভাবছেন এখন আমাদের ছুটি? উঁহুঃ! এ তো ছুটি নয়, ছুটোছুটি চলছেই। আজ পরীক্ষা, কাল ধর্মঘট, পরশু জনসভা। গরমের ছুটি মানে শুধু ক্লাসটাই বন্ধ, আর সমস্ত অ্যাকটিভিটিই খোলা। বাড়িতেও প্রচুর অ্যাকটিভিটি—কমলের মিস্ত্রি লেগে গেল—বাঁশ, দড়ি, বালতি, কড়া, সিমেন্ট, বালি, সবই এল দেখলাম। ভেবেছিলাম কেবল বুঝি ছুঁচ, সিরিঞ্জ আর নল—আর ওষুধের ফায়াল আসবে। ছাদের পলেস্তারা ফাটিয়ে ফেলা হলো—কিন্তু তাতে কোনোই শব্দ হলো না। অন্তত শোনা গেল না। কেননা পাশের বাড়িতে ভীষণ শব্দ হচ্ছে।

হ্যাঁ, পাশের বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে। সামনের বাড়ি অলরেডি ভেঙে ফেলে দুটো হাইরাইজ উঠে গেছে। এবার পাশেও উঠবে। পাশের বাড়ি ভাঙাটা আমার আবেগপ্রবণ স্বভাবের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল ঠিকই—একটা করে ঘা পড়ছে ওদের ছাদে, ছাদে তো নয় যেন আমার বুকের মধ্যে—আমার বাল্যকালের যত্নে জমানো স্মৃতির পুঁজির ওপরে—মা আর রাঙামাসুর সারাদিনের কাজের শেষে রাত্তির বেলায় এবাড়ি ওবাড়িতে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে গল্প—আমার আর রত্নার দুটো ছাদে দাঁড়িয়ে ছুটির দুপুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোপন কথা—আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে এল শব্দটা। তারপর নতুন সমস্যা।

ইঁট-পাটকেলগুলো ছিটকে পড়তে লাগলো আমাদের গ্যারেজের ভাঙা টিনের ছাদের ওপরে। বুড়ো গ্যারেজে একটা কচি গাড়ির বাস। অনেক সাধ্যসাধনা করছি, অতি মিষ্টভাবে (যতটা আমার ভাঙা গলায় এ রুক্ষ স্বভাবের পক্ষে সাধ্য) মিস্ত্রিদের অনুরোধ-উপরোধ করছি, একটা মোটাসোটা দেখে ত্রিপল চাপা দাও ভাইরা, যাতে ইঁট ছিটকে এদিকে না আসে। কে কার কথা শোনে? হ্যাঁ, থাকতেন আমার মা, বাপ্ বাপ্ বলে শুনতো। আমি একটু ফ্যাল্না টাইপের। আমিও যতই মিষ্টি করে ওদের বলি, ওরাও ততই মিষ্টি হেসে আমাকে বলে—"না দিদি, পড়বে না, কিচ্ছু পড়বে না।"

—"পড়বে না মানে? পড়েছে তো?"

—"কৈ, কোথায় পড়েছে?"

BanglaBook.org

—"ঐ যে! ওগুলো কী?"

নিজেই আকাশ থেকে পড়ে এবার মিস্ত্রি-খাটানো তরুণটি।

—"ওগুলো? কী ওগুলো?"—তার চোখে অপার বিস্ময়।

—"ভাঙা ইঁট!"

—"আমাদের এখান থেকে তো পড়েনি দিদি, ওগুলো ওখানেই ছিল।"

—"ছিল? কোত্থেকে এল? অতো চুনসুরকিসুদ্ধু? অতো ইঁট বালি সিমেন্টসুদ্ধু? এল কোত্থেকে?"

—"কোত্থেকে এল? তা আমি কী করে জানব বলুন? ওটা আপনারই বাড়ি।" খুবই যুক্তিযুক্ত কথা। তুমি কি করে জানবে! নিষ্পাপ হেসে ছেলেটি অন্যত্র চলে গেছে। সান্ত্রাসেরা পুনরায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আমাদের বাড়িতে কারুর কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। এমনিতেই এবাড়িতে একতলা-চারতলা ভীষণ হাঁকডাক করে কথাবার্তা বলতে হয়—এখন আরও চেঁচামেচিটা বেড়েছে। প্রবল না চেঁচালে কেউই কোনো কথার উত্তর দেয় না। ডাকলে কেউ আসে না। বকলে বলে—"আওয়াজ হচ্ছে তো, শুনতে পাইনি।" আমিও তাই বলি। আমিও কারুর কথার উত্তর দিচ্ছি না। ফোন বেজে যায়। সত্যিই শোনা যায় না। এই অতি-ভদ্র ইলেকট্রনিক ফোনের ভ্রমরগুঞ্জন না নূপুরশিঞ্জন শুনতে হলে চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি চাই। একজনকে কান পেতে রইতে হবে। আর এই বাড়িভাঙার তুমুল শব্দের মধ্যে কানে তুলো গুঁজে না রাখলে, মাথা ধরে যাবেই। আর যত শাবল পড়ছে, ততই ভুটানী চেঁচাচ্ছে। ঢাঁই, ঢাঁই, ভৌ, ভৌ; যেন সঙ্গত করছে। ইত্যবস্থা অবিশ্রান্ত। "শব্দদূষণ" আর কাকে বলে।

ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে আমার বান্ধবী মিত্রা এসেছে—মিত্রা খুব চটপটে আর মিশুক। লোকজনদের চেনে-শোনে। আমেরিকাতে থাকলে কী হবে, কলকাতার রকমসকম আমার চেয়ে তার ঢের বেশি নখদর্পণে। মিত্রার তো ঘুম হচ্ছে না শব্দ-সংঘাতে। ওবাড়িতে রোজ ভোর পাঁচটায় মিস্ত্রি লাগে। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ ভালো হয়।

—"অ নবনীতাদি! এ কিসের মধ্যে আছো তুমি?"

—"কি আবার? এরকম হয়।"

—"এই শব্দ আমাদের মিস্তিরিরা করছে, না ওদের?" মিত্রার চোখ ঘুমে জড়ানো।

—"আমাদের মিস্ত্রি তো আটটায় আসবে।"

—"পুলিশ ডাকো।"

BanglaBook.org

—"পাগল হয়েছিস? পাড়ার মধ্যে?"

—"তুমিই পাগল হয়ে গেছো। পুলিশ ডাকো।"

—"এই তুচ্ছ ব্যাপারে ওদের ঘাঁটাতে নেই। তাহলে বড়ো ব্যাপারে আসবে না।"

—"খুব আসবে। ডাকলেই আসবে। পুলিশ ডাকো।"

—"এটা আমেরিকা নয়।"

মিত্রা বারান্দায় বেরুল। এবং হঠাৎ বিকট জোরে প্রচণ্ড স্বরে চেঁচিয়ে, উত্তর কলকাতার বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করে মিস্ত্রিদের গাল পাড়তে শুরু করল। মিস্ত্রিদের শাবলের শব্দ থেমে গেল। থেমে গেল রাস্তায় ছাগলদের গলার ঘণ্টা, পেপার হকারদের সাইকেলের ঘণ্টি। কে যে কাকে গালি দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে, বুঝতে না পেরে রাস্তাঘাটে যে যেখানে ছিল সবাই স্ট্যাচু। ঊষার শান্ত আবহাওয়ায় যাঁরা কেডস পরে লেকে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন তাঁরাও থমকে গেলেন। ঘণ্টি গলায় ছাগল দুধের গয়লারা দাঁড়িয়ে পড়ল। পেপার বেচতে বেরুনো হকাররাও স্তম্ভিত। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ওকে তো আর দেখা যাচ্ছে না রাস্তা থেকে, কেবল ভয়ংকর শব্দ-বোমা শুনতে পাচ্ছে সবাই। লোকে ভাবছে আমিই চেঁচাচ্ছি! সুপারভাইজার সেই নিষ্পাপ তরুণও দৌড়ে এল। মিত্রা বলল—"শুনে রাখুন, আটটার আগে যদি টুঁ শব্দ করেছেন, পুলিশ ডাকবো। আর ভেবেছেন কী? গ্যারেজের ছাদে, উঠোনে, সর্বত্র এত ইঁটপাটকেল ছড়িয়েছেন কেন? রোজ পাঁচ টাকা দিয়ে দিদি যে জমাদার ডেকে ঝাঁট দেওয়াচ্ছেন, বলি টাকাটা কে দেবে? আঁ? আপনার মুটে-মজুররা কী করছে? আজই ত্রিপল কিনে পর্দা টাঙিয়ে ফেলুন, আর উঠোন, টিনের চাল ঝাঁট দিয়ে ফেলুন। পর্দা না টাঙালে কাজ বন্ধ। ইনজাংশান জারী করিয়ে দেবো। বুঝেচেন? আমাকে নবনীতা দেব Sen পাননি। হ্যাঁ, এ অন্য জিনিS!" নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকে মিত্রা এক হাড় হিম করা হাসি হাসে।—"আটটার আগে টুঁ শব্দ হলেই, সোওজা থা-ন্-না! মনে থাকে যেন?"

কি বলবো, সম্পাদকমশাই, সেদিন সত্যিই সারাদিন কাজ হলো না। শব্দ বন্ধ। পরদিন বেলা আটটার সময়ে ভাঙা শুরু হলো। মিত্রা বললো —"দিদি, দেখেছো? অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে?" কিন্তু মজুররা এলো না, ঝাঁটও দিলো না, ত্রিপলও টাঙালো না। টিনের চালে ধপাধপ ইঁটপাটকেল বৃষ্টি চলতেই থাকলো। এ যদি বিন্দু থাকতো, দিতো মিস্ত্রিদের মজা দেখিয়ে। সে মিত্রার ওপরে আরও এক কাঠি ভায়াবিদ্ কিনা?

মুশকিল তো সেখানেই! ডান হাত বাঁ হাত দুটোই নেই—কান'ই গেছে

BanglaBook.org

দেশে ভাইঝির বিয়ে দিতে, তারপর নিরুদ্দেশ। বিন্দু গেছে ওর বাড়িটা তৈরি করতে। বিন্দুর আসলে একটা চমৎকার কাঠের দরজা আছে। অনেকদিন আগে ওদের পাশের গাঁয়ে একটা পোড়োবাড়িতে আগুন লেগেছিল। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে যে যা পেরেছে উদ্ধার করে নিয়ে নিয়েছে। বিন্দু ঘাড়ে করে বয়ে বয়ে নিয়ে এসেছিল একটা আস্ত ফ্রেমসুদ্ধ কাঠের দরজা। সেটা সেই থেকে সসম্ভ্রমে তার বাপের বাড়িতে তোলা আছে। কিন্তু বাবার বয়েস হয়েছে, ভাইরা যে-যার জমিজমা এখনই ভাগবখ্‌রা করে লিখিয়ে নিচ্ছে যাতে পরে অশান্তি না হয়। সবাই এবার বাড়ি তুলবে, ভাগাভাগি হয়ে যাবে ভাইরা। বিন্দুর দুশ্চিন্তা, ওর দরজা যদি কারুর বাড়িতে লাগিয়ে ফ্যালে? দরজাটা লাগানোর জন্যে, বিন্দুরও একটা বাড়ি চাই। বাড়ির জন্যে আগে বিন্দুর একটা জমি চাই। তাই সে দেশে গেছে। দেশে গিয়ে বাবাকে চেপে ধরবে, "আমাকে আমার ভাগের জমি দাও। মেয়েদেরও এখন সম্পত্তিতে ভাগ আছে। ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দাও। আমিও বাড়ি তুলবো।" (এতে আমারও যথেষ্ট সায় আছে।) বিন্দু তাই লম্বা ছুটিতে। জবরদস্তি পৈতৃক সম্পত্তি আদায় করে, আইনত লিখিয়ে নিয়ে, তাতে বাড়ি তুলে, বাড়িতে দরজা লাগিয়ে, তবে ফিরবে। কানাই-বিন্দুর বদলে দুটো ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে আছে। নিওনের জায়গায় মোমবাতি। গীতা আর শান্তা দুজনে কেবলই এ ওর গা ঠেলাঠেলি করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসে। গীতার বিয়ে স্থির। সামনেই যে-বাড়িটা উঠছে, সেই প্রোমোটারের কাছে মিস্ত্রি খাটায় প্রদীপ, তার সঙ্গে। আর শান্তা? সে বলেছে—"দুদ্দুর—ওসব ভালোবাসার বিয়ে আবার টেঁকে নাকি? আমার দিদিদের সব সম্বন্ধ করে বিয়ে। মা বারণ করে দিয়েছে—আমাদের বাড়িতে ওসব চলে না!" কিন্তু শান্তা দোকানে গেলে আর ফেরে না। ওর প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে অপ্রস্তুত বন্ধু। ওদের নিয়েই সংসার সমুদ্রে ভেসে আছি। পুজোর লেখার সময় কোথায়?

ঝক্কি কি একটা? ভোর ছ'টার সময়ে ওবাড়ি থেকে বড়্‌কার ফোন এলো।

—"বুকু, I am dying. I may die any minute."

—"কেন বড়্‌কা? কী হয়েছে তোমার?"

—"I am ninety three, আমার কাছে কেউ নেই। Nobody home—কেউ বাড়িতে নেই—I'm alone."

—"সেকি বড়্‌কা? নার্স ছিল যে? সে কৈ?"

—"আছে। সে আছে। সে ঘুমোচ্ছে। এদিকে আমি মরে যাচ্ছি। I'm dying."

—"কী কষ্ট হচ্ছে তোমার? আমি এক্ষুণি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি—কিন্তু

BanglaBook.org

নার্সকে ডাকো? ও ঘুমোবে কেন? ডাকো, ডাকো"—আমিই চিৎকার করতে থাকি। যদি এতে নার্সটি শুনতে পায়!

—"চেঁচিও না। You are hurting my ears. অনেক ডেকেছি। রেগে যাচ্ছে। বলছে—'ডোনট ডিস্টার্ব—আমি রেস্ট নিচ্ছি'।"

—"সেকি কথা? তোমার ঠিক কী কষ্ট হচ্ছে বললে না তো? ডাক্তারকে কী বলবো?"

—"I am dying."

—"ডাক্তারকে খবর দিয়েই আমি আসছি বড়্কা।"

—"ডাক্তার সাতটার আগে ফোন ধরে না।"

—"আমি আসছি, এনি ওয়ে।"

বলা যতো সোজা, যাওয়া ততো সোজা নয়। প্রথমে ড্রাইভওয়ে ঝাঁটপাট দিয়ে ইঁট-পাটকেল সাফসুতরো করে জায়গাটা ফাঁকা করতে হবে। তারপর তিনটে তালা খোলো। তারপর গাড়ির ঘোমটা তোলো। এই ঘোমটা তোলাটা কি কম ঝক্কির ব্যাপার? যাদের গ্যারাজ নেই তারা চাঁদনি থেকে গাড়ির বোরখা কিনে আনে, এক এক গাড়ির জন্যে এক এক সাইজের রেডিমেড বোরখা। গাড়ি চোরের হাত থেকে নাও যদি হয়, ছিঁচকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এই বোরখা। তার দড়িদড়া খুলতে অনেক সময় লাগে। তাছাড়া রোদ-বিষ্টি থেকেও রক্ষা করে। আমাকে সেই জিনিস একটা কিনতে হয়েছে। ধর্মতলায় গিয়ে। সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে। যদিও গাড়ি গ্যারাজে থাকে। চাদ্দিক বন্ধ। তালা মারা তিনটে। সম্পাদকমশাই, আপনি ভাবছেন আমার মাথা খারাপ? আজ্ঞে না। টিনের চালটা খারাপ। এখানে সেখানে ফেটে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে চুন-সুরকি-বালি-সিমেন্টের ফাইন পাউডার সারাদিন ঝরছে আমার নতুন সাদা গাড়ির গায়ে। সেই পাউডার মেখে আমার গাড়ি গোলাপী, গাড়ির কাচ গোলাপী, এবং পাউডার সমান ফাইন নয় বলে দু-একটা স্ক্র্যাচও পড়েছে। তাই ছুটতে হয়েছিল চাঁদনির বাজারে। প্রথমে খোঁজ করেছিলুম তিনতলা দেওয়াল ঢাকবার জন্যে ত্রিপল কিনতে কত লাগবে। ভেবেছিলুম ওদের জন্যে কিনে দেব। বললে ক'হাজার টাকা যেন—তাই চামড়া দিয়ে মাটি না ঢেকে পায়ে জুতো পরেছি। কিন্তু টিনের চালটা প্রত্যেকদিন আরেকটু, আরেকটু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই। ছাদের টিন বদলাতে হবে। কিন্তু এখন বদলে লাভ নেই—আবার তো ইঁট বালি চুন সুরকি সবই পড়বে? আবার যদি ফেটে যায়? আগে বাড়ি ভাঙা, বাড়ি গড়া সব চুকে যাক। অত কাণ্ড করে গাড়ি বের করার চেয়ে দৌড়ে চলে যাওয়া সোজা। তাইই যাই।

বড়্কার ঘরে ঢুকে দেখি ওবাড়ির প্রত্যেকটি কাজের লোক সেই ঘরে

BanglaBook.org

জড়ো হয়েছে। লক্ষ্মণ ঠাকুর থেকে পরেশ মালী পর্যন্ত লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বড়্কাকে দেখে মনে হলো না তাঁর অবস্থা আশংকাজনক।—"বাড়িতে কেউ নেই" কথার অর্থ তাঁর পুত্রবধূ একদিনের জন্যই বাপের বাড়িতে গেছেন—ছেলে বিদেশে। তবে হ্যাঁ, এই নার্স যে কোনো পরিস্থিতিকেই আশংকাজনক করে ফেলার ক্ষমতা রাখেন। ঘরে তুমুল কাণ্ড চলছে। না, বদমেজাজী, রাগী বলে যাঁর দুর্নাম, সেই বড়্কা চেঁচামেচি করছেন না। দু হাতে দু কান ঢেকে, চোখ বুজে, বাবু হয়ে খাটের ওপর বসে আছেন। চেঁচাচ্ছেন তাঁর সেবিকা। কাজের লোকেরা তটস্থ। সিনিয়ারিটির খাতিরে লক্ষ্মণ ঠাকুর ওঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে, জুনিয়াররা স্তম্ভিত। বড়্কার ঠোঁট নড়ছে। বিড়বিড় করে কী বলছেন। ইষ্ট মন্ত্র জপ? মুখের কাছে কান নিয়ে যাই—শুনি, বলছেন—"দূর করে দে, দূর করে দে"—অনতিবিলম্বে ঘটলো নাটকে যবনিকাপতন। নার্সকে দূর করা হলো। সাতটা প্রায় বেজেই গেছে। আটটায় দিনের নার্স এসে যাবেন। ততক্ষণ আমি বসছি। মার দীর্ঘ রোগভোগের কল্যাণে সেবিকাদের সংশ্রবে থেকেছি দশ-বারো বছরের বেশি। কদাচ এ দৃশ্য কিন্তু দেখিনি। নাইট নার্সেরা প্রায়শই বসে ঘুমোন বটে—কিন্তু কান খোলা থাকে। ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেন। কাউকেই কদাচ ডিউটির সময়ে ঘুমের ডিস্টার্বেন্স হয়েছে বলে চেঁচাতে দেখিনি। দিনে দিনে সবই চলছে। নাকি ইনিই বিশিষ্ট? ওরই মধ্যে দেখলুম বড়্কার গা-ময় গরমে ঘামাচি বেরিয়েছে। চুলকোচ্ছেন। আমারও গরমে একটা হীট র‍্যাশ বেরিয়েছে গা-ময়। এমনকি মাথার মধ্যেও। চুলকে চুলকে সারা হচ্ছি। কাকার অন্তত মাথায় বেরোয়নি, চক্‌চকে টাক থাকার সুবিধে। নার্স চলে যেতেই "আশংকাজনক" পরিস্থিতি সরল হয়ে গেল। সকলের মুখে হাসি। বড়্কা বললেন—"খুকু? চা খেয়েছিস? আমার সঙ্গে চা খেয়ে যা।"

চা খেয়ে কাগজ পড়তে পড়তে আটটার নার্স এসে গেলেন। আমিও ফ্রী—আমি ছুটলুম রেশনের দোকানে। হ্যাঁ। কে বলল, আমি রেশনের দোকানে যাই না? আমাদের কার্ডগুলোর প্রচণ্ড দুরবস্থা, একটাও নাম পড়া যাচ্ছে না। নতুন করে কার্ড লেখাতে হবে, তার জন্যে কী কী করণীয় জানতে রেশন দোকানে যাওয়া দরকার।

BanglaBook.org

রেশনের দোকান থেকে এসে, যেতে হবে ব্যাংকে, চ্যাটার্জী ইন্টারন্যাশনালে, ফরেন এক্সচেঞ্জ চাই, নিউ ইয়র্ক আর বার্কলিতে দুটো কনফারেন্স আছে, যার জন্যে এত তাড়ার মধ্যে আছি—যেতে তিনটে দিন বাকি, এখনও সব কাজ ছড়িয়ে আছে। একটা একটা দিন চলে যাচ্ছে, যেন বুকের ওপর রোলার। খাতায় লিস্টি বানাই। এক একটা করে কেটে দিচ্ছি।

ডেন্টিস্ট ?—Done
রেশনকার্ড ?—মঙ্গলবার
ফরেন এক্সচেঞ্জ—মঙ্গলবার
টিকিট—
পাসপোর্ট রিনিউয়্যাল—Done
টিউটোরিয়াল্‌স—Done
খাতা—Done
প্রশ্ন—Done
ছুটির অ্যাপ্লিকেশন—Done
থিসিস ফেরৎ পাঠানো—
NY এবং বার্কলেতে Fax করা—
জলপড়া বন্ধ করা—
করপোরেশন ট্যাক্স হিয়ারিং—বেস্পতিবার/শিবুকে authorization letter
টেলিফোন বিল—সংশোধন—চিঠি—
ইলেকট্রিক বিল—ঐ—চিঠি—
লাইনগ্যাস বিল এরিয়ার পেমেন্ট—Done
LPG বুকিং—শিবুকে বল—
শাড়িতে ফলস লাগানো—নীলুকে বল—
ঐ ম্যাচিং ব্লাউজ—ঐ
ছোট মেয়ের জন্যে কালোজিরে রাঁধুনী ফোড়ন—
বড় মেয়ের গয়না ব্যাংকে রাখা—
কনফারেন্সের পেপার জেরক্স করা—
বাড়ি পাহারার বন্দোবস্ত—Security Service Agency ?
ট্যাক্সের ব্যবস্থা—
স্যুটকেস গোছানো—
পুজোর লেখা—
ম্যাকমিলান—
এন বি টি—
গীতা-শান্তা কোথায় যাবে ?

BanglaBook.org

ফরেন এক্সচেঞ্জের ওখানে যাবার কিছুতেই সময় হলো না সেদিন—কনফারেন্স পেপারের জেরক্স করাকরি, ফ্যাক্স করাকরিতেই সকালটা কেটে গেল। কানাই ফেরেনি। দীপুকে রেখে যাওয়া অসম্ভব। সব সময় গেট খোলা থাকবে। পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে ভুটানী গাড়ি চাপা পড়ে মরে যাবে। বাড়িতে

চোর-ডাকাত মহানন্দে আসবে। দরজা খোলা, ভুটানী নেই। কুতুলটা খেতে না পেয়ে মরে থাকবে। সমস্ত দরজা-জানলাগুলো কালবৈশাখী ঝড়ে আছড়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে থাকবে এবং সমস্ত আলো, পাখা, টিভি, রেডিও এবং পাম্পটাও চব্বিশ ঘণ্টা চলে-চলে, জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে থাকবে। টেলিফোনের বিল সেবারের মতো আবার দশ হাজার টাকা হয়ে যাবে। এবং সম্ভবত জ্বলন্ত সিগারেট থেকে তোশকে, তোশক থেকে বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড হয়ে দীপুও নিজেই পুড়ে বসে থাকবে। না বাপু। আমার অত সাহস হয় না। তার চেয়ে কাজের লোকেরা বরং—কিন্তু শান্তা-গীতার বয়েসটা ভালো না। কী যে করি? Security Service তো কুকুরদের খাওয়াবে না, ঘোরাবে না? সমস্যা কি একটা?

লিখবো কখন? হাতে মোটে দুটো দিন। সুধাকর এসে বললো টিউটোরিয়াল হোম খুলবে। যেহেতু আমার বাড়ি খালিই থাকে, ভাই সেখানেই খুলবে বলে ঠিক করেছে। কেন হবে না এখানে বিদ্যাচর্চার মন্দির? অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝানোর পরে, যখন বজ্র-গর্জনে বলি—"হবে না! আমার খুশি!" তক্ষুণি সুধাকর বুঝলো। খুব বুঝদার ছেলে। কিন্তু দু ঘণ্টা তর্কাতর্কিতে গেল। ইতিপূর্বে শিবুকে অনেক ঘণ্টা ধরে বুঝিয়েছি, কেন এখানে ডাক্তারখানা করা যাবে না। এবং অমিতকে বুঝিয়েছি কেন বাড়িটা বিয়ে বাড়ি করে ভাড়া দিতে চাই না। যাচ্ছি বলেই যেন ওদের আরও ভাড়া, "বাড়ির একটা ব্যবস্থা" করা চাই তো? আর—টেলিফোন। যখন আমার খুব দরকার, তখন খারাপ থাকে। যখন সময়াভাব, তখন একদম ফিট্‌ফাট্। সবাই লাইন পাচ্ছে।

ফোন।।—"হ্যালো, দিদি? আমি রাতুল বলছি। সেই যে ইন্টারভিউটা দেবার কথা ছিল, 'নিঃসঙ্গ নারী'—"

—"রাতুল, আমার একদম সময় নেই ভাই, বড্ড ব্যস্ত, ঘরে অনেক লোকজন—"

—"তাহলে কবে একটু সময় হবে আপনার? 'নিঃসঙ্গ নারী'—"

—"হবে, হবে, নিঃসঙ্গতার সময়ের অভাব হয় না ভাই—ভিড় মানেই কি সঙ্গ? এই মুহূর্তে সময় নেই—"

—"তবে কবে আসবো?"

—"আগস্ট। আগস্ট—তখন আবার 'নিঃসঙ্গ নারী' হবো—"

ফোন।।—"দিদি বলছেন? আমি সুরূপা, 'অনুপমা' থেকে বলছি। আপনি এবার পুজোয় কী কী শাড়ি—"

—"এই তো সবে নববর্ষ গেল ভাই, এখন পুজোর ঢের দেরি—এখনও কিছু ভাবিনি—তুমি বরং আগস্ট মাসে—"

BanglaBook.org

ফোন।। "মিসেস দেব সেন আছেন? নমস্কার নমস্কার। আমি বলছি বৃহৎ বঙ্গ মিলন মহোৎসব থেকে। এবার উটিতে হচ্ছে। শংকর, সুভাষ, শক্তি, সুনীল, তসলিমা নাসরিন, শামসুর রহমান, সুচিত্রা, কণিকা, বন্যা, ফিরোজা, রূপা, দেবশ্রী, মুনমুন, তাপস—মানে সকলেই আরকি—হ্যাঁ, মৃণাল সেন, গৌতম ঘোষ আর রবিশংকরকেও আনছি—আপনি যদি—"

—"বেশ তো, কবে নাগাদ হচ্ছে?" (উটিতে যাইনি কখনো)

—"এই ধরুন সাতুই জুলাইয়ের মধ্যে দিলেই হবে।"

—"কী দিলেই হবে?"

—"ওই আর কি, আমাদের সুভেনিরের জন্যে একটা মিনি উপন্যাস। ভাল করে সুভেনিরটা করতে চাই কিনা তাই যাদের আমরা আনছি না তাদের কাছে লেখা নিচ্ছি—"

—"অ। আমি বাইরে যাচ্ছি, সময় নেই লেখার—"

—"একটা? ছোট্ট করে পাঁচ-ছ' পাতার উপন্যাস?"

—"দুঃখিত। পরের বছর চেষ্টা করবো। কেমন?"

এখন পাড়ায় পাড়ায় গিন্নিরা শাড়ির দোকান আর সিকিউরিটি সার্ভিসের এজেন্সি খুলেছেন। সেখানে রিটায়ার্ড মিলিটারি, রিটায়ার্ড চোর-ডাকাত, সবই পাওয়া যায়। কেবল টেলিফোন ডিরেকটারিটা ১৯৮৯-এর বলে, তাঁদের ফোন নম্বর জানা খুব কঠিন। ভাগ্যিস আমার ভাইপোর একটা এজেন্সি আছে, ওদের যোগাযোগ করতে হবে। দারোয়ান চাই।

জল পড়ার ইনজেকশান দেওয়া হলো যেদিন যাবো তার ঠিক তিন দিন আগে। অসামান্য ব্যাপার, সত্যিই ছাদের শরীরে গোটা পঁচিশেক নল ঢুকিয়ে শিরা-উপশিরা তৈরি করা হলো, তারপরে তার মধ্যে বিশাল যান্ত্রিক সিরিঞ্জে করে ওষুধ ইনজেক্ট করা হলো, যাতে জল আর পড়বে না। হাঁ করে কেবল এটাই দেখলুম মুগ্ধনয়নে, সেদিন আর কোনো কাজ হলো না।

মেয়ে তার গয়নাগুলো রেখে গেছে দিদিমার ভল্টে ভরে রাখবার জন্যে। (আমার কল্যাণে আমার মায়ের ভল্ট ফাঁকা!) কিন্তু দিনের পর দিন আকুল হয়ে খুঁজেও মার ভল্টের চাবিটা খুঁজে পেলুম না। কত কি বেরুল—আমার সাঁতারের লাইফ সেভিং সার্টিফিকেট, নীরেন সময়ের রোমান কয়েন। দুই মেয়েরই প্রথম-কাটা চুলের গুচ্ছ। মাকে লেখা বাবার পোস্টকার্ড। ভল্টের চাবি কোথাও নেই। দুটো দিন পরেই যাওয়া। মেয়ে ফিরে গেছে দিল্লিতে। তার শাশুড়ীর ভল্টে জায়গা নেই। পরের গয়না, এখন জিম্মা করে যাই কোথায়? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মিত্রা বলল—

—"এ আর কি কঠিন ব্যাপার? শান্তনুদাকে বলে দাও, একটা নতুন

BanglaBook.org

ভল্ট দিয়ে দেবেন। দাঁড়াও, আমিই বলে দিচ্ছি।" শান্তনুদা কথাটা ফেললেন না; বললেন চেষ্টা করবেন। যাবার দিন সকালেই ফোন এল, ভল্ট পাওয়া গেছে। গয়না জমা দিয়ে এস। টাকা নিয়ে যেও। সময় কোথায়? সময়? সম্পাদকমশাই, এর মধ্যে কি পুজোর লেখা হয়?

আর হাতে দু দিন। স্যুটকেস গোছাতে বসেছি শেষ মুহূর্তে। যাহয় কিছু জামাকাপড় যাহোক তাহোক করে ভরে নিচ্ছি। কেবল "মিটিংকা কাপড়া" থাকলেই হলো, বাকি সময় তো মেয়ের কাছে। শার্ট-প্যান্টুলুন পরেই চলে যাবে। সত্যি, এককালে পুরুষমানুষ হবার এইটেই বড় সুবিধে ছিল। সাজসজ্জাটা সহজ সরল ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। এখন পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই সাজে, ওদেরও নিশ্চয় বড় বড় স্যুটকেস লাগে। একটাই বাক্সো নেবো ভেবেছিলুম—কিন্তু ও মা! তা কখনও সম্ভব? দুটো যখন অ্যালাউড? আমার চেনাশুনো প্রত্যেকেরই কেউ না কেউ আছেন এখন আমেরিকাতে। এবং প্রত্যেকেরই তো কিছু না কিছু একটু পাঠাতে ইচ্ছে করে? একবার করে ফোন আসে, একবার করে বেল বাজে, একটা করে বান্ডিল বাড়ে। বান্ডিলে নাম-ঠিকানা ফোন নম্বর। সবই পরিচ্ছন্নভাবে লেখা। পৌঁছে কিছু ডাকে দিতে হবে, কিছু কালেক্ট করে নেবে। ফোনে খবর দিলেই হবে। কেউ খুব চেনা, কাউকে মোটেই চিনি না। নিচে রিং হলো। আমিই বাঞ্ছিত ব্যক্তি।

—"আপনি নবনীতাদি? আমি রূপালী। আমার দিদি সোনালী 1985-এ আপনার ছাত্রী ছিল। এখন ওরা বস্টনের কাছে থাকে। আমার মা ওর বাচ্চার জন্য কিছু পাঠাতে চান, যদি আপনি দয়া করে—"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ" বলবার আগেই ওপরতলায় একটা প্রচণ্ড তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল—কুতুল ককিয়ে মরণ কাঁদন কাঁদতে শুরু করে দিল, গীতা, শান্তা কোরাসে চিৎকার করতে লাগল: "অ দিদি! অ দিদি! অ দিদি! অ দিদি!" একনিশ্বাসে ওপরে দৌড়োই—গিয়ে দেখি ভুটানী কুতুলের টুঁটি কামড়ে ধরেছে। অতি কষ্টে ছাড়াই। রক্তগঙ্গা। কুতুল মৃতপ্রায়। ভুটানীকে বেঁধে রেখে "ইলাবাসে" শ্যামল জামাইবাবুকে S. O. S. কল দিই—খুব বড় জীবজন্তুর চিকিৎসক তিনি। জামাইবাবু ক্ষণে দৌড়ে এলেন, কুতুলের চিকিৎসা করলেন, ইনজেকশান দিলেন, তার থরথর কাঁপুনি থামেই না। ভুটানীকেও একটা নার্ভ-শান্তির বড়ি দিলেন। জামাইবাবু বললেন ভুটানীও খুবই নার্ভাস হয়ে গেছে। সম্ভবত পাশের বাড়ি ভাঙবার একটানা আওয়াজেই ওর নার্ভ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শব্দের স্ট্রেস তো কম না! ভুটানী ফ্রাস্ট্রেটেড বোধ করছে, শব্দ থামাতে পারছে না। শান্তা সায় দিল—"সত্যি কথা,

BanglaBook.org

সারাদিন ভুটানী ওবাড়ির মিস্তিরিদের দিকে চোখ পাকিয়ে একটানা ভৌ ভৌ করে। কিন্তু ওদের বাড়িতে গিয়ে তো কামড়াতে পারে না? সেই রাগটা ভালো মানুষ কুতুলের ওপর ঝেড়ে দিয়েছে।" কুতুলটা কুকুর কেবল নামেই, আসলে প্রায় পুতুলই। তিব্বতী কুকুর, আমার মায়ের পুষ্যি ছিল সে, জীবনে কাউকে কামড়ায়নি, সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে মানুষ। আর ভুটানীকে ভুটানের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল আমার মেয়ে। সে হাউন্ড। প্রচণ্ড বিক্রমে বাড়ি পাহারা দেয়, আর যেমন হিংসুটে তেমনি আহ্লাদী। আমার বড় মেয়ের পুষ্যি। মেয়ে দিল্লিতে। মা স্বর্গে। পুষ্যিদের কল্পা করতে আছি আমিই। জামাইবাবু বলে গেলেন দুজনকেই চোখে চোখে রাখতে হবে। সিরিঞ্জে করে অল্প অল্প গ্লুকোজ ওয়াটার খাওয়াতে হবে কুতুলকে, সে হয়তো কয়েকদিন খেতে চাইবে না। আর ভুটানীকে রোজ একটা করে নার্ভ-শান্তির বড়ি। আমি চলে গেলে কে করবে এসব? কে খাওয়াবে কুকুরকে সিরিঞ্জে করে গ্লুকোজ? মাথায় নতুন ভাবনা চাপলো। গীতা, শান্তা পারবে তো? জামাইবাবু চলে যাবার পর বাক্সো গোছাতে যাচ্ছি, শুনি নিচে কে যেন কথা বলছে। কুণ্ঠিত গলায়।

—"নবনীতাদি? আমি কি চলে যাবো? প্যাকেটটা—" ওহো! সোনালীর বোন রূপালী। সে এখনও বসে আছে।—ছিছি—প্যাকেট নিয়ে ওপরে আসছি, ধমাস করে টিনের চালে ইঁট খসে পড়লো, বাড়ি কেঁপে উঠলো। মিত্রা ছুটে এলো—

—"পুলিশ! দিদি, পুলিশ! দিস ইজ ক্রিমিনাল! গাড়িটাও ভেঙে যাবে এবারে চাল ফুটো হয়ে। তুমি না ডাকলে আমিই ডাকছি।" তৎক্ষণাৎ মিত্রা গিয়ে ফোন করতে শুরু করে দেয়। আমি যত বারণ করি, কেবল মাথা নাড়ে। অর্থাৎ "কোনো কথাই শুনবো না। যা করবার তাই করবো।"

মিত্রার দোষও যা, গুণও তাই। ওর যা করার, ও তা করবেই। দুনিয়ার কেউ ওকে ঠেকাতে পারবে না। কখনও তাতে ভালো হয়, কখনও মন্দ।

—"এটা কী করলি মিত্রা? প্রোমোটার ছেলেটি খুব ভদ্র।"

—"খুব ভদ্র? ভদ্র তো ত্রিপল টাঙাচ্ছে না কেন? ঝাঁট দেওয়াচ্ছে না কেন? ভোর পাঁচটায় মজুর লাগাচ্ছিল কেন? বিন্দুমাত্র কন্‌সিডারেশান নেই কেন?"

—"এ ভাঙাচোরার কাজটা ও করছে না। অন্য লোকে কন্ট্রাক্ট নিয়েছে। আমি চাই না প্রোমোটার ছেলেটিকে পুলিশ বিরক্ত করে। বড় ভালো ছেলে।"

—"করবে না। ঐ 'অন্য লোক'দের করবে। কন্ট্র্যাক্ট যারা নিয়েছে। এত ভালোছেলেমির কী করলো প্রোমোটার? যে ওর হয়ে ওকালতি করছো?"

—"এক হাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়েছিল নববর্ষে।"

BanglaBook.org

—"এই জন্যেই পাঠিয়েছিল। মুখবন্ধ করতে। আর তুমিও গলে গেলে। সত্যি, দিদি! তুমি না?" মিত্রা একটা অধৈর্যের ভঙ্গি করে ঘর থেকে চলে গেল, রান্নাঘরের দিকে।

একটু বাদেই গীতা কাঁদো কাঁদো মুখে ছুটে আসে। "দিদি, দেখবেন আসুন, দুটো ষণ্ডা-গুণ্ডা মতন লোক এসে ভীষণ ধমকি দিচ্ছে প্রতাপদাকে আর মিস্তিরিদের।"

—"সে কিরে?" আমি আর মিত্রা বারান্দায় ছুটি। মোটরবাইকে দুটি আত্মবিশ্বাসী যুবক নির্মীয়মাণ বাড়িটির সামনে। প্রতাপের মনিব প্রোমোটারবাবু হাতজোড় করে তাদের বলছেন, "আর এরকম হবে না। দিদিকে বলুন গে, আমি নিজে কথা দিচ্ছি।"

মিত্রা বারান্দা থেকেই চেঁচায়: "আপনারা বুঝি থানা থেকে?"

—"হ্যাঁ। কেন?—"

—"ও বাড়ি নয়, ও বাড়ি নয়, উনি ভুল প্রোমোটার! ওঁকে বকবেন না। এপাশে, এপাশে। এ বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে, ইঁটপাটকেলের বৃষ্টি হচ্ছে। ওটা তো রাস্তার ওদিকের ফুটপাতে, ওখানে নয়—এপাশে আসুন—"

ঘোঁওৎ করে মোটরবাইকের মুখ ঘুরে যায়। উল্টো বাগে এসে, এবার ঠিক জায়গায় থামে। যুবক দুজন নেমে, কোমরে দুটো হাত রেখে, শুধু ওপর দিকে চোখ তুলে তাকালো। শুধুই দাঁড়ানো। শুধুই চাহনি। কোনো বাক্যব্যয়ের দরকার ছিল বলে মনে হলো না। যে-তরুণটি আমার কথায় হাসতো, সে দৌড়ে ওদের কাছে নেমে গেল। পুলিশরা তাকে কী বললে জানি না, সে তো খুব ঘাড় নাড়ছিল। পুলিশরা মিত্রাকে বলে গেল:

—"কিছু ভাবনা নেই দিদি—দরকার হলেই খবর দেবেন।" মিস্ত্রি-খাটানো যুবকটি মিত্রাকে বলল—"দিদি, দরজা খুলে দিন, ছাদ-উঠোন ঝাঁট দেওয়াবো।" এবেলা অন্য কাজ বন্ধ। ওবেলা ওবাড়ির গায়ে তিনতলা ঢাকা দীর্ঘ ত্রিপলের পর্দা চড়লো, ছাদ থেকে বাগান পর্যন্ত। শব্দ বন্ধ হলো না বটে কিন্তু ধুলোটা কমে গেল, এবং ইঁটপাটকেল পড়াও থেমে গেল। গাড়িকেও আর বোরখা পরাতে হবে না। মিত্রা বললো—"দেখলে? আমাদের পুলিশ কত কাজ করে? শুধু বলতে হবে।"

BanglaBook.org

হাতে মোটে একটা দিন। এখনও প্রচুর কাজ বাকি। কলেজের কাজ মিটেছে—এবার বাড়ির কাজ। বাক্সো গুছোনো। কী কী যাবে? স্যুটকেসে কী কী যাবে, তার একটা তালিকা বানাই। আর একটা একটা করে ঢোকাই। কোনো কিছুই ইস্ত্রি নেই। শাড়ির কোনোটায় ফলস লাগানো নেই। কোনো কোনো ব্লাউজের হুক নেই, এখন সেলাই করার সময় নেই। রুমাল কোথায়?

শাল কোন্‌টা? সোয়েটার? ও হো, সে সব তো তুলে ফেলা হয়েছে শীত ফুরোতেই। চারতলায় ওঠো—পুঁটলি খোলো। জুতো? জুতো চাই একজোড়া। কেবল চটিতে চলবে না। টিপের পাতার গোছা। ছাতা। চুলের কাঁটা, ফিতে, ক্লিপ। লিপস্টিক। ক্রিম। হাউস কোট। নাইটি। আর কী চাই? আর কী চাই? কনফারেন্সের কাগজপত্তর—Xerox করে আনতে হবে—এবং ওষুধপত্তর কিনতে হবে। আমার তো গাদাগাদা রোগের জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ ওষুধ। যতই বিদেশযাত্রার ইনশিওরেন্সের টাকা দিই না কেন, এইসব হাঁপানি, বাত, প্রেশার, এ তো ওরা কভার করবে না। ওষুধ কিনতে হলে প্রাণ বেরুবে। এ Pre-existing condition! মাথায় বাজ পড়লে সেটা কভার করবে। কিংবা প্লেনে চাপা পড়লে।

মিত্রাটাকে ফাঁকে ফাঁকে দেখে আসছি। সে বেটিও আবার কাল থেকে বিছানায় পড়েছে। বার্লি। গ্লুকোজ ওয়াটার। মাথা তুলতে পারছে না, এত মাথার যন্ত্রণা। বমি। পেটব্যথা। অত হম্বিতম্বির পরে এই করুণ চেহারা দেখে খুব মায়া হচ্ছে। মিত্রা খুব জাঁদরেল মেয়ে, যা করবে মনে করে সেটাই করে ফ্যালে। আমার মতন সারাক্ষণ দোটানায় ভোগে না। লোক-দ্যাখানি ভদ্রতারও ধার ধারে না, রীতিমতো কটকটি। বাড়িভাঙার সমস্যা মুহূর্তে মিটিয়ে ফেলল। আরও অনেক সমস্যাই ও মিটিয়ে ফেলতে পারে। নিত্য নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতেও ওর জুড়ি মেলা ভার।

এদেশে এসে অবধি মিত্রার শরীর ভাল নেই। কেবলই জ্বর হচ্ছে, কেবলই বমি। একবার সারছে তো আবার পড়ছে। পুলিশ-টুলিশ করবার পরেই সে কোঁ কোঁ করে শুয়ে পড়লো। খুব জ্বর। বমি, পেটের যন্ত্রণা। ওর আবার আলসার আছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম। তিনি এসেই ওষুধ। ইনজেকশান। মাথা ধোওয়া। বমি বন্ধ হবে। শান্তা আর গীতা পালা করে ওর কাছে থাকছে। এই তো মাত্র তিন-চার দিন আগেই ফুডপয়েজনিং হয়েছিল। আবার উলটে পড়লো বিছানায়। আমার খুব মন খারাপ। বাড়িতে দেখছি ওকে রেখেই যেতে হবে—কাছে কে থাকবে? এত অসুস্থ। ওর বন্ধু নন্দাকে ফোন করে দেখি। গীতা-শান্তার দায়িত্বে তো রাখা যাবে না। গেটে দরওয়ান থাকাটা রুগী দেখার জন্য যথেষ্ট নয়। অথচ এই অবস্থায় ওকে পাঠাই বা কোথায়?

মিত্রার জন্যে মাথায় নানা দুশ্চিন্তা চাপলো, কিন্তু যতই দুর্ভাবনা হোক তার মধ্যেই যাত্রার প্রস্তুতি চাই। মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে হবে না।

BanglaBook.org

হাতব্যাগে কী কী যাবে? টিকিট, পাসপোর্ট, হেলথ ইনশিওরেন্স, চশমা, কলম, মানিব্যাগ, এয়ারপোর্ট ট্যাক্স তিনশো টাকা, ট্যাক্সিভাড়া শ' তিনেক? চেকবইটা যদিও বিদেশে অকেজো, তবু থাকা ভালো। যেমন ভারতীয় ড্রাইভিং লাইসেন্সটা। চ্যাটার্জী ইন্টারন্যাশনালের ব্যাংকটায় কাল যাওয়া হয়নি। ফরেন এক্সচেঞ্জ নিতে হলে হাতে আর শুধু যাবার দিনটা ছাড়া সময় নেই। কত আছে হাতে? সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক মনে টাকা গুনছি, নীলু এসে দাঁড়ালো। ট্যাঁকে খোকা, মুখে হাসি।

—"দিদি, কাল যাচ্ছেন?"

নীলুকে দেখে যেন হাতে চাঁদসূয্যি—বিশাল সমস্যার সমাধান হতে পারে এক্ষুণি যদি নীলু রাজী হয়।

—"নীলু, তোরা ক'মাস এবাড়িতে থাকবি? আমি যতদিন না ফিরি? এদের হাতে বাড়ি রেখে যাওয়া যাবে না। তুই, অমিত, আর বাবুসোনা থাকবি। বাইরের কাউকে ঢোকাসনি যেন। মিত্রাদিদিকে একটু দেখবি আর কুতুল-ভুটানীর ওপর নজর রাখবি। কুতুলকে গ্লুকোজ ওয়াটার খাওয়াতে হবে—পারবি তো রে? গতবারে যেমন ছিলি, তেমনিই থাকবি?"

—"হ্যাঁ-অ্যাঁ..." নীলু সঙ্গে সঙ্গে রাজী। এ কর্ম সে আগেও বহুবার করেছে। এ বাড়িতে এমনিতেই ওর একটা ঘর আছে। যাক। বাড়িতে মানুষ থাকবে। বাঃ চমৎকার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। নীলু বলল—"দিদি? আপনি অত মাথা চুলকোচ্ছেন কেন?"

—"হীট র‍্যাশ হয়েছে। মানে গরমে ফুস্কুড়ি মতন বেরিয়েছিল গায়েরগুলো সেরে গেছে, মাথার মধ্যে ঘাম বসে তো? সারছে না।"

—"দিদি?" নীলু ভুরু কুঁচকে তাকালো।

—"আপনার মাথায় উকুন হয়নি তো? মনে হচ্ছে উকুনের মতো?"

—"পাগল? উকুন কী করে হবে? মেয়েরা যখন ইস্কুলে যেতো, সেই তখন হয়েছিল।"

—"গীতা, শান্তা, দুজনেরই মাথায় উকুন আছে দিদি। ওরা বারান্দায় বসে রোজ দুপুরে উকুন বাছে—"

—"সে কি রে? অ্যাঁ? এই বয়েসে আমার কিনা—দ্যাখ্ তো মাথাটা? ছি ছি—"

—"ও আর দেখতে হবে না। লাইসিল কিনে আনছি, পয়সা দিন। আজই লাগিয়ে ফেলুন, কালই তো যাওয়া।"

ঘরে সদ্য জামাই এসেছে। টাটকা টাটকা শাশুড়ী হয়েছি। অহংকারে মাটিতে পা পড়ছে না পদোন্নতিতে—এমন সময়ে কিনা...এই? কোন্ গুরুজন আমাকে

BanglaBook.org

পাকাচুলে উকুন পরবার আশীর্বাদ দিয়েছিলেন কে জানে? এ যে কী মনোবেদনা, কী আত্মধিক্কার, সেটা যে শাশুড়ীর মাথায় উকুন হয়েছে, তিনি ছাড়া কেউ টের পাবেন না। গীতা আর শান্তা, কুচি কুচি করে কুটে ঝাল চাটনি বানিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। নিশ্চয় আমার চিরুনিতে চুল আঁচড়িয়েছে ওরা! নীলু হাসলো—"না দিদি, উকুন ওড়ে!" বললেই হলো। তাহলে ট্রামে-বাসে উকুন উড়তো! নীলু ছুটলো লাইসিল আনতে। এক্ষুণি লাগাবো কী করে? অনবরত লোকজন আসছে। গামছা বেঁধে থাকতে হবে তো। কিন্তু অপেক্ষা করার সময় কই? নীলু যত্ন করে ওষুধ লাগিয়ে গামছা বেঁধে দেয়। ততক্ষণ চিঠিপত্তরগুলো দেখি, কী কী জবাব দিয়ে যেতে হবে। বিল জমে আছে একগাদা, চেক লিখে রেখে যেতে হবে।

বেল বাজলো।

—"দিদি, কে একটা লোক এয়েচে। এতবড় একঝুড়ি গোলাপফুল এনেচে। তোমাকে ডাকচে।"

—"কে লোক? নাম কী?"

—"বলচে, নাম বললে চিনবে না। ডাকচে, নিচে।"

আমার মাথায় গামছা বাঁধা। 'ডাকছে নিচে' বললেই নিচে যাওয়া যায় না।

—"কিছু সই করতে ডাকছে কি? তাহলে কাগজটা নিয়ে আয়।"

—"সই-টই করতে বলেনিকো। কাগজটাগজ নেই। এমনি একটা ভদ্দর লোক।"

আমার রাগ হয়ে যেতে থাকে।

—"বললি না, আমি এখন খুব ব্যস্ত রয়েছি?"

—"বললুম তো। দিদি কাল বাইরে যাবে, এখন খুব ব্যস্ত।—ভদ্দর লোক বললে একবার শুদু দেখা করেই চলে যাবে।"

—"তবু যা, জেনে আয় কী দরকার।"

শান্তা ঘুরে এল—"বলচে, কোনো দরকার নেই।"

এ তো ভারি মজা? দরকার নেই তো এসেছে কেন? একটু কৌতূহল হয় আর একটু রাগও। গামছার ওপরেই তোয়ালে জড়িয়ে বিশাল এক বিবেকানন্দী পাগড়ী বাঁধি। যেন এক্ষুণি স্নান সেরে বেরুচ্ছি। পরনে তো গায়ের চামড়ার মতন আজন্মের হাউসকোট চড়ানোই আছে—কেবল একটা ব্যাপার—

—"হ্যাঁরে নীলু, আমার কপালে টিপের চাদ্দিকে উকুন-টুকুন ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো? ওষুধের তাড়ায়—"

BanglaBook.org

—"কৈ দেখা যাচ্ছে না তো কিছু,"—নীলু কাছে এসে চোখ পাকিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখলো—"কিন্তু বলা যায় না, হয়তো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার সময়েও বেরিয়ে আসতে পারে," নীলুর সান্ত্বনা—"খুব কড়া ওষুধ তো।" গীতা প্রশ্ন করে—"খুব কড়া তো এতক্ষণ কেন বেরুল না?" শান্তা তার জবাব দেয়—"সব মরেই গেচে, তো বেরুবে কি? যান, এঁচড়ে ফেলুন।"

—"কি জানি? আজকাল তো সব কিছুতেই ভেজাল—" গীতার আর সংশয় যায় না।

আমি অন্যমনে আবার কাগজপত্র ঘাঁটতে থাকি।

—"কৈ, দিদি, নিচে যাবেন না? সেই যে গোলাপফুল?"

নীলু মনে করিয়ে দিল। ছোটবেলার একটা খেলা মনে পড়ে গেল—"আয় তো রে আমার গোলাপফুল—"

ক'দিন ধরে সমানেই অনেকরকমের উপহার আসছে, আমি যার বাহক মাত্র। নানান পুঁটলি, প্যাকেট, বান্ডিল, প্লাস্টিকের ব্যাগে করে করে স্নেহ-মমতা আসছে, সাগর পারে পাড়ি জমাবে বলে। আমাকে একটা আস্ত সুটকেসই নিতে হচ্ছে এসব বস্তুর জন্যে। কিন্তু গোলাপফুল আসেনি। ওটা অবিশ্যি নিয়ে যাওয়া যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রে ফুলফল, শস্যকণা ঢোকানো নিষিদ্ধ। কেন এনেছে ফুল? আজ তো কোনো বিশেষ দিন নয়? যাই। দরকার নেই, অথচ এসেছে কেন, সেটা ইনভেস্টিগেট করে আসি। কেমন লোক দেখা দরকার।

এক সুদর্শন মাঝবয়িসী যুবক। এক সাজি হলুদ গোলাপ হাতে করে খুবই অস্বস্তি ভোগ করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চোখে-মুখে সঙ্কোচ।

—"কী ব্যাপার?" ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে কেমন একটা মোহময় রহস্য—ওই ফুলের সাজির জন্যে।

—"নমস্কার—জানি খুব ব্যস্ত আছেন, কাল যাচ্ছেন, বেশি সময় নেব না, আমি টুটুল মজুমদার। আপনার প্রবন্ধ পড়ে চিঠি লিখেছিলাম?"

টুটুল মজুমদার? হ্যাঁ। চিঠি পেয়েছিলাম। মেয়ে নাম? পুরুষ?

—"আজকে আসবো বলে আগেই খবর দিয়েছিলাম।"

হ্যাঁ, একজন মিস্টার মজুমদার আসবেন বলে জানিয়েছিলেন বটে গীতাকে। উদ্দেশ্য জানাননি।

—"বসুন, বসুন" বলতে বলতে নিজেই বসে পড়ি। মাথায় মস্ত পাগড়ী। গায়ে ছেঁড়া হাউসকোট। মেয়েরা বলে—"মা, তুমি সবসময়ে ওই কাফ্‌তান আর হাউসকোট পরেই বাঁচো যখন, তখন ওইগুলোই ভালো দেখে, দামী

BanglaBook.org

দেখে পরবে। লোকজন তোমাকে ওই পোশাকেই দেখে সবচেয়ে বেশি।" কেন যে ওদের সৎ উপদেশগুলো কানে তুলি না! টুটুল মজুমদারের আপদমস্তক মার্জিত। ভদ্রলোকের যেমন চেহারা হওয়া উচিত। একটু পশ্চিমী শিক্ষার ছাপটা যেন হাবভাবে বেশি—কিন্তু চিঠি তো লেখেন পরিচ্ছন্ন বাংলায়। আমাকে এই মুহূর্তে বড়ই অসংস্কৃত দেখাচ্ছে। অথচ ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে সমীহ। কে জানে টিপ ঠিক আছে কিনা, একটু লিপস্টিক অন্তত বুলিয়ে নেওয়া উচিত ছিল নিচে আসার আগে। ভদ্রলোকেদের সঙ্গে সহজ ভব্যতাটুকুও করতে ভুলে গেছি। শেষ পর্যন্ত বলি, "নমস্কার।"

উনি নমস্কার করে ফুলের গুচ্ছটি এগিয়ে দেন।

"থ্যাংক ইউ। কি সুন্দর হলুদ গোলাপ। আমার ছোটবেলাতে বেশি দেখা যেত না। 'আংকল টম্‌স্ কেবিন' বইতে লতানে হলুদ গোলাপের ছবি ছিল—দেখে অবাক হয়ে যেতুম।"

—"আপনার পছন্দ?"

—"বাঃ, পছন্দ হবে না? আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন।"

—"লিখুন। আরো লিখুন। লেখা পড়ে আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। মার্চ মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় আপনার বক্তৃতা ছিল, সেদিন আপনি অসুস্থ ছিলেন। পরশুর সাহিত্য সভার বিজ্ঞাপনে আপনার নাম ছিল। সেখানেও আপনি যাননি। এর আগেও কয়েকবার দেখতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। তাই মনে জোর করে চলেই এলাম। কিছু মনে করেননি তো?"

মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। "দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল?" "দেখতে চেষ্টা করে বিফল" হয়েছেন? আর আমি এই অপরূপ রূপে ওঁকে "দেখা" দিলাম? আচ্ছা ঐ "দেখতে ইচ্ছে" কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ইনি কৌতূহলী পাঠক, ভক্তও বলা যেতে পারে। "অ্যাডমায়ারার" বললে ইংরিজি করে, বেশি ভদ্রস্থ শোনায়। হয় অ্যাডমায়ারার, নইলে এল-আই-সি-র এজেন্ট। নতুবা প্রোমোটার। এবার ১লা বৈশাখে পাড়ার দুই প্রোমোটারের কাছেই দু হাঁড়ি মিষ্টি পেয়েছি। পৈতৃক ভিটেবাড়ি। তবুও বেচবো কিনা মনস্থির করতে পারছি না! ইনি মিষ্টি আনেননি, কিন্তু হলুদ গোলাপ এনেছেন। এঁকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। আমি দেখেছি—এল-আই-সি এজেন্টদেরও অসীম ধৈর্য, অসীম নিষ্ঠা আর অসীমতর মায়াজাল রচনার শক্তি থাকে। ইনি কিছুই চান না, শুধুই দেখতে এসেছেন, এটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। এবং এক্ষেত্রে "বেণীর সঙ্গে মাথা"র মতো কবির সঙ্গে উকুনও দেখে ফেললেন কিনা কে জানে? স্বভাবটা তো আর সরল নেই। প্রথমেই মনে হয় লোকটার

BanglaBook.org

কোনো দরকার আছে। বিনা দরকারে আমার কাছে আজকাল আর কেউ আসে না। হয় লেখা দাও, নয় রেকমেনডেশান দাও, নয় অ্যাডমিশান করিয়ে দাও, নইলে চাঁদা দাও, নয় সময় দাও (সভাপতি হও, পুরস্কার-প্রদায়িনী হও, বিচারক হও, বক্তৃতাদাত্রী হও), নিদেনপক্ষে পিটিশানে সই দাও, অভিমত দাও, পরামর্শ দাও, সাক্ষাৎকার দাও, শুভেচ্ছাবাণী দাও। কেউ বলে না, হৃদয় দাও। এবং কেউই বলে না, "এই নাও"। এই টুটুল মজুমদারটি কিছুই চাইছে না, বরং গোলাপফুল দিচ্ছে। হয় গভীরজলের মৎস্য, অতীব ঘোড়েল প্রাণী, নইলে এই পৃথিবীতে, এই সময়ে, অতি বেমানান কেউ একজন। দাঁড়াও, দিচ্ছি তোমাকে ঠিক করে। রোমান্টিক হচ্ছ?

—"আচ্ছা, টুটুলবাবু, আপনার তো আমাকে দেখা হয়ে গেছে? ফুলও দেওয়া হয়ে গেল। আর কিছু দরকার আছে কি? আমি কাল বিদেশে যাচ্ছি, আপাতত প্রচণ্ড ব্যস্ত। অনেকগুলো কাজ—"

—"বাক্সো গুছোচ্ছেন? আমি এসে বিরক্ত করলাম?" খুব ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়েই পড়েন ভদ্রলোক।

—"না না, বিরক্তির কী আছে? বাক্সো এখনও গোছানো হয়নি। বিলগুলো পে করছিলাম, আর কিছু চিঠিপত্রের জবাব দিচ্ছিলাম।—আর, আমার মাথায় উকুন হয়েছে কিনা জানার চেষ্টা করছিলাম।"

—"আজ্ঞে?" —ভদ্রলোকের চোখ হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল কি?

—"এই যে পাগড়ী দেখছেন না? এর কারণটা হচ্ছে মাথায় উকুন মারার ওষুধ লাগিয়েছি। কাজের মেয়ে দুটির মাথায় খুব উকুন আছে শুনলাম, যদি আমারও হয়ে থাকে?"

টুটুল প্রকাশ্যভাবেই চুপসে গেলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে মনে খুবই ধাক্কা পেয়েছেন। তারপর সামলে নিলেন। ফরসা করে হেসে বললেন—

—"তা, সাবধানের মার নেই।...হয়নি নিশ্চয়। কিন্তু...হয়ে থাকলে, তাকে নিধন করাই ভালো। আপনার লেখা পড়ে মুগ্ধ ছিলাম, এত সহজে শক্ত কথা বলে ফেলতে পারেন দেখে—সেই যে আপনাকে কয়েকটা চিঠি লিখেছিলাম "দেশে" পরপর কয়েকটা লেখা পড়ে? এখন সামনাসামনি আরও মুগ্ধ হলাম। কোনো নারী যে এভাবে...ইয়ের কথা বলতে পারেন—সত্যিই, খুব আশ্চর্য।"

"উকুন" শব্দটা উচ্চারণ করতে ওঁর একটু অসুবিধে হচ্ছে মনে হলো। কিন্তু—যাঃ বাব্বা! ভেবেছিলুম রোমান্টিক প্রকৃতির ভদ্রলোককে ঘাবড়ে দেওয়া যাবে, উনি উকুনের নামেই ঘেন্নায় পালিয়ে যাবেন, তা নয়, এ যে দেখি

BanglaBook.org

উলটো হলো? আমিই এবার লজ্জা পেয়ে যাই। মুখের ওপর এত প্রশংসা হজম করা যায়? আমি কি নেহরু পরিবার?

একটু ত—ত—করে বলেই ফেলি—"টুটুলবাবু, আমি ফিরে আসি, তারপর আপনার সঙ্গে গল্প করবো একদিন। আজকে সত্যিই সময় নেই। কিছু মনে করবেন না—ফুলগুলো খুব চমৎকার—প্রভূত ধন্যবাদ"—বলতে বলতেই উঠে পড়ি। মাথায় ভীষণ উকুন কামড়াচ্ছে। মরণ কামড়। এবারে কপালে চলে আসবে। তাড়াতাড়ি টুটুলবাবুকে নমস্কার করি। হাতে ফুলের গুচ্ছ। তিনিও প্রতিনমস্কার করেন। দৌড়েই পালিয়ে আসি ওপয়ে।

এও প্রোমোটারই। বাপের ভিটেটা কিনতে চায় না। আমি মানুষটা যে-জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছি, সেইটেই কেনার দিকে নজর। টুটুল মজুমদারের ফুলের গুচ্ছে একটা কার্ড আঁটা আছে। নাম-ঠিকানা ফোন নম্বর। পাসপোর্ট টিকিটের সঙ্গে সেটাও ব্যাগে ভরে নিই। জরুরি জিনিসপত্তরের মধ্যে থাকুক।

আবার বেল বাজলো। জনস্রোত শুরু হয়েছে আজ। আরো টুটুল মজুমদার নিশ্চয়ই নয়।

নীলু দৌড়তে দৌড়তে আসে। মুখে আদিগন্ত হাসি।

—"দিদি! কানাইদা! কানাইদা এসে গেছে—ঠিক আপনি যাবার মুখেই এসে গেছে।"

—"আসুক! কানাই ভেবেছে কি? একটাও খবর না দিয়ে দু মাস বেশি বাড়িতে বসে রইলো? থাকগে আবার বাড়িতে গিয়ে। কালই বাড়ি চলে যাক।"

—"ওকি দিদি? আমরাও থাকি, কানাইদাও থাক। মিছে রাগ করবেন না, এসে তো পড়েইছে সময় মতন।"

—"সময় মতন? শেষ মুহূর্তে? এটা সময় মতন?"

কানাই এসে প্রণাম করে। আমি মাথা ছুঁই, কিন্তু একটাও কথা বলি না। কানাই বিনা ভণিতায় বলে:

—"আপনি তো সাতাশে যাচ্ছেন, দিদি?"

—"তাতে তোমার কী?"

—"দিদি তো আজকেই যাচ্ছেন!" নীলু জানায়।

—"আ...জই? সেকি? সাতাশে শুনেছিলাম না?"

—"সেদিন আমার পেপার পড়া কনফারেন্সে।"

BanglaBook.org

—"ওঃ হো!" কানাই একটু দুঃখিত মুখ করার চেষ্টা করে, তার পরেই বলে—"দিদি, এরা সব কারা?"

—"গীতা আর শান্তা। তোমার আর বিন্দুর বদলে এরাই এ বাড়িতে থাকবে।"

—"থাকবে?"

—"না তো কি? তুমি ছ'মাস দেশে, বিন্দু ছ'মাস দেশে থাকবে—বাড়িঘর-দোর দেখবে কে? ভুটানী-কুতুলকে দেখবে কে?"

এই সময়ে বৃষ্টিটা খুব জোরে শুরু হলো। কাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে—এখন রীতিমতো শীত করছে। গোলাপগুচ্ছগুলো দেখলেই যা একটু উষ্ণতার বোধ হচ্ছে। টুটুল মজুমদার। কী রকম আশ্চর্য লোকও থাকে জগতে। প্রবন্ধ পড়ে এত মুগ্ধ কেউ হয়? লোকটির বিষয়ে কিছুই জানা হয়নি। তিনি ভবঘুরে, না চাকুরে, ব্যবসাদার, না মাস্টার, শিল্পী, না পাগল, না ঠক-জোচ্চোর, কিছুর খবরই রাখি না। ঠিক বয়স কত, পড়াশুনো কী, বৌ-বাচ্চা আছে কিনা, হিন্দু না মুসলমান, ঘটি না বাঙাল? ভাল লোক না মন্দ লোক? সরল, না প্যাঁচালো? বন্ধু, না শত্রু?

নীলু হঠাৎ ছাদ থেকে খুব বিচলিত হয়ে নেমে এলো।—বৃষ্টির ছাঁট থেকে কাচা কাপড়চোপড় বাঁচাতে ছাদে গিয়েছিল—দ্যাখে পুরনো খবরের কাগজের বান্ডিল, যা কানাই যত্ন করে বেঁধে রেখেছে বিক্রির জন্যে, বৃষ্টিতে সব ভিজে যাচ্ছে। যেই কাগজ সরানো, তার নিচে থেকে বেরিয়ে পড়েছে এই প্লাস্টিকের থলেটা। থলেতে দুটি জরিপাড় সিল্কের শাড়ি। আমার মেয়ে তার বিয়েতে পেয়েছে। নতুন। একগাদা কাপড়চোপড় নিয়ে কীসব গোছগাছ করছিল বটে মেয়ে, এক ট্রাংক শ্বশুরবাড়িতে যাবে, এক সুটকেস দিল্লিতে যাবে, এ বাড়িতে থাকবে এক ট্রাংক—তখন এই গীতা আর শান্তা দুই সখী বড়দির ডান হাত-বাঁ হাত হয়ে সাহায্য করছিল। সেই সময়েই ঘটেছে। দুজনের জন্যে মাত্র দুটোই নিয়েছে, বেশি না। চাইলে কি দিতুম এত দামী কাপড় দুটো? দিতুম না। এটা ঠিকই। তবু—ওদের হাতে বাড়ি রেখে আর যাওয়া যাবে না। ওদের রাখা যাবে না। সে পথ বন্ধ।

—"কানাই।"

—"বলুন, দিদি।"

—"গীতা আর শান্তার জন্যে দুটো কাজ দ্যাখো।"

BanglaBook.org

—"না দিদি। ওদের কোথাও দিয়ে কাজ নেই। চুরি-চামারির দায়ে পড়বেন।" কানাই সুচিন্তিত অভিমত দেয়। নীলুও সায় দেয়।

—"বড়দি তোদের কি সুন্দর সালোয়ার-কামিজ কিনে দিল, তবু তার কাপড় চুরি করলি? কী রে তোরা?"

—"কে বলল চুরি করেছি?"—শান্তা ফোঁস করে ওঠে।

—"চুরি করিনি দিদি।"—গীতার শান্ত গলা।

—"তাহলে ওখানে গেল কী করে?"

—"তা আমরা কী করে জানব?"—শান্তা।

—"আমরা জানি না দিদি।"—গীতা।

—"বাড়িতে তখন আর কে ছিল বল্ তোরা ছাড়া?"

—"কেউ ছিল না, দিদি।"—গীতা।

—"কেন, আপনি ছিলেন। মিত্রাদিদি ছিল। বড়দি ছিল। জামাইবাবু ছিল। নীলুদিদি ছিল।"—শান্তা।

—"বাঃ, বাঃ, আমরাই আমাদের শাড়ি লুকিয়ে রেখেছি ছাদে নিয়ে গিয়ে?"

—"কে রেখেছে কী করে জানব? কেউ কি দেখেছে?"

—"চোরের মায়ের বড় গলা!" নীলুর মন্তব্যে এবার শান্তা নীলুকে মুখ ভেংচে দেয়।

কানাই তাহলে যাচ্ছে না ফিরে।

শেষ মুহূর্তে হলেও ধরা পড়ে ভালো হলো। এবার মাইনের হিসেব কষতে হবে—দুজনকেই ছেড়ে দিতে হবে—কানাইয়ের ওপর রাগ করার সুযোগটা আর হলো না। এই যা ক্ষতি।

প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। স্নান করতে হবে। কাল থেকে চুলে ওষুধ দেওয়া আছে, শ্যাম্পু করা দরকার। "গরম জল চড়িয়ে দাও তো, স্নান করব।" এই বৃষ্টিতে, গরম জল লাগবে। ক'টা কাজ আরো বাকি? লিস্টটা দেখে দেখে কাজগুলো চেক্ করতে থাকি।

—"দিদি, ভাত খাবেন না? বেলা হয়ে গেছে।"—কানাই।

—"আজ থাক। মিত্রাদিদির বার্লি হয়েছে?"

—"'আজ থাক' মানে?" কানাই বকুনি দেয়। "ভাত আবার থাকবে কি? খেয়ে নিন—পরে স্নান করবেন। মিত্রাদি বার্লি খায়নি। বমি পাচ্ছে বলছে।"

—"ডাক্তার তো ইঞ্জেকশান দিয়ে গেল। তবুও?"

BanglaBook.org

—"ইঞ্জেকশান? খুব বেশি অসুখ বুঝি মিত্রাদির?"—নীলু মুচকি হেসে বলে—"ওই ইঞ্জেকশানে কিছু হবে না। হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে যান। এবাড়িতে রেখে গেলে বমি সারবে না।"

—"কেন? কেন সারবে না? তুমি তো থাকবে। কানাইও এসে গেছে। ওর বন্ধু নন্দাকে খবর দিয়েছি। সে খবর নেবে, যত দিন না মিত্রা সারছে"—

—"সারবে না। আবার তো তেলেভাজা খাবে।"

—"তে-লে-ভা-জা?"

—"রোজ খায়।"

—"শুয়ে আছে তো। জ্বর তো।"

—"শুয়ে শুয়েই খায়। শান্তা, গীতাকে দিয়ে আনিয়ে নেয়। আমাদের সক্কলকে খাওয়ায়। হ্যাঁ। তা, মনটা ভালো আছে। একা খায় না। দিয়ে-থুয়ে খায়।"

—"দিয়ে-থুয়ে খায়? কই, আমাকে তো দেয় না?"

—"আপনাকে দেবে কেন? আপনাকেই তো লুকিয়ে খায়। বলতে মানা।"

—"তবে বললি যে?"

—"অত দূরে চলে যাচ্ছেন, রুগীর দায় কে সামলাবে? এখন তো শান্তা-গীতাও থাকবে না। কোনো নিয়ম মানে না মিত্রাদি, খালি খালি সিগ্রেট খাচ্ছে।"

—"বার্লি না খেয়ে সিগারেট খাচ্ছে? বললেই হলো? এইমাত্র দেখে এলাম মাথা তুলতে পারছে না, ১০৩° জ্বর—"

—"জ্বরের সঙ্গে সিগ্রেটের কী যোগ? জ্বরের মধ্যেই আমাকে বলেছিল 'মাই কেলাব' থেকে চিংড়ির কাটলেট এনে দে, বড্ড মুখটা তেতো হয়ে আছে—আমি দিইনি, কে জানে বাবা কী হয়ে যাবে?"

—"বাঃ খুব চিন্তাশীলা তুমি। যতদিন না আধমরা হলো, ততদিন তো এ-জ্ঞানটা হয়নি।"

—"আপনি ওঁকে সেবাশ্রমে ভর্তি করে দিন। বাড়িতে আমি রাখতে পারবো না, উনি খুব টেটিয়া রুগী।"

মনস্থির করতে সময় লাগলো না। মরিয়া হয়ে গিয়ে যত্র তত্র ফোন করতে থাকি। ঘণ্টা দুয়েক ধরে কলকাতার প্রায় সব ক'জন চেনাশুনো বন্ধুবান্ধবদের ধরাধরি করবার পরে, অবশেষে একটি সীট মিললো। আজই হেস্ত-নেস্তটা করা প্রয়োজন, কেননা আজ বিকেল পাঁচটায় আমি রওনা হচ্ছি। সম্পাদকমশাই, আপনি ভাবছেন পুজোর লেখায় অবহেলা করেছি? একবার দেখুন অবস্থাটা। নন্দা এসে পড়লো। কানাই ট্যাক্সি ডাকতে গেল।

BanglaBook.org

আমি এদিকে দুটো বাক্সো নিয়ে বসেছি। একটা আমার আমেরিকার হাতব্যাগ—তাতে গুনে গুনে ভরছি—পাসপোর্ট, টিকিট, শাল, মোজা, ওষুধপত্তর, এই রে—ফরেন এক্সচেঞ্জটা আর নেওয়াই হলো না—নোট বই, পেপারের কপি—বাঁ দিকে আর একটা। মিত্রার ছোট কিটব্যাগ। তাতে গুনে গুনে ভরছি—হাসপাতালে যাবার জিনিসপত্তর।—নাইটি, হাউসকোট, ঘরের চটি, বুরুশ, টুথপেস্ট, তোয়ালে, সাবান, ক্রিম, ট্যালকাম, এক বাক্সো লেবুসন্দেশ, এক প্যাকেট বিস্কুট। ওর হাতব্যাগটা—খুবই মন কেমন করছে—যাবার আগে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে যেতে হচ্ছে বলে। অথচ আমার কোনোই গত্যন্তর ছিল না। ওকে সুস্থ করতে হবে। আমি ঘরে থাকতেই যে এত অত্যাচার করেছে নিজের স্বাস্থ্যের ওপরে, আমি দেশে না থাকলে সে না জানি কতদূর কী করবে। হাসপাতালে বাধ্যকরী নিয়ম মেনে বাঁচবে। অবশ্য মিত্রা যা মোহিনী, ওখানেও জমাদারকে পয়সা দিয়ে তেলেভাজা আনিয়ে খেলে আশ্চর্য হবো না। অথচ এমনিতে মোটেই খাইয়ে নয়। ভাজাভুজি খাবার লোভটা অন্য জিনিস। চকোলেট খাবার লোভের মতো। আলসার রুগীর সমস্যা। হে ভগবান, আরো কী কী তুমি শেষ মুহূর্তে আমার সামনে উদ্‌ঘাটন করবে?

নন্দা এসে পড়েছে, মিত্রাকে তৈরি করছে, আমার মস্ত সাহায্য হয়েছে। আর দুঘণ্টাও নেই আমার রওনা হবার। কাজ পড়ে আছে সংখ্যার অতীত।

—"মিত্রাদিদির ট্যাক্সি এসে গেছে।"

—"আমি যাচ্ছি এক্ষুণি।"

—"নন্দাদিদি বলছেন আপনাকে যেতে হবে না, উনিই ভর্তি করে দেবেন। আপনার তো বলাই রয়েছে"—দৌড়ে নিচে যাই। মিত্রার শরীরটা দুমড়ে যেন দু ভাঁজ হয়ে গেছে, দাঁড়াতে পারছে না। এর ওপরে—তেলেভাজা? আমেরিকা, হে ভুবনমনমোহিনী, হে অপার রহস্যশালিনী, নিঃসীম শক্তিময়ী, এই একটি ব্যাপারে তুমি তাহলে কলকাতার কাছে হার মানলে। তেলেভাজাকে তোমার আওতায় আনতে পারনি।

মিত্রা চলে যাবার পর খেয়াল হলো বেলা চারটে বাজে, পাঁচটায় বেরুনোর কথা। স্নান হয়নি, খাওয়া হয়নি, সকাল থেকে যেন ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে উড়ছি শুকনো পাতার মতন। একবার ডাক্তার, একবার চুরি, একবার তেলেভাজা, তারই মধ্যে ভল্ট প্রাপ্তির সংবাদ, ব্যাংকে দৌড়নো, গয়না রেখে আসা (একাজে অজস্র সময় গেছে!)। না, গামছা বেঁধে যাইনি, সিল্কের স্কার্ফ বেঁধে। আজ তো দ্বিতীয় দিন ওষুধের।

BanglaBook.org

—"কীরে, গরম জলটা হলো? আর কখন সাবান দোবো মাথায়?" বৃষ্টির জোর কমেনি।

—"এই যে দিদি, গরম জল দিয়েছি বাথরুমে।"

—"কলটা খুলে দে, আমি যাচ্ছি।"

তাড়াতাড়ি গিয়ে জলটার উষ্ণতা চেক্ করে নিয়ে মাথা ভেজাই। শ্যাম্পু ঘষতে-ঘষতে খেয়াল হলো। একি? এ কিসের গন্ধ? এ তো শ্যাম্পুর নয়? চোখ মেলে দেখি বালতির জল দুধের মতো সাদা। আমার মাথা থেকে সেই দুগ্ধধবল ধারা ঝরছে—যেন আমি শিবরাত্রির শিবঠাকুরটি। ফিনাইলের জলে চোখ জ্বলছে।

এই মগের মধ্যেই নিশ্চয় ফিনাইল ছিল। কে রাখলো মগে ফিনাইল? এখন আর নতুন করে বড় বালতি ভর্তি গরম জল তৈরির সময় নেই, মাথায় সাবান মাখা হয়ে গেছে। সবটা জলেই ফিনাইল গুলে ফেলেছি—যা থাকে কপালে। এখন আর গত্যন্তর নেই। দিব্যি আরাম করে ফিনাইলের জলে মাথা ঘষে, স্নান সেরে, চমৎকার জীবাণুমুক্ত, কীটনাশিত, পবিত্র, অ্যান্টিসেপটিক নবনীতা হয়ে বেরিয়ে এলাম। আমাদের এক বন্ধু, সুস্নাত, নামেই 'সুস্নাত', এমন সুস্নান তিনি জীবনে করেছেন? মনে মনে একটা ফিনাইলের জন্য টি.ভি. বিজ্ঞাপনও ভেবে ফেললাম, তারই মধ্যে—অনেকটা লিরিলের মেয়েটির ঝর্না স্নানের মতো—মন্দ হবে কি?

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে দু পা গেছি, নীলু। বাড়ির সকলেই ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে, আমার প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। নীলু কী একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি কাছাকাছি আসামাত্র তার চোখে-মুখে একটা সন্দিগ্ধ ভাব ফুটে উঠল। নাক কুঁচকে, মুখ ভেটকে নীলু বললে—

—"এঃ ম্যাগেঃ দিদির গায়ে কিসের গন্ধ?"

—"ফিনাইলের। আবার কিসের?" আমার সহজ উত্তর।

—"দিদি কি ফিনাইলের জলে নাইলেন?" কানাই।

—"কেন? উকুনের জন্যে ভালো বুঝি?" নীলু যুক্তি খোঁজে।

—"উ-কুন?" কানাই ব্যাপারটা এখনও শোনেনি।

—"কিসের জন্যে ভালো গীতাকে জিজ্ঞেস করো। কেন সে আমার স্নানের মগে আধমগ ফিনাইল ঢেলে রেখেছিল।"—

—"ওঃ হো, বারান্দা ধোবো বলে, একেবারে ভুলে গেছি, নীলুদিটা শাড়ি-শাড়ি করে এমন—"

—"দিদির সমস্ত চুলই এবার উঠে যাবে মনে হয়।" নীলুর এই শুভেচ্ছাবাণী আমার সহ্য হলো না—

BanglaBook.org

—"কেন? কেন উঠবে আমার চুল? ভালোই হলো, পরিষ্কার হয়ে গেল"—আমি পজিটিভ থিংকিংয়ে বিশ্বাস করি, সম্পাদকমশাই।

চুল বেঁধে, কাপড় পরে, স্যুটকেসে তালা দিচ্ছি। ক্রিশ্চিয়ান ডিওর ফিনাইলের পারফিউমটা ঢাকতে পারেনি। শিবু এসেছে, দমদমে নিয়ে যাবে।

—"দিদি, ট্রাভলার্স চেকগুলো—"

—"একদম সময় হয়নি। এয়ারপোর্টে যতটা দেবে, তাই—"

—"ক্যাশ ভুলে রেখেছেন তো? চেক চলবে না—"

—"ওই য্যাঃ, একদম মনে ছিল না—"

—"যাকগে, যাকগে, দেখি আমাদের সবার কাছে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কতটা হয়—"

—"তাই ভালো—তারপর ওখানে গিয়ে দেদার ধারকর্জ—"

আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে!

ঘর থেকে বেরুচ্ছি, ফোন বাজলো।

আবার? এখনও ছাড়ান নেই?

—"ধরবেন না দিদি, ছেড়ে দিন"—শিবুর উপদেশটা শোনবার আগেই "হ্যালো" বলে ফেলেছি।

—"আমি টুটুল মজুমদার বলছি।"

—"বলুন। আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি।"

—"আপনার যাত্রা শুভ হোক।"

—"থ্যাংক ইউ।"

—"ওখানে গিয়ে অনেক লিখবেন। আপনার লেখা অনেক দেখতে চাই। বড্ড কম লেখেন আজকাল।"

[—"দিদি, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।"

—"স্যুটকেসগুলো তোলো আগে।"]

—"আমি চলি টুটুলবাবু, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।"

—"তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন, কলকাতাতে।"

—"আপনার ফুলগুলো ফুটে গেছে—খুব সুন্দর গন্ধ।"

—"ভালো থাকবেন।"

—"ভালো থাকা কি সোজা? আপনি যতই গোলাপফুল এনে দিন না কেন, আমার গায়ে তো সেই ফিনাইলের জল।"

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

—"আজ্ঞে ?"

—"ও কিছু না। আপনিও ভালো থাকবেন টুটুলবাবু।"

—"Bon Voyage!"

[—"দিদি, স্যুটকেস তোলা হয়ে গেছে।"

—"যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি।"]

—"চলি, টুটুলবাবু। দেখা হবে। ফিরে এসে।"

সম্পাদকমশাই, এই তো ছিল অবস্থা আমার। আপনার যেমন টুটুল মজুমদারের জাতের পাঠক খুব বেশি নেই, যাঁরা প্রবন্ধকারদের দেখতে ইচ্ছুক হন, তেমনি আমার মতো লেখকও বেশি নেই যাঁরা ফিনাইলের জলে চান করেন। ভাগ্যিস নেই? তাহলে পত্রিকা উঠে যেত।

খুব চেষ্টা করছি যথাশীঘ্র সম্ভব একটা ভদ্রস্থ গল্প খাড়া করতে। এখানে আজ খুব বৃষ্টি। মেঘ ডাকছে। কলকাতাতেও তো এটা আষাঢ় মাস?

—প্রীতি নমস্কার নেবেন।

নবনীতা দেব সেন।